বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

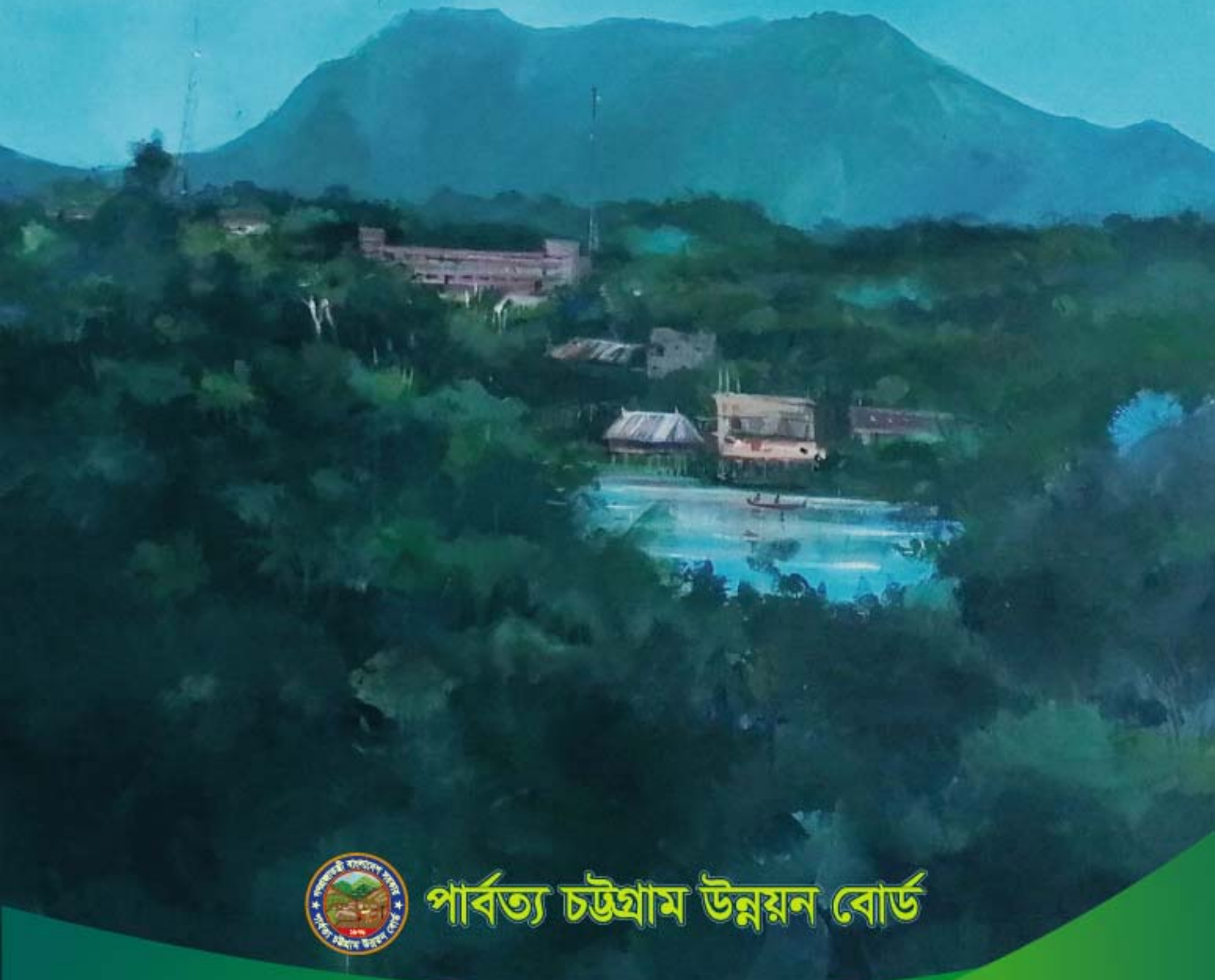

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

প্রকাশনায়	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
প্রকাশকাল	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
প্রধান উপদেষ্টা	চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
উপদেষ্টা পর্ষদ	ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সদস্য-অর্থ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সদস্য-পরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সদস্য-বাস্তবায়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
সম্পাদনা পর্ষদ	সদস্য-প্রশাসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড উপ-সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি
মন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। পার্বত্য চুক্তির পর দীর্ঘ দু-যুগব্যাপী সংঘাতের অবসান হয়ে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়নের নবযাত্রা সূচিত হয়েছে। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামেও সরকারি-বেসরকারি ও বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন উন্নয়নের ছোঁয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও দৃশ্যমান হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য সেবা উন্নতকরণ, কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণে সুযোগ সৃষ্টি, তথ্য প্রযুক্তির আওতা বৃদ্ধি, দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে সৃষ্ট জটিলতা মোকাবিলা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশে উন্নতি সাধন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ, সর্বোপরি মানুষের আয় বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলায় প্রতিবছর ছোট-বড় অনেক স্কিম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রামাণিক দলিল হচ্ছে বার্ষিক প্রতিবেদন। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সরকার ঘোষিত "ভিশন-২০২১" ও "ভিশন-২০৪১" বাস্তবায়নে আরও বেশি সক্রিয় থেকে অবদান রাখার জন্য আহ্বান জানাই। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি)

মেসবাহুল ইসলাম
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফসল। ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি হওয়ার পরবর্তী ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হওয়ার পর থেকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো কিভাবে দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায় সেলক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমকে গতিশীল করতে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে, যুগোপযোগী নীতি ও কৌশল প্রণয়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও পরিবেশগত সমীক্ষার জন্য স্টাডি সম্পন্নকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে অগ্রগতি পরিদর্শন করা হচ্ছে সর্বদা। এ অঞ্চলে শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন যেন অটুট থাকে সে লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে মাথায় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন খাতে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ১৯৭৬ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাতায়াত, কৃষি, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, আইসিটি, সোলার এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। আশাকরি, এ প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী আরো প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে করতে সক্ষম হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রতিবেদন হতে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হতে পারব। এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ মেসবাহুল ইসলাম)

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা
চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

বাংলাদেশের দক্ষিণে-পূর্ব কোণে ১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে আছে এক স্বপ্নীল ও রূপময় ভূ-খন্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম। তিনটি পার্বত্য জেলা-রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের জন্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর পক্ষে তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত ১৯৭৩ সনের ৯ আগস্ট রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে এক সুধী সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য একটি পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যাতায়াত, কৃষি, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রভৃতি খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। অনগ্রসর এ অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড উন্নত জাতের বাঁশ চাষ প্রকল্প, আইসিটি প্রকল্প, গাভীপালন প্রকল্প, মিশ্র ফলচাষ প্রকল্প, উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প, সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প, বিভিন্ন উপজেলায় পানি সরবরাহ প্রকল্পসহ বৃহদাকারে গ্রামীণসড়ক ও পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গত ৪৩ বছরে ১,৭৪৩.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬,০৭৯টি ছোট-বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। যা ইতোমধ্যে প্রতিক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে বাৎসরিক ২ কোটি টাকা করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় ৯৫০০/- লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৯৬টি স্কিম সমাপ্ত করেছে যার ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় ১২,৩৪৯/- লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩১টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প সমাপ্ত করেছে যার ভৌত অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৩৪%। এছাড়াও জনকল্যাণমূলক একাধিক স্কিম/প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক কর্মকান্ডে বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। যা সাধারণ পাঠক, গবেষক এবং গণমাধ্যমকর্মীসহ সকলের অনুসন্ধিৎসা পূরণে সহায়ক হবে বলে মনে করি। প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই ধন্যবাদ। উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

(নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা)

শাহীনুল ইসলাম

(যুগ্ম-সচিব)
ভাইস-চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে এক অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, যা পার্বত্য তিন জেলা- রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি নিয়ে গঠিত। এ তিনটি জেলার মোট আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই কম। তবে এ অঞ্চলে নৃ-বৈচিত্র ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ অঞ্চলে প্রধানত ১১টি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ যেমন চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, চাক, লুসাই, খুমী, পাংখোয়া, বম, খেয়াং দীর্ঘকাল নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বকীয়তা বজায় রেখে বসবাস করে আসছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার বহুমুখী উন্নয়নে একটি অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পিছনে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বিশেষ অবদান। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজকল্যাণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য তিন জেলার বহুমুখী উন্নয়নমূলক প্রকল্প যা পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কেবলমাত্র নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প ও গাভী পালন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প, উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প, আইসিটি প্রকল্প, সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখন উন্নয়নের ছোঁয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় আরও অধিকতর দৃশ্যমান ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোড নং- ২২১০০১১০০ এর আওতায় ৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯৬টি স্কিম সমাপ্ত করেছে এবং কোড নং- ২২১০০০৯০০ এর আওতায় ১২৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩১টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প সমাপ্ত করেছে যার ভৌত অগ্রগতি ১০০%।

প্রতিবছরের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিবেদনটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক কার্যক্রমের একটি প্রামাণ্য দলিল। এ প্রতিবেদনে বাৎসরিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে যা পাঠক সমাজ, সুশীলসমাজ, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সাধারণ জনগণ সকলেই উপকৃত হবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্টরক ধন্যবাদ জানাই।

(শাহীনুল ইসলাম)

আশীষ কুমার বড়ুয়া
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য-প্রশাসন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নে এক অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৬ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ড গঠিত হওয়ার পর থেকে এ অঞ্চলের কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজকল্যাণ, অবকাঠামো নির্মাণসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কাজে নিয়োজিত থেকে সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দৃঢ় সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন সেক্টরে অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বল্প মেয়াদী মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প, উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প, উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প, সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প, আইসিটি প্রকল্প, গাভী পালন প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত শিক্ষা বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২.০০ কোটি টাকা করা হয়েছে ফলে শিক্ষার্থীরা পূর্বের তুলনায় বেশী সংখ্যায় ও পরিমাণে শিক্ষা বৃত্তি পাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোড নং-২২১০০১০০ এ আওতায় ৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯৬টি স্কিম সমাপ্ত করেছে এবং কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় ১২৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩১টি প্রকল্প সমাপ্ত করেছে যার ভৌত অগ্রগতি ১০০%। এছাড়াও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতি অর্থ বছর সমাপনান্তে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতি আর্থিক সালের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত ও বাস্তব অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়। এ বৎসরেও তথ্য উপাত্তের প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকগণ এ প্রতিবেদন থেকে তথ্য সমৃদ্ধ হতে পারবেন এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশের জন্য বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এছাড়াও এ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে ভাইস-চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ, প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ, নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ যাঁরা বিশেষ করে তথ্য, উপাত্ত ও আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

(আশীষ কুমার বড়ুয়া)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• ভূমিকা	১
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন	২
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৩
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কমিটিসমূহ	৩
• পরামর্শক কমিটি সদস্যবৃন্দের পরিচিতি	৬
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয়গণের তালিকা	৭
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের জনবল	৮
• ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ	৯
• ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রমের খন্ডচিত্র	১৫
• প্রকল্প পরিদর্শন, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন	২৯
• ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-২২১০০১১০০)	৩৮
• ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-২২১০০০৯০০)	৪৫
• ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-২২১০০১১০০)	৫০
• ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-২২১০০০৯০০)	৫৬
• ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলার বাস্তবায়িত অন্যতম স্কিমসমূহের বর্ণনা (কোড নং-২২১০০১১০০)	৭৪
• ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-২২১০০০৯০০)	৭৬
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিবরণ	৮৩
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প	৮৩
• পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প	৮৫
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প	৮৭
• পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প	৮৯
• "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প	৯৩
• বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ (প্রকল্প কোড নং ২২৪০৯৫৬০০) শীর্ষক প্রকল্প	১০১
• বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (প্রকল্প কোড নং-২২৪০৯৫৮০০) প্রকল্প	১০২
• বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (কোড নং-২২৪২৪৬৬০০) প্রকল্প	১০৩
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প	১০৩
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	১০৭
• পাঁচ বছরের সম্পাদিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপ (২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত)	১১১
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোকচিত্র	১১৪

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণে-পূর্ব কোণে ১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে আছে এক স্বপ্নীল ও রূপময় ভূ-খন্ড যার নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। তিনটি পার্বত্য জেলা-রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। তিন পার্বত্য জেলায় আছে তিনটি সার্কেল, ২৬টি উপজেলা, ০৭টি পৌরসভা, ১২১টি ইউনিয়ন, ৩৭৫টি মৌজা, ৪৮১১টি পাড়া বা গ্রাম। তিন সার্কেলে আছেন তিনজন সার্কেল চীফ যারা স্থানীয়ভাবে 'রাজা' নামে পরিচিত- চাকমা রাজা, বোমাং রাজা ও মং রাজা। কয়েকটি পাড়া বা গ্রাম নিয়ে মৌজা গঠিত। মৌজা প্রধানরা 'হেডম্যান এবং পাড়ার প্রধানরা 'কার্বারী' নামে পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী পাশাপাশি সরকারিভাবে স্বীকৃত ছোট-বড় ১১টি জনগোষ্ঠী বসবাস করছে এরা হচ্ছেন- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, খেয়াং, বম, লুসাই, তঞ্চঙ্গ্যা, খুমী, চাক ও পাংখোয়া। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়, অরণ্য, হ্রদ, ঝর্ণা, নদী, উপত্যাকা ও মালভূমির অনিন্দ্য প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির স্বল্প সংখ্যক মানুষ বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে যুক্ত করেছে বৈচিত্র্য ও বৈভবের নতুন মাত্রা।পার্বত্য চট্টগ্রামের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রায় ৭২৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের কাপ্তাই হ্রদ যা সিঙ্গাপুরের চাইতে বড়, সাজেক উপত্যকা, নীলগিরি, নীলাচল, বগালেক, রেইনখিয়ং লেক, আলুটিলা গুহা ও পাহাড়, ভগবান টিলা, শুভলং ঝর্ণা, নাফাখুম জল প্রপাত, থানচি-রেমাক্রীর নদী পথ, কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক ইত্যাদি। রয়েছে কর্ণফুলী, ফেনী, মাতামুহুরী, সাংগু, কাচালং, মাইনী, চেঙ্গী ইত্যাদি নদী, আর নয়নাভিরাম উপত্যাকা। আছে প্রায় ৫০০০টি ছড়া বা পাহাড়ী জলপ্রবাহ। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষ এখনো কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। পাহাড়ের সবত্রই বর্তমানে ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের বাগান দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পরও অন্যান্য জেলাগুলোতে পার্বত্য অঞ্চলের আম, কাঁঠাল, আনারস, কলা, কমলা, জাম্বুরা লেবু, মিষ্টি কুমড়া, কাজু বাদাম, আদা, হলুদ ইত্যাদি সরবরাহ ও বিক্রয় হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার হয়েছে প্রভূত উন্নতি, শিক্ষার হার বেড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়, স্বাস্থ্যসেবার মান হয়েছে উন্নত। আমরা সবাই জানি উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্থিতিশীলতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের স্বার্থে পরস্পরের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মাচরণ ও জীবনধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সহ-অবস্থানের মাঝেই রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি।

প্রধান কার্যালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন

তৎকালীন ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ থেকে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চাৎপদ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র বোর্ড গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত ৯ আগস্ট ১৯৭৩ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা সফরকালে রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে এক সুধী সমাবেশে এ এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে একটি পৃথক বোর্ড গঠন করা হবে বলে জানান। তারই ধারবাহিকতায় ১৯৭৬ সালের ১৪ জানুয়ারি ৭৭নং অধ্যাদেশ বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের কার্যক্রমকে অধিকতর টেকসই, গতিশীল ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ প্রণয়ন করা হয় যা একটি সুদূরপ্রসারী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। বর্তমানে এ আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ভিশন

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম (Developed and Prosperous Chattogram Hill Tracts)।

মিশন

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- শিক্ষা সহায়তা সম্প্রসারণ;
- কৃষি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ;
- সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধিতে সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ;
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন;
- টেকসই সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে মা ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং
- দাপ্তরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও উন্নতিকরণ।

বোর্ডের কার্যাবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনচাহিদার ভিত্তিতে নিম্নরূপ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে :-

১। পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা, আয়তন ও অনগ্রসরতা বিবেচনাপূর্বক পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও স্কিম প্রণয়ন;

২। পার্বত্য জেলাসমূহের উপজেলা সদর, ইউনিয়ন ও গ্রামসমূহে অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার প্রকল্প ও স্কিম অনুমোদন;

৩। অনুমোদিত প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি;

৪। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক বা কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প ও স্কিম বাস্তবায়ন;

৫। উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত প্রকল্প/সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রধান হলেন চেয়ারম্যান যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত। ভাইস-চেয়ারম্যান হলেন সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগকৃত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। আর চারজন সার্বক্ষণিক সদস্যের (সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-পরিকল্পনা, সদস্য-অর্থ এবং সদস্য-বাস্তবায়ন) মধ্যে বর্তমানে কর্মরত সদস্য-অর্থ এবং সদস্য-প্রশাসন যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। অবশিষ্ট সদস্যরা উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। নিম্নে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ছক আকারে দেখানো হলো :-

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কমিটিসমূহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ৮ ধারার অনুবলে গঠিত ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :-

- চেয়ারম্যান;
- ভাইস-চেয়ারম্যান;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
- সদস্য-প্রশাসন (সার্বক্ষণিক);
- সদস্য-বাস্তবায়ন (সার্বক্ষণিক);
- সদস্য-অর্থ (সার্বক্ষণিক);
- সদস্য-পরিকল্পনা (সার্বক্ষণিক);
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন প্রতিনিধি;
- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে একজন করে প্রতিনিধি;
- জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি (পদাধিকারবলে);
- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি (পদাধিকারবলে);
- জেলা প্রশাসক, বান্দরবান (পদাধিকারবলে);

১. পরিচালনা কমিটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা কমিটি হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কমিটি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ মোতাবেক পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা মোট ১৪ জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আইন-২০১৪ অনুসারে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি করে পরিচালনা কমিটি সভার আয়োজনে বাধ্যবাধকতা আছে। এ সভায় বোর্ডের বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন স্কিম/প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি ও মূল্যায়নসহ বোর্ডের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা সভার স্থিরচিত্র।

২. পরামর্শক কমিটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ১১ ধারা মতে গঠিত ১৬ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)
- তিন সার্কেল চীফ অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধি
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে হেডম্যান (সার্কেল চীফের সুপারিশক্রমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- তিন পার্বত্য জেলা হতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩ (তিন) জন সদস্য (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটির আলোচনা সভার ছিরচিত্র।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর আওতায় প্রকল্প/স্কিম প্রস্তুত এবং এ সকল প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়নে বোর্ডকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে পরামর্শ কমিটি সদস্যবৃন্দ। সাম্প্রতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। নিম্নে তাঁদের পরিচিতি তুলে ধরা হলো :-

পরামর্শক কমিটি সদস্যবৃন্দের পরিচিতি

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা
চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়
সার্কেল চীফ
চাকমা সার্কেল, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

বোমাংগ্রী উচপ্রু চৌধুরী
সার্কেল চীফ
বোমাং সার্কেল, বান্দরবন পার্বত্য জেলা

সাচিং প্রু চৌধুরী
সার্কেল চীফ
মং সার্কেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান মহসীন
চেয়ারম্যান
সদর উপজেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি

জনাব মোস্তফা জামাল
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, লামা

জনাব মো: শানে আলম
চেয়ারম্যান
সদর উপজেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

জনাব ক্যজ্যই মার্মা
চেয়ারম্যান
কমলপতি ইউনিয়ন পরিষদ, কাউখালী

জনাব ক্যঅংপ্রু মার্মা
চেয়ারম্যান
রাজবিলা ইউনিয়ন পরিষদ, বান্দরবান সদর

জনাব মেমং মারমা
চেয়ারম্যান
১নং গুইমরা ইউনিয়ন পরিষদ, গুইমারা

জনাব হিটলার দেওয়ান
হেডম্যান
১০৫ জীবতলী মৌজা, রাঙ্গামাটি সদর

সুইহ্লাপ্রু চৌধুরী
হেডম্যান
২৪২নং পুলগাং মৌজা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি

জনাব হ্লাথোয়াই থ্রী মার্মা
হেডম্যান
৩১৬ নং বেতছড়া মৌজা, রোয়াংছড়ি

জনাব প্রিয়নন্দ চাকমা
সরোয়াতলী ইউনিয়ন
বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি

জনাব অমল কান্তি দাশ
রাণী ভবন, নিউপলাশ, ৬নং ওয়ার্ড
বান্দরবান সদর, বান্দরবান

জনাব সুরেশ মোহন ত্রিপুরা
অর্পনা চৌধুরী পাড়া
মহিলা কলেজ রোড, খাগড়াছড়ি সদর

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয়গণের তালিকা

ক্রমিক	নাম	কার্যকাল
১।	**জনাব আবদুল আওয়াল** বিভাগীয় কমিশনার	১১/০১/১৯৭৬ - ১৬/০১/১৯৭৮
২।	**জনাব সাইফউদ্দিন আহমেদ** বিভাগীয় কমিশনার	১৭/০১/১৯৭৮ - ২২/০১/১৯৮২
৩।	**জনাব হাসনাত আবদুল হাই** বিভাগীয় কমিশনার	২০/০১/১৯৮২ - ০২/১২/১৯৮৩
৪।	**মে. জে. আবদুল মন্নাফ** পিএসসি জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	০৩/১২/১৯৮৩ - ১৪/০৫/১৯৮৪
৫।	**মে. জে মোঃ নুরুদ্দিন খান** পিএসসি জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	১৫/০৫/১৯৮৪ - ২৯/০৬/১৯৮৬
৬।	**মে. জে. আবদুস সামাদ** পিএসসি জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	৩০/০৬/১৯৮৬ - ২৮/০৭/১৯৮৭
৭।	**মে. জে. আবদুস সালাম** পিএসসি জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	০১/০৩/১৯৮৭ - ১৭/০৯/১৯৯০
৮।	**মে. জে. মাহামুদুল হাসান** পিএসসি জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	১৮/০৯/১৯৯০ - ০৫/০৬/১৯৯২
৯।	**মে. জে. মোহাম্মদ আজিজুর রহমান** বিইউ, এনডিসি পিএসসি জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	০৬/০৬/১৯৯২ - ২৫/০৮/১৯৯৬
১০।	**মে. জে. মোহাম্মদ আবদুল মতিন** বীর প্রতীক, পিএসসি, জিওসি ২৪ পদাতিক ডিভিশন	২৬/০৮/১৯৯৬ - ০৫/০২/১৯৯৮
১১।	**মে. জে. আবু কায়সার ফজলুল কবির** জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	০৬/০২/১৯৯৮ - ২০/০৯/১৯৯৮
১২।	**জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং,** এমপি	০৭/১০/১৯৯৮ - ২২/০৮/২০০১
১৩।	**জনাব তারাচরন চাকমা (ভারপ্রাপ্ত)** যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব	২৩/০৮/২০০১ - ১২/০২/২০০২
১৪।	**জনাব ওয়াদুদ ভূঁইয়া,** এমপি	১৩/০২/২০০২ - ২২/১১/২০০৬
১৫।	**জনাব মোহাম্মদ ফিরোজ কিবরিয়া** (ভারপ্রাপ্ত) অতিরিক্ত সচিব	২৩/১১/২০০৬ - ১২/০৪/২০০৭
১৬।	**মে. জে. মোহাম্মদ আব্দুল মুবীন** এনডিসি, পিএসসি	২২/১০/২০০৭ - ০৪/০৬/২০০৮
১৭।	**মে. জে. মোহাম্মদ শামীম চৌধুরী** এডব্লিউসি, পিএসসি	১০/০৬/২০০৮ - ২১/০৩/২০০৯
১৮।	**জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং,** এমপি (প্রতিমন্ত্রী)	২৯/০৩/২০০৯ - ০১/১২/২০১৩
১৯।	**জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা** সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৯/১২/২০১৩ - ২৮/০২/২০১৮
২০।	**জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা**	১৯/০৩/২০১৮ -

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের জনবল

(১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত)

ক্রম.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও এর আওতাধীন প্রকল্পের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	প্রকল্পের মেয়াদ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১৫১টি	১৩৪ জন	১৭টি	রাজস্ব খাত
২.	টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প	২৩৯টি	২২৪ জন	১৫টি	এপ্রিল ২০১৮-জুন ২০২১
৩.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প	১৯টি	১৯ জন	-	২০১৭-২০২১
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প	২০টি	২০ জন	-	২০১৮-২০২০
৫.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প	৩৪টি	৩৪ জন	-	২০১৫-২০২০
৬.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প	১৮টি	১৮ জন	-	২০১৫-২০১৮
৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কমলা ও মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প-২য় পর্যায়	১৯টি	০৯ জন	১০টি	২০০৮-২০১৮
৮.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যে মসলা চাষ প্রকল্প	-	-	-	২০১৫-২০২১
৯.	রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপকারভোগীদের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প	০৯টি	০৯ জন	-	২০১১-২০২২
	মোট =	৫০৯ টি	৪৬৭ জন	৪২ টি	

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খাতওয়ারী প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যয়ের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

অনুন্নয়ন খাত

ক্রম.	খাতসমূহ	বরাদ্দকৃত অর্থ (হাজার টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (হাজার টাকায়)	মন্তব্য
১.	বেতন বাবদ সহায়তা	৩০,০৩০/-	২৯,৭০২/-	অব্যয়িত ৩৩,৩৪,৪৯৫/- টাকা চেক নং ২৪৬২৫১১, তারিখ-৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এসএনডি-৫৪২৩০০৪০০০৭০৪, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রাঙ্গামাটি শাখার মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
২.	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	২৬,৯২৫/-	২৬,৬৪৮/-	
৩.	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৩৫,৭৪০/-	৩৪,৭৩১/-	
৪.	অন্যান্য অনুদান	২৬,৪০০/-	২৪,৭৫৯/-	
৫.	বিশেষ অনুদান	২০০/-	১২০/-	
	মোট=	১,১৯,২৯৫/-	১,১৫,৯৬০/-	

উন্নয়ন খাত

ক্রম.	কোডভিত্তিক স্কিম/প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ (হাজার টাকায়)	সংশোধিত বরাদ্দ (হাজার টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০)	৯,০০০/-	৯,৫০০/-	৯,৫০০/-
২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০)	১১,০০০/-	১২,৪৩০/-	১২,৩৪৯/-
	মোট=	২০,০০০/-	২১,৯৩০/-	২১,৮৪৯/-

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ

পরিচালনা বোর্ড সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	০৮/০৭/২০১৮	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ১ম সভা	বোর্ড রুম, প্রধান কার্যালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
২.	১৭/১০/২০১৮	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ২য় সভা	ঐ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৩.	২৪/০২/২০১৯	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৩য় সভা	ঐ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৪.	১৭/০৬/২০১৯	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৪র্থ সভা	ঐ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পরামর্শক কমিটির সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	০৮/০৭/২০১৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং -৭০৩০) এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য নতুন স্কিম/প্রকল্প বাছাই	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ-"কর্ণফুলী"	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

মাসিক সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	০৯/০৮/২০১৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ- "কর্ণফুলী"	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
২.	০৬/০৯/২০১৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
৩.	০১/১০/২০১৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ- "কর্ণফুলী"	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৪.	০৫/১১/২০১৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৫.	০৩/১২/২০১৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৬.	০৭/০১/২০১৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৭.	০৪/০২/২০১৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের 'বোর্ড রুম'	জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৮.	০৪/০৩/২০১৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৯.	০২/০৮/২০১৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

২০১৮-১৯অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সভাসমূহ

১ম পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ০৮ জুলাই, ২০১৮ খ্রি. তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ১ম পরিচালনা বোর্ড সভা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ 'বোর্ড রুম' এর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

• **আলোচ্য বিষয়:**

গত ২৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তে অগ্রগতির পর্যালোচনা, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০০৯০০ ও ২২১০০১০০০ এর প্রকল্প/স্কিম বাছাই ও অনুমোদন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তহবিল সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৮-১৯ অনুমোদন এবং বিবিধ আলোচনা।

• **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:**

সভাপতি মহোদয় তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড এর সদস্য হিসেবে তাঁরা বোর্ডের একটা অংশ। তিনি তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা জন্য আহবান জানান। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের গৃহীত প্রকল্প/স্কিমসমূহ যথাসময়ে সমাপ্ত করা জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি নির্দেশ দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি "ওয়াচ টাওয়ার" নির্মাণ করা হবে বলেও তিনি জানান।

সভায় বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এছাড়াও সোলার প্যানেল প্রকল্প, উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প, গাভী বিতরণ প্রকল্প, রাবার প্রকল্প এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় উপস্থাপন করেন।

• **উপস্থিতি:**

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত-সচিব), সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্মসচিব), সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম-সচিব), বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী (উপ-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আসলাম হোসেন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব এ কে এম মামুনুর রশিদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য জনাব স্মৃতি বিকাশ ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব টিটন খীসা, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব পুষ্প বিকাশ চাকমা এবং বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২য় পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ১৭ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি. তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ২য় পরিচালনা বোর্ড সভা রাঙ্গামাটিস্থ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুম এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

• **আলোচ্য বিষয়:**

সভায় গত ০৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা ২০১৮ (খসড়া) অনুমোদনকরণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তহবিল নীতিমালা (সংশোধিত) খসড়া অনুমোদনকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

• **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:**

সভাপতি মহোদয় শুরুতে সভায় আগত সদস্যদেরকে শুভেচ্ছা জানান। উক্ত সভায় বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মহোদয়গণ নতুন হওয়ায় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচিতি, গঠন, কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন। তিনি জানান যে, তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ পদাধিকার বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হয়ে থাকেন। তিনি আরো জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২ কোটি টাকা বরাদ্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, এখন বোর্ডের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় বরাদ্দ বেড়ে দাড়িঁয়েছে শত কোটি টাকায়।

• **উপস্থিতি:**

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত-সচিব), সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম-সচিব), বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী (উপ-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব এ কে এম মামুনুর রশিদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব বিদুষী চাকমা (উপসচিব), বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সম্মানিত সদস্য জনাব কান্তজয় তংচংঙ্গ্যা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের প্রতিনিধি মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব পুষ্প বিকাশ চাকমা এবং বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩য় পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৩য় পরিচালনা বোর্ড সভা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ 'বোর্ড রুম' এর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

• **আলোচ্য বিষয়:**

গত ১৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তে অগ্রগতির পর্যালোচনা, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১৮ (খসড়া) অনুমোদনকরণ এবং বিবিধ আলোচনা।

• **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:**

সভাপতি মহোদয় বোর্ড সভায় সদস্য তিন পার্বত্য জেলায় জেলা প্রশাসকগণ এবং জেলা পরিষদ প্রতিনিধিগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজের পরিদর্শন করা জন্য আহ্বান জানান। তিনি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত সকল কাজ ৩০ মে ২০১৯ তারিখ এর মধ্যে সম্পন্ন করা জন্য বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন। তিনি বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজের শৈল্পিক রূপ যেন প্রতিফলিত হয় সেদিন লক্ষ্য রাখার জন্য বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীদের পরামর্শ দেন।

সভায় বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এছাড়াও সোলার প্যানেল প্রকল্প, উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প, গাভী বিতরণ প্রকল্প, মসলা প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পসহ তিন পার্বত্য জেলায় গ্রামীণ সড়ক ও পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় উপস্থাপন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার চেঙ্গী নদীর উপর বেইলী ব্রিজ সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়েছে, কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে ঐ এলাকার জনগণ অত্যন্ত খুশী এবং প্রশংসা করেছেন বলে জানান খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম।

• **উপস্থিতি:**

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম-সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব সুবিনয় ভট্টাচার্য্য (উপসচিব), বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী (উপ-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব এ কে এম মামুনুর রশিদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য জনাব সিংইয়ং ম্রো, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি জনাব স্মৃতি বিকাশ ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব টিটন খীসা, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব পিন্টু চাকমা এবং বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৪র্থ পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ১৭ জুন, ২০১৯ খ্রি. তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৪র্থ পরিচালনা বোর্ড সভা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ 'বোর্ড রুম' এর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

• **আলোচ্য বিষয়:**

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তে অগ্রগতির পর্যালোচনা, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মে ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা ২০১৮ (খসড়া) অনুমোদনকরণ এবং বিবিধ আলোচনা।

• **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:**

সভাপতি মহোদয় বোর্ড সভায় সদস্য উপস্থিত জেলা পরিষদ এর প্রতিনিধিগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজের পরিদর্শন করা জন্য আহবান জানান। তিনি ২০১৮-১৯ অর্থ বছওে বাস্তবায়িত সকল কাজ ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ এর মধ্যে সম্পন্ন করা জন্য বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন। তিনি বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজের শৈল্পিক রূপ যেন প্রতিফলিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীদের পরার্মশ দেন।

সভায় বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এছাড়াও সোলার প্যানেল প্রকল্প, উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প, গাভী পালন প্রকল্প, মসলা প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পসহ তিন পার্বত্য জেলায় গ্রামীণ সড়ক ও পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় উপস্থাপন করেন। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মর্মে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব টিটন খীসা জানান। বান্দরবান জেলা পরিষদের প্রতিনিধি জনাব সিংইয়ং ম্রো সভায় জানান যে, উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। তিনি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমের ভূয়শী প্রশংসা করেন। এছাড়া বোর্ড সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শত জন্মবার্ষিকী ও মুজিব বর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে বোর্ডের গৃহীত বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।

• **উপস্থিতি:**

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বেগম তাসনিম জেবিন বিনতে শেখ (সিনিয়র সহকারী সচিব), বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য জনাব সিংইয়ং ম্রো, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি জনাব স্মৃতি বিকাশ ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব টিটন খীসা, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব পিন্টু চাকমা এবং বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরামর্শক কমিটির সভা

গত ০৮ জুলাই, ২০১৮ খ্রি. তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরামর্শক কমিটি সভা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ 'কর্ণফুলী' সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

• আলোচ্য বিষয়:

গত ১৮/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরামর্শক কমিটি সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০) এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য নতুন স্কিম/প্রকল্প বাছাই এবং বিবিধ আলোচনা।

• গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যাবে। তবে এ পরিমাণটি গত অর্থ বছরের তুলনায় ৩০ কোটি টাকা কম। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্প/স্কিমসমূহ তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। সভাপতি মহোদয় পরামর্শক কমিটি সকল সদস্যকে বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বিষয়ে বোর্ডকে পরামর্শ দেয়া জন্য আহবান জানান।

• উপস্থিতি:

সভায় উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব), সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী (উপসচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ (উপসচিব)। উক্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটি সভার সম্মানিত সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়, মানিকছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ম্রাগ্য মারমা, কাউখালী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব এস.এম. চৌধুরী, খাগড়াছড়ি জেলার গোলাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব জ্ঞান রঞ্জন ত্রিপুরা, বাঘাইছড়ি উপজেলা খেদারমারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু চাকমা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ১১৯নং ভার্য্যাতলী মৌজা হেডম্যান জনাব থোয়াই অং মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা ২৪২ নং পুজজগাং মৌজা হেডম্যান জনাব সুইহ্লাপ্রু চৌধুরী, রাঙ্গামাটি জেলা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বাদল চন্দ্র দে, খাগড়াছড়ি জেলা সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য জনাব ভুবন মোহন ত্রিপুরাসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রমের খন্ডচিত্র

• সেমিনার আয়োজন:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সেমিনার আয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটা নুতন সংযোজন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা মহোদয়ের আন্তরিক উদ্যোগ, মূল্যবান পরার্মশ ও দিকনির্দেশনা কারণে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের তিনটি সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। ২০৩০ সালে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন মতামত ও পরার্মশ গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়নে কোনো বিকল্প নাই।

১ম সেমিনার : পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন

সেমিনারে সভাপতিত্ব করছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

গত ১১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে রাঙ্গামাটিস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা সভাপতিত্ব করেন। কাজী এম আমিনুল ইসলাম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রফেসর ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা, ভাইস চ্যান্সেলর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব কংজরী চৌধুরী, চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি এবং ড. ওয়াইজ কবির, নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে তিন পার্বত্য জেলার সুশীলসমাজের প্রতিনিধি, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, জনপ্রতিনিধি ও উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাসহ প্রায় ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম।

সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। তিনি তার বক্তব্যের শুরুতে সেমিনারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে আগত প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানান। পিছিয়ে পড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য এমন একটি সেমিনার আয়োজন করায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান। সেমিনারে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই সেমিনারের মাধ্যমে বিভিন্ন দিকে পিছিয়ে পড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি রূপকল্প পাওয়া যাবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ICIMOD-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. গোলাম রসুল। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্মুক্ত আলোচনা অংশগ্রহণ করেন সেমিনারের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সেমিনারের সভাপতি জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা উক্ত উন্মুক্ত আলোচনাটি সঞ্চালন করেন।

সেমিনারের সভাপতি জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা সর্বপ্রথমে প্রধান অতিথি জনাব এম আমিনুল ইসলাম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিডা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা, উপাচার্য, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব কংজরী চৌধুরী, চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জনাব ওয়াইস কবির, নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনসহ সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি সেমিনারের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, প্রবন্ধ উপস্থাপকসহ সকল অংশগ্রহণকারী ও সহকর্মীবৃন্দকে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উন্মুক্ত আলোচনা হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ নিয়ে একটি প্রতিবেদনও প্রস্তুত করা হবে বলে তিনি জানান।

২য় সেমিনার: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন উন্নয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন উন্নয়ন সেমিনারে উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথি জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত এ সেমিনারটি রাঙ্গামাটিস্থ পর্যটন মোটেল সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, মাননীয় মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. প্রদানেন্দু চাকমা, উপাচার্য, রাংগামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব মেসবাহুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব আখতারুজামান খান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, জনাব বৃষ কেতু চাকমা, চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং জনাব কংজরী চৌধুরী, চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব শাহীনুল ইসলাম, ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আর পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে ভাবনাপত্র উপস্থাপন করেন জনাব তানজিদ সিদ্দিক স্পন্দন, ট্যুরিজম স্পেশালিস্ট, বেইজ ক্যাম্প, বান্দরবান এবং স্থপতি জনাব মোহাম্মদ রফিক আজম প্রধান স্থপতি, সাতত্য আর্কিটেকচার ফর গ্রীন লিভিং, ঢাকা। সেমিনারে তিন পার্বত্য জেলার সুশীলসমাজের প্রতিনিধি, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, জনপ্রতিনিধি ও উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাসহ প্রায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে ভাবনাপত্রসমূহ উপস্থাপন শেষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্মুক্ত আলোচনা অংশগ্রহণ করেন অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সেমিনারের সভাপতি জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা উক্ত উন্মুক্ত আলোচনাটি সঞ্চালন করেন।

সেমিনারের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব বীর বাহাদুর উশৈ সিং, এম.পি জানান যে, পর্যটনের যথাযথ বিকাশে পর্যটন বান্ধব উদ্যোক্তা প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এর ঘাটতি রয়েছে। পর্যটনের অন্যতম লক্ষ্য এ অঞ্চলের জীবনাচার, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধ্যমে জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করা। সে লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। পর্যটনের প্রসারে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, অভ্যাস, জীবনাচার যাতে বিঘ্নিত না হয় বিশেষ করে তারা যাতে তাদের আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে না পড়ে সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে এ অঞ্চলের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। পর্যটন একটি বহুমাত্রিক শিল্প। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা গেলে এ খাত হয়ে উঠবে পার্বত্য অর্থনীতির প্রধানতম খাত; যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবদানকে আরও দৃশ্যমান ও গুরুত্ববহ করবে। সভাপতি সেমিনারের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, ভাবনাপত্র উপস্থাপকবৃন্দসহ সকল অংশগ্রহণকারী ও সহকর্মীবৃন্দকে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উন্মুক্ত আলোচনা হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ নিয়ে একটি প্রতিবেদনও প্রস্তুত করা হবে বলে তিনি জানান।

৩য় সেমিনার: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনারে অতিথিবৃন্দ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি, গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব দীপংকর তালুকদার। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Dr Sanjeev Bhuchar, Theme Leader, Water and Air Management, ICIMOD, Nepal and Mohammad Shahidul Islam, Director, Remote Sensing Division, CEGIS। পার্বত্য চট্টগ্রামউন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সহ সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ডের দক্ষিণ-পূর্ব জোনের প্রধান প্রকৌশলী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, উন্নয়নকর্মী, সাংবাদিক, সুশীলসমাজের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের সফল উদ্যোক্তাবৃন্দ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনার।

প্রশিক্ষণ

যেকোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে প্রশিক্ষণে গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা বলা হয়েছে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি আলোকে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রেড ভিত্তিক পাঁচটি পর্যায়ে ১১৯ জন কর্মচারী এবং ১৯ জন কর্মকর্তাকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে আয়োজন করা হয়। দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা উন্নয়নে লক্ষ্যে বোর্ড ও বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মচারীদেরকে শৃঙ্খলা ও

আচরণবিধি, সচিবালয়ের নির্দেশিকা, ই-ফাইলিং, কম্পিউটার বিষয়ক ওয়েব ব্রাউজিং, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪, প্রবিধানমালা, সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যাবলী, অফিস ব্যবস্থাপনা, Project Planning & Management ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শুভ উদ্বোধন করেন। সেই সাথে অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান এবং প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যবহারিক/দাপ্তরিক কাজের প্রয়োগ করা জন্যও উদাত্ত আহ্বান জানান। বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান, সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-পরিকল্পনা এবং সদস্য-বাস্তবায়ন মহোদয়গণ সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশগ্রহণ করে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। বোর্ডের প্রশিক্ষক ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা মহোদয় প্রশিক্ষণে সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন এবং প্রশিক্ষণটাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সাজিয়ে এটিকে সার্থক করেছেন। এ প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক উভয় দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ফুরমোন ট্রেকিং এক্সপিডিশন

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রমকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ১ম বারে মত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলা ক্রীড়া সংস্থা, প্রশাসন, পুলিশ, বাংলাদেশ আর্মি এর সহযোগিতায় গত ৩০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি. তারিখে ফুরমোন ট্রেকিং এক্সপিডিশন এর আয়োজন করা হয়। তিন পার্বত্য জেলা হতে ২১ জন এবং বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা হতে ১২ জনসহ সর্বমোট ৩৩ জন সদস্য এ এক্সপিডিশনে অংশগ্রহণ করেন। এই এক্সপিডিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও বয়সের অভিযাত্রী, পর্যটক, ভ্রমণকারীদের সাথে বাসিন্দাদের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বন্ধন দৃঢ় হয়ে সম্ভাবনাময় গন্তব্য হিসেবে ফুরমোন পাহাড় পরিচিতি লাভ করবে। মূলত যে উদ্দেশ্য নিয়ে ফুরমোন ট্রেকিং এক্সপিডিশনের আয়োজন করা হয় যথা:-

১. ভ্রমন পিপাসুদের মাঝে ফুরমোনকে একটি আকর্ষণীয় ট্রেকিং ডেস্টিনেশন হিসেবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠা করা।

২. ফুরমোন পাহাড়ের জন্য টেকসই ট্রেকিং রুটের নকশা প্রণয়ন এবং প্রামানিকরণ।

৩. মূল ট্রেকিং রুটগুলি উন্নয়নের জন্য ফুরমোন হেল্প ট্র্যাক সাইন তৈরি এবং ট্র্যাক করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো প্রস্তাব তৈরি করা।

৪. স্থিরচিত্র, ভিডিও ফুটেজ, ভিডিও ডকুমেন্টরি এবং প্রচারমূলক সরঞ্জামের মাধ্যমে ফুরমোন পাহাড় অভিযান প্রামানিকরণ (documentation) এবং তা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার।

রাঙ্গামাটি জেলা থেকে কুতুকছড়ি যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে ফুরমোন পাহাড়টি অবস্থিত। এ পাহাড় চূড়া থেকে রাঙ্গামাটি শহরটি সম্পূর্ণভাবে অবলোকন করা যায়। এমনটি মেঘ থাকলে ফুরমোনে চূড়া থেকে চট্টগ্রাম শহরও দৃষ্টিগোচর হয়। পাহাড়ের চূড়ায় একটি ভাবনা কেন্দ্র এবং সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প আছে। কোলাহলপূর্ণ জন-অরণ্য থেকে দূরে প্রকৃতির কোলে অনন্য সুন্দর স্থানটির সৌন্দর্য ও আকর্ষণকে সকলের কাছে তুলে ধরার প্রয়াসের অংশ ফুরমোন ট্রেকিং এক্সপিডিশন। এ এক্সপিডিশনের সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহযোগী সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননাস্বরুপ একটি করে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। তিন পার্বত্য জেলায় এ এক্সপিডিশনটি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

MTB Challenge এর আয়োজন

মাদক থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রমকে জনপ্রিয় করা লক্ষ্যে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড,বাংলাদেশ অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের উদ্যোগে Mountain Bike

Challenge এর আয়োজন করা হয়। এ Mountain Bike Challenge আর্থিক সহযোগিতা করছে লিজেন্ড গ্রুপ। এছাড়াও সহযোগিতা পাশে ছিল তিন পার্বত্য জেলা ক্রীড়া সংস্থা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ বাহিনী। Mountain Bike Challenge এ তিন পার্বত্য জেলা হতে ২১জন এবং দেশের অন্যান্য জেলা ৭ জনসহ মোট ৩০জন অংশগ্রহণ করেছে। অংশগ্রহণকারীরা রাঙ্গামাটি সদরে চিহ্নামং মারী স্টেডিয়াম হতে আসামবস্তি-কাপ্তাই হয়ে আবার আসামবস্তি ব্রিজের এসে প্রতিযোগিতা শেষ করেন। অংশগ্রহণকারী মধ্যে চ্যাম্পিয়ন কে ২৫,০০০/- টাকা এবং ১ম রার্নাস আপ এবং ২য় রার্নাস আপ কে যথাক্রমে ১৫,০০০/- এবং ১০,০০০/- করে প্রাইজ মানি প্রদান করা হয়।

পার্বত্য মেলায় অংশগ্রহণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে বেশ কয়েক বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উপলক্ষে ঢাকায় পার্বত্য মেলা আয়োজিত হয়ে আসছে। ২০১৮ সনে পার্বত্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল Mountain Matters। পার্বত্য মেলাটি এ বছর ২১-২৪ মার্চ, ২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে।পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পার্বত্য মেলা অংশগ্রহণ করেছে। পার্বত্য মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ ব্যবসায়ীরাও অংশগ্রহণ করেছেন। মেলায় প্রায় শতাধিক স্টল ছিল। এ বছর পার্বত্য মেলা শুভ উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী যেমন-কলা, কাজু বাদাম, পেঁপে, জাম্বুরা, কমলা, আদা, হলুদ, বিন্নী চাল ইত্যাদি প্রদর্শন করেছে। পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পোশাক সামগ্রীও প্রদর্শন করা হয়েছে। মেলায় বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়; জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড; জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; তিন পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ মহোদগণসহ আরো গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তিনদিনব্যাপী মেলা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। তিন পার্বত্য জেলায় পাহাড়ি শিল্পীবৃন্দ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে।

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০১৯

গত ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা হর্টিকালচার পার্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মরত তিন পার্বত্য জেলায় সকল সদস্য এ বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সহধর্মিনী মিসেস মেহ্রোপ্রু পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নূরুল আমিন ও তাঁর পরিবার। বছরের একটা দিন সকলে সাথে একত্রিত হওয়া সুযোগ এই দিনে। বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছোট-বড় সকলেই খেলাধূলা অংশগ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানে হাউজিং, কুইজ, গান, নাচ ইত্যাদি অনুষ্ঠানটিকে জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ১৯৭৬ সনে গঠিত হওয়ার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অসচ্ছল-মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। সময়ে প্রেক্ষিতে শিক্ষাবৃত্তি পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান

জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এর উদ্যোগে কারণে গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হতে ২ কোটি শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। গত বছরে ন্যায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ২২০০ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ২.০০ কোটি শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। গত ২০১৬ সাল হতে শিক্ষাবৃত্তি আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে হওয়ার কারণে প্রতি বছর আবেদনকারী সংখ্যা বাড়ছে। এতে শিক্ষার্থীদের সময়, যাতায়াত ও খরচ সবকিছু সাশ্রয় হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.chtdb.gov.bd) ঠিকানায় অনলাইনে সেবাসমূহ অপশনে গিয়ে শিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে এবং শিক্ষাবৃত্তি ফরম পূরণ করা যাবে আবেদন গ্রহণকালীন সময়ে।

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ এ অংশগ্রহণ

'উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে সারা দেশব্যাপী। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কুমার সুমিত রায় জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ৪-৬ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি. তারিখ ৩ দিনব্যাপী এ মেলায় অংশগ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। এ মেলায় জেলায় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮০ টি স্টল ছিল। উক্ত মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন উদ্যোগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশকে সামনে গৃহীত ও বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের স্টলে বরাবরে মতোই দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল লক্ষ্য করা মতো। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সম্মুখে সফলভাবে তুলে ধরায় ৩য় শ্রেষ্ঠ স্টলের মর্যাদা অর্জন করেছে। এ অর্জন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষের সার্বিক নির্দেশনা এবং অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিশ্রমে কারণে সম্ভব হয়েছে। উক্ত মেলায় বোর্ডের স্টলে ফেস্টুন, পোস্টার, বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন, ফোল্ডার ইত্যাদি প্রদর্শনে মাধ্যমে দর্শনার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতেও সক্ষম হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মভিত্তিক কাঠচিত্র প্রদর্শন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় শোক দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পালন করে থাকে। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রধান কার্যালযের স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ম্যুরালে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং আলোচনা সভা আয়োজন করে এ দিবসটি পালন করে থাকে। ২০১৮ সনে 'বঙ্গবন্ধু জীবন ও কর্মভিত্তিক কাঠচিত্র প্রদর্শন' জাতীয় শোক দিবসে বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে নতুন মাত্রা সংযোজন। ১৫ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. তারিখ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি এ প্রদর্শনী শুভ উদ্বোধন করেন। এ প্রদর্শনী ২ দিনব্যাপী রাখা হয়। প্রতিদিন সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত। মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় ত্রিমাত্রিক এর আয়োজনে এ কাঠচিত্র প্রদর্শনীটি আয়োজন করা হয়। প্রতিদিন দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল লক্ষ্য করা মতো।

ভিডিও কনফারেনসিং এর মাধ্যমে মতবিনিময়

ডিজিটাল বাংলাদেশ যুগে ভিডিও কনফারেনসিং এখন সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরে নতুন মাত্রায় সংযোজিত হয়েছে। ভিডিও কনফারেনসিং এর মাধ্যমে অতি দ্রুত এক প্রান্তে কার্যক্রম অপর প্রান্তে পৌঁছানো সম্ভব। সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম এখন ভিডিও কনফারেনসিং এর আওতায় চলে এসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও এর ব্যতিক্রম নয়। গত ০৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখে ১১ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষে বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ এর সভাপতিত্বে জানুয়ারি' ১৯ মাসে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রথমবারের মত নতুনভাবে স্থাপিত ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে বোর্ডের উন্নয়ন কার্যকম সম্পর্কে মতামত বিনিময় করা হয়। উক্ত ভিডিও কনফারেনসিং এ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নূরুল আমিন। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানসহ বোর্ডের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়ায় উপস্থিত সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ই-ফাইলিং বা ই-নথি হলো প্রচলিত নথি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি নিষ্পত্তির অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামে মাধ্যমে এ বিষয়ে সারাদেশ ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। গত ১১-১২ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. তারিখে ০২ দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি ল্যাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ই-ফাইলিং/ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণটি ঠিকমত গ্রহণ করা এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে দাপ্তরিক কাজের প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টিলগ্ন থেকে তিন পার্বত্য জেলার ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গত ১৭ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. তারিখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ বর্ণাঢ্য আয়োজনে মাধ্যমে ফেস্টুন সম্বলিত বেলুন উড়িয়ে চিংহ্রামং চৌধুরী মারী স্টেডিয়ামে এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের পৃথকভাবে লীগের শুভ উদ্বোধন করেন উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

তিন পার্বত্য জেলার তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন ফুটবল খেলোয়াড়দেরকে তুলে এনে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপন করা প্রয়োজন বলে জানান বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। এর ফলে যুবসমাজ যেমন মাদকের হাত থেকে যেমন রক্ষা পাবে তেমনি একটি আনন্দময় ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় জেলা পর্যায়ের ক্রীড়া সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হয়েছে মাসব্যাপী।

পার্বত্য মন্ত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পরিবারের পক্ষ থেকে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে টানা ৬ষ্ঠবারে মত নির্বাচিত, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের রূপকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়কে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এ সময় উন্নয়ন বোর্ড পরিবারে বিভিন্ন পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। মন্ত্রী মহোদয়কে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শুরুতে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয়ের হাতে সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি মানপত্র ও একটি ক্রেস্ট তুলে দেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মানপত্র পাঠ করে শুনান বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী। পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয় মন্ত্রণালয়ের নবযোগদানকৃত সচিব মহোদয়কে ও সম্মাননা স্মারক প্রদানের মাধ্যমে বরণ করে নেয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের পক্ষ হতে থেকেও মাননীয় মন্ত্রীকে ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে সংবর্ধিত করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা জানান, আজকের দিনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটা দিন। তিনি জানান মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দুইবার চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সংবর্ধনা দিতে পেরে উন্নয়ন বোর্ড পরিবারের সকল সদস্য অত্যন্ত আনন্দিত বলে তিনি জানান। এ সন্ধ্যা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য একটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শেখ রাসেল স্মৃতি নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠতম সন্তান শেখ রাসেল এর জন্মদিন উপলক্ষে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে আসছে গত ২০১৭ সাল হতে। ২০১৮ সালে ১৮ অক্টোবর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনে আয়োজনে শেখ রাসেল স্মৃতি নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে পুরুষ মহিলা উভয়ে দলবদ্ধভাবে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করেছে। এবার মহিলাদের জন্য কায়াকিং প্রতিযোগিতা ছিল অন্যতম আকর্ষণীয় একটা প্রতিযোগিতা। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতাটি রাঙ্গামাটি সদরস্থ শহীদ মিনার এলাকায় কাপ্তাই হ্রদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে সভাপতি করেন জেলা প্রশাসক জনাব এ কে এম মামুনুর রশীদ। প্রধান অতিথি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে প্রাইজ মানি তুলে দেন।

প্রকল্প পরিদর্শন, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার জন্য বিভিন্ন খাতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গৃহীত প্রকল্পসমূহ যাতে ঠিকমত এবং গুণগতমানে বাস্তবায়িত হয় সে লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে থাকেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ। এমনকি তিন পার্বত্য জেলা জেলা প্রশাসকবৃন্দ এবং তিন পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদের প্রতিনিধিগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা কমিটি সদস্য হওয়ায় প্রত্যেকে উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শনে জন্য আহ্বান জানান বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণও বোর্ডের কার্যক্রম পরিদর্শন করে থাকেন। এছাড়াও সময়ে সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পদির্শন করে থাকেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিপন্ন প্রজাতির বৃক্ষের জার্মপ্লাজম কেন্দ্র উদ্বোধন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা মাটিরাঙ্গা উপজেলার আলুটিলা এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিপন্ন প্রজাতির বৃক্ষের জার্মপ্লাজম কেন্দ্র উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিপন্ন প্রজাতির গাছ সংরক্ষণে লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহু প্রজাতি গাছ ছিলো যা বর্তমানে বিলুপ্তি হওয়ার পথে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে ইতোমধ্যে যেসব গাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা হওয়ার পথে সেসব গাছ পুনরায় সংরক্ষণে করা লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এই অন্যতম উদ্যোগটি গ্রহণ করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় খাগড়াছড়িস্থ বোর্ডের পূর্বে বাস্তবায়িত SALT Project এর জায়গায় Conservation of Critically Endangered Medicinal & Tree Species of CHT শীর্ষক একটি স্কিম গ্রহণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এ স্কিমের আওতায় একটি জার্মপ্লাজম সেন্টার অফিস, বিপন্ন প্রজাতির গাছ রোপনে জন্য ডিজিটাল সার্ভে, ভূমি পরিষ্কার ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক ২২টি বিপন্ন প্রজাতির প্রায় ৫৬০টি চারা রোপন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিপন্ন প্রজাতির গাছ হরিতকি চারা রোপন করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

প্রতিটি চারা ২০ ফিট অন্তর অন্তর রোপন করা হয়েছে। রোপনকৃত বিপন্ন প্রজাতির গাছগুলো মধ্যে রয়েছে-হরিতকী, বহেরা, মুহুয়া, মাইলাম, বোদ্ধ নারিকেল, চিকরাশি, পাদুক, জলপাই, কালাহুজ্জা, ইউভেরিয়া, শ্বেতচন্দন, কাঞ্চন, পিটালী, অরমোসিরা, বইলাম, সিভিট, বাটনা, কুসুম, কানাইডিঙ্গা, উদাল, রেইনট্রি এবং কড়ই প্রভৃতি। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. তারিখে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলা আলুটিলা এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিপন্ন প্রজাতির বৃক্ষের জার্মপ্লাজম কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান জনাব কংজরী চৌধুরী, জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মোঃ আহমার উজ্জামান, আরণ্যক ফাউন্ডেশনে নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন, রিজিয়ন কমান্ডার, খাগড়াছড়ি এর প্রতিনিধিসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে মারমা কমিউনিটি সেন্টার উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য অঞ্চলের বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কল্যাণে লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানাদি যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করতে পারে সেলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টিলগ্ন হতে কমিউনিটি সেন্টার, টাউন হল, অডিটরিয়াম ইত্যাদি নির্মাণ করে যাচ্ছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন

বোর্ড কর্তৃক নির্মিত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে মারমা কমিউনিটি সেন্টার শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি। এসময় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান জনাব কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি সেনা রিজিয়নে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হামিদুল হক, জেলা প্রশাসক মোঃ শহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার জনাব আহমার উজ্জামান, মারমা উন্নয়ন সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটি সভাপতি জনাব চাথোয়াইঅং মারমাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জানান যে, কোন সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি যেন হারিয়ে না যায় সে লক্ষ্যে জাতীয় পাঠ্যক্রমে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাসহ ৫ নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। ভবিষ্যতে এই কার্যক্রমে সম্প্রসারণ হবে। কমিউনিটি সেন্টার উদ্বোধন শেষে মারমা সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতি উপর গবেষণামূলক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত এ কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ কাজের ব্যয় হয়েছে ২৩৫ লক্ষ টাকা।

মানিকছড়ি উপজেলা মানিকছড়ি খালের উপর ব্রিজ নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নে লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টিলগ্ন থেকে যাতায়াত খাতকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। খাগড়াছড়ি জেলা মানিকছড়ি উপজেলা রয়েছে ০৪টি ইউনিয়ন এবং ১১টি মৌজা। পাহাড়, ছোট ছোট নদী, ছড়া ও সমতল ভূমি মিলে এটি একটি অপরুপ সৌন্দর্য্যমন্ডিত উপজেলা। এ উপজেলা দর্শনীয় স্থানগুলো মধ্যে রয়েছে মং রাজবাড়ী, মহামূনি টিলা, আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্র, কর্ণেল বাগান, সেমুতাং গ্যাস ফিল্ড ইত্যাদি। উপজেলা অধিকাংশ মানুষ কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য উপজেলা সদরের নিয়ে আসতে কৃষকদের অনেক কষ্ট হত, ব্যয়ও বেশি হত। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে দেয়া কারণে কৃষকরা সহজেই উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত করতে পারছে। মানিকছড়ি উপজেলায় মানিকছড়ি খালের উপর আর.সি.সি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। এসময় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সহধর্মিনী মিসেস অনামিকা ত্রিপুরা, মানিকছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব ম্রাগ্য মারমা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ধলিয়া খালের উপর ৫৭.২৯ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ ও ব্রিজের উভয় পার্শ্বে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ফেব্রিবল কার্পেটিং)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ধলিয়া খালের উপর ৫৭.২৯ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ ও ব্রিজের উভয় পার্শ্বে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ফেব্রিবল কার্পেটিংসহ) করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৪২৯.৫০ লক্ষ টাকা। এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প যা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। এ উপজেলায় ০৭টি ইউনিয়ন এবং ২৫ টি মৌজা (বাইল্যাচছড়ি মৌজার আংশিক) রয়েছে। বাঙ্গালীদের পাশাপাশি চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বসবাস বেশি এ উপজেলায়। এ ব্রিজটি নির্মাণে ফলে এলাকা স্থায়ী জনগণ উপকৃত হবে। তাদের উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য সহজেই এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে পৌঁছানো সম্ভব। এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চলাচলে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এ ব্রিজটি। মোট কথা আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে এক ব্রিজটি গুরুত্ব অপরিসীম। ব্রিজটি উদ্বোধন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজারের জগুলুক্যা পাহাড় এবং পুরানবস্তী সংযোগের জন্য ৩৩৫.০০ মিটার পিসি গার্ডার ফুট ব্রিজ নির্মাণ

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজারের জগুলুক্যা পাহাড় এবং পুরানবস্তী সংযোগের জন্য ৩৩৫.০০ মিটার পিসি গার্ডার ফুট ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত একটি দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটি সদরের রিজার্ভ বাজারকে জুগুলুক্যা পাহাড় এবং পুরানবস্তী এলাকা সাথে সংযোগ করা। এতে শহর এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকাসমূহ সংযুক্ত হবে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা পৌছানো সম্ভব হবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবর্তন আসবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা ব্রিজটি নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি কাজটি যত দ্রুত সম্ভব শেষ করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি সরকারের উন্নয়ন কাজ সঠিক সময়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে মর্মে জানান। কাজের গুণগত মান যাতে ঠিক থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই ব্রিজটি দিয়ে চলাচল করে জনগণ উপকৃত হলেই কাজের সার্থকতা হবে তিনি জানান। তিনি ব্রিজের বিভিন্ন দিক পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা করেন। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম, সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মুজিবুল আলমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে সমন্বয়কারীসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন উদ্বোধন

মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরের অবস্থিত একটি খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ১১০০ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এ আবাসিক বিদ্যালয়ের থেকে পড়াশুনা করা সুযোগ পাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে ব্যাপক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি প্রদান করে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজে শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় মোনঘর পরিচালনা কমিটির সভাপতি ভদন্ত শ্রদ্ধালংকার মহাথেরো, নির্বাহী পরিচালক বাবু অশোক কুমার চাকমা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব ঝিমিত ঝিমিত চাকমা, অন্যান্য শিক্ষকগণ, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মুজিবুল আলমসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনকালে বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা মোনঘর আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত বর্তমানে টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের আওতায় ৪টি আবাসিক বিদ্যালয় রয়েছে। তন্মধ্যে ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়টি অন্যতম। এ বিদ্যালয়টি বান্দরবান পার্বত্য জেলা অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির মধ্যে ম্রো জনগোষ্ঠীর কথা প্রথমেই চলে আসে। তাই ম্রো জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া লক্ষ্যে কেবল ম্রো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ম্রো আবাসিক বিদ্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে। এ বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশুনাসহ থাকা-খাওয়া সুযোগ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শিক্ষা একাডেমিক ভবন নির্মাণের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেলও নির্মাণ করে দিচ্ছে। এতে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করা সুযোগ পাচ্ছে। ঝরেপড়া হার কমে যাচ্ছে। শিক্ষা হার বাড়ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস উদ্বোধন করেন। এটি নির্মাণ কাজের প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা।

বান্দরবান সদর উপজেলার ছাউপাড়া শিলক খালের উপর আর.সি.সি গার্ডার ব্রিজ উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টিলগ্ন হতে রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, ওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ করে আসছে। এর ফলে গ্রাম থেকে ইউনিয়ন, ইউনিয়ন হতে উপজেলা এবং উপজেলা হতে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ের সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হলে বিভিন্ন সেবা দ্রুত পৌছতে সক্ষম। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিট অফিস কর্তৃক বান্দরবান সদর উপজেলার ছাউপাড়া শিলক খালের উপর আর.সি.সি. গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ করেছে। এ ব্রিজটি নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি। এসময় বান্দরবান পার্বত্য জেলা পুলিশ সুপার মহোদয়, বোর্ডের ইউনিট অফিসে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকৌশলীবৃন্দসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের সংস্কারকৃত পুনঃ নির্মিত সভাকক্ষ 'কর্ণফুলী' উদ্বোধন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-২২১০০১১০০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	২	৬	৮	-	১	১	১০৭.০০	৬১.৮৯	৬১.৮৯	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	১৮	২৭	৪৫	১২	২	১৪	৪৯৬.১৪	৬৩৬.২৮	৬৩৬.২৮	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	৯	২২	৩১	৬	১	৭	৩০৪.৯৩	৩২৩.১৩	৩২৩.১৩	১০০%	১০০%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৫	৭	১২	৩	২	৫	১১১.০৫	৮৬.১১	৮৬.১১	১০০%	১০০%
৫.	সমাজকল্যাণ	৪৫	৬৯	১১৪	২৬	১২	৩৮	১১৮২.৩০	১১৫১.৪৩	১১৫১.৪৩	১০০%	১০০%
৬.	ভৌত অবকাঠামো	১২	৪১	৫৩	১০	৯	১৯	৭৯২.৭৮	৮৮৯.০১	৮৮৯.০১	১০০%	১০০%
মোট=		৯১	১৭২	২৬৩	৫৭	২৭	৮৪	২৯৯৪.২০	৩১৪৭.৮৫	৩১৪৭.৮৫	১০০%	১০০%

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নে কচুখালী হেডম্যান পাড়ায় পানি সরবরাহের জন্য ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন	৭.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	পানীয় জল ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২.	যাতায়াত	কাপ্তাই উপজেলাধীন দোলন্যা পাড়ায় যাতায়াতের সুবিধার্থে ওয়াগ্গা খালের উপর ফুট ব্রিজের বর্ষাজনিত কারণে ডেবে যাওয়া অংশের পুনঃনির্মাণ কাজ	২০.০০	২০১৫-২০১৬	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বন্দুক ভাঙ্গা মৌজার ভারপোয়া চাপ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে নোয়াদাম গ্রাম ভায়া ভারপোয়া চাপ বনবিহার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৫.০০	২০১৫-২০১৬	২০১৮-২০১৯	বরাদ্দ মোতাবেক সমাপ্ত
৪.		জুরাছড়ি উপজেলাধীন বনযোগীছড়া ইউনিয়নের কাকড়াছড়িতে ছড়ার উপর ফুট	২৫.০০	২০১৫-২০১৬	২০১৮-২০১৯	বরাদ্দ মোতাবেক সমাপ্ত
৫.		কাউখালী উপজেলাধীন পুরাতন পোয়াপাড়া হইতে নাকশাছড়ি গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ এর পরিবর্তে কাউখালী উপজেলাধীন ৩নং ঘাগড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের ঘাঘড়া-কাউখালী রাস্তা ভায়া মারমা যৌথ খামার পাকা রাস্তা হইতে ধর্মগিরি সাধনা কুটির পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বৈদ্য কলোনী হইতে দীঘিনালা সড়ক হইয়া লাইল্যাঘোনা পৌরসভা সীমানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩৪.৩৫	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৭.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন তালুকদার পাড়া হইতে জীবতলী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ এর পরিবর্তে বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং কলেজের গেইট হইতে মধ্যম পাড়া পাকা রাস্তা পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন	৩৪.৩৫	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৮.		জুরাছড়ি উপজেলাধীন সুভলং খাল হইতে আর্যচুগ ধুতাংগ বিমুক্তি বিহার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩১.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৯.		বিলাইছড়ি উপজেলাধীন কেংড়াছড়ি বাজার হতে গাছ কাটাছড়া ফুটব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রিজ এপ্রোচ নির্মাণ	৪০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১০.		সদর উপজেলাধীন শালবাগান রাস্তা অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৫.১০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১১.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের নোয়াপাড়া হতে নুনছড়ি মইন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১২.		সদর উপজেলাধীন কাটাছড়ি বন ভাবনা কুটিরের প্রতিরোধক কাজসহ রাস্তা নির্মাণ	১৩.৭৪	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৩.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বড় দুরছড়ি জিসিআর রাস্তা হতে বসন্ত কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৪.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন হরিণমারা ছড়া হইতে পতেঙ্গাছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৫.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৫.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন চারকিলো হইতে কালামুড়া ধর্মছদক বনবিহার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩৫.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৬.	শিক্ষা	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল ভবন নির্মাণ	২৮.৬০	২০১৬-২০১৭	২০১৮-২০১৯	শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৭.		সদর উপজেলাধীন মারমা সাংস্কৃতিক সংস্থার জন্য অডিটরিয়াম কাম ছাত্রাবাস নির্মাণ	৫০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	বরাদ্দ মোতাবেক সমাপ্ত

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮.	শিক্ষা	বরকল উপজেলাধীন বরনাছড়ি জোন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ	২৫.৭৫	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১৯.		সদর উপজেলাধীন তৈমিদং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ	৩৪.৩৫	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
২০.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি দারুল উলুম মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
২১.		কাউখালী উপজেলার ডাবুয়া বৃক্ষভানুপুর উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রাবাসের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২২.		রাঙ্গামাটি পাবলিক লাইব্রেরী সংস্কার	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	এলাকার জনসাধারণের পত্রিকা ও বই পড়ার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৩.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	বরকল উপজেলা সদরে পাঠাগার নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৮-২০১৯	এলাকার জনসাধারণের পত্রিকা ও বই পড়ার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৪.		কাউখালী ক্রীড়া ভবনের ডিপটিউবওয়েল, লেট্রিন, রান্নাঘর, বৈদ্যুতিকরণসহ আসবাবপত্র সরবরাহকরণ এর পরিবর্তে কাউখালী ক্রীড়া ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১১.৪৫	২০১৬-২০১৭	২০১৮-২০১৯	যুবসমাজের খেলাধুলার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
২৫.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং ডিগ্রী কলেজের অডিটরিয়ামের আনুষাঙ্গিক কাজ	৫১.৫২	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সভা কার্যক্রম সম্পন্নকরণের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৬.		সদর উপজেলাধীন face of band এর সংগীত পরিচালনার জন্য বাদ্যযন্ত্র সামগ্রী সরবরাহকরণ	৮.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
২৭.	সমাজ কল্যাণ	রাঙ্গামাটি শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক পরিষদের জন্য সাংস্কৃতিক সরঞ্জামাদি ও সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহকরণ	১২.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
২৮.		কলেজ গেইট এলাকাস্থ শ্রী শ্রী সার্বজনীন দূর্গা মাতৃমন্দির নির্মাণ	২০.০০	২০১৫-২০১৬	২০১৮-২০১৯	বরাদ্দ মোতাবেক সমাপ্ত
২৯.		সদর উপজেলাধীন কে কে রায় সড়ক এলাকায় ব্লাড ব্যাংকের জন্য ভবন নির্মাণ	৩৪.৫০	২০১৬-২০১৭	২০১৮-২০১৯	বরাদ্দ মোতাবেক সমাপ্ত
৩০.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ডংনালা বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১.		রাজস্থলী ডাক বাংলো পাড়া বৌদ্ধ বিহারের বৈদ্যুতিকরণ, টাইলস্ স্থাপন, স্যানিটারী, শোভাবর্ধক ও আনুষাঙ্গিক কাজ	৩৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩২.		কাউখালী উপজেলার কচুখালী শ্মশানের কাটা তাঁরের বাউন্ডারী ওয়াল ও লাশ ঘর নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৩.		কাউখালী উপজেলার পাহাড়ীকা (নীচ পাড়া) শ্মশানের কাটা তাঁরের বাউন্ডারী ওয়াল ও লাশ ঘর নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৪.		কাপ্তাই উপজেলাধীন শ্রী শ্রী ত্রিপুরা সুন্দরী কালী বাড়ীর নাট মন্দির নির্মাণ এর পরিবর্তে কাপ্তাই উপজেলাধীন শ্রী শ্রী ত্রিপুরা সুন্দরী কালি বাড়ীর গীতা শিক্ষা বিদ্যালয়ের তৃতীয় তলা ভিত্তিক বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ	২৫.৮৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৫.		সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ কালিন্দীপুরস্থ শ্রী শ্রী দশভূজা মাতৃ মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৬.	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন ওয়াগ্গা ইউনিয়নের বড়ইছড়ি নোয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহারের সীমা ঘর নির্মাণ	২২.৯০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৭.		সদর উপজেলাধীন আনন্দ বিহারের দ্বিতীয় তলার কাজ সমাপ্তকরণ	৪০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৮.		সদর উপজেলাধীন রাজবন বিহারের উপাসক উপাসিকাদের ভবন উন্নয়ন	৩৪.৩৫	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৯.		সদর উপজেলাধীন বিজিবি রোডে শেখ শায়েদ আল জারিদ মসজিদের ভবন উন্নয়ন	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪০.		কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নে শামুকছড়ি বৌদ্ধ বিহারের পাকা ভবন নির্মাণ	৩৪.৩৫	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪১.		সদর উপজেলাধীন ৬নং ওয়ার্ডের রাজমনি পাড়ায় সীকলী বন বিহারের ভবন নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪২.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩১নং খেদারমারা ইউনিয়নে নলবুনিয়া বৌদ্ধ বিহারে ভোজনশালা নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৩.		রাঙ্গামাটি বার এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্নকরণ	৪০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৪.		রাঙ্গামাটি কালেক্টরেট জামে মসজিদ উন্নয়ন	২৪.২৪	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৫.		ভেদভেদীছু রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম তলার উন্নয়ন	৩৪.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৬.		বাঘাইছড়ি উপজেলা জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৫০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৭.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন তৈমিদং বনভাবনা কুটিরে ভিক্ষুদের জন্য টয়লেট নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৮.		বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া ইউনিয়নের হরি মন্দিরের টাইলস্, দরজা-জানালা ও রংকরণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১২.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	মন্দিরের সৌন্দর্য বর্ধনসহ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৯.		সদর উপজেলাধীন হাজারীবাক বৌদ্ধ বিহারের গাঁথুনী, আরসিসি সিঁড়ি, ছাদ, টাইলস্ স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১৭.১৫	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	বিহারের সৌন্দর্য বর্ধন, অভ্যন্তরীণ যাতায়াতসহ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫০.		সদর উপজেলাধীন সাধনাপুর বৌদ্ধ বিহারের নিচতলার কাজ সম্পন্নকরণ	১০.৮৫	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫১.	সমাজ কল্যাণ	রাঙ্গামাটি পৌর এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ৫০০টি মোবাইল ডাস্টবিন	৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	শহর পরিচ্ছন্ন রাখার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫২.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ভাষ্যাতলী মৌজায় ক্ষতিগ্রস্ত হরিণাছড়া বিহারের পূর্ব দিকে ও পাড়ার ক্ষতিগ্রস্ত শ্মশানঘাটে দেশনা ঘরসহ ধারক দেয়াল নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	মৃত ব্যক্তির সৎকার কার্য সুচারুরূপে সম্পাদনে ও ধর্মীয় আচারাদির সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৩.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩২নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নে বটতলা নবজ্যোতি মনোরম বৌদ্ধ বিহারের পাকা ভবন নির্মাণ	২৫.৭১	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৪.		কাপ্তাই উপজেলাধীন পূর্ব কোদালা বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন আশ্রম ভবনের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	৭.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	আশ্রমার্থীদের জীবনমানে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৫৫.		লংগদু উপজেলাধীন সোনাই মালদ্বীপ ইসলাম নগর জামে মসজিদের টাইলস স্থাপন	৮.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধনসহ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৬.		রাঙ্গামাটি সরকারি শিশু পরিবারে কম্পিউটার সরবরাহ	১০.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	কারিগরী শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৭.		নিউজ পোর্টাল হিলবিডি টোয়েন্টিফোর ডটকম এর আসবাবপত্র ও প্রযুক্তি সামগ্রী সরবরাহ	৫.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৮.	সমাজ কল্যাণ	পাহাড়েরআলোডটকম এর জন্য ল্যাপটপ, ডেস্কটপসহ আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	৫.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৯.		সদর উপজেলাধীন নতুন জালিয়া পাড়া বিশ্বনাথ মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১০.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬০.		রাঙ্গামাটি এনএসআই অফিসের জন্য জেনারেটর ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২২.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	অফিসিয়াল কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৬১.		সাপ্তাহিক পাহাড়ের সময় এর জন্য অফিস সরঞ্জাম সরবরাহকরণ	৫.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৬২.		সদর উপজেলাধীন এফডব্লিউভিটিআই জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৫.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৩.		পাহাড়টুয়েন্টিফোরডটকম এর জন্য ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী সরবরাহকরণ	৫.৫০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৪.		রাঙ্গামাটি সাংবাদিক সমিতির জন্য ল্যাপটপ সরবরাহকরণ	৯.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৫.		সিএইচটিটাইমস২৪ডটকম ও বৈশাখী টিভি রাঙ্গামাটি শাখার জন্য ল্যাপটপ সরবরাহরণ	২.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৬.	ভৌত অবকাঠামো	বাংগালহালিয়া ডাক বাংলো পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সীমানা নির্ধারণের জন্য কাটা তারের বেড়া নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	বিহারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৭.		কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রক্ষার্থে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	বিদ্যালয়টি মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
৬৮.		ভেদভেদীষ্থ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম ও ২য় তলায় বৈদ্যুতিকরণ, স্যানিটারী ও আনুষাঙ্গিক কাজ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও পাঠগ্রহণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৯.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন ৩নং বুড়িঘাট মাইক অন্তর্গত শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের মাটি ভাঙ্গন রোধকল্পে ধারক দেয়াল	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	মন্দিরটি মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
৭০.		সদর উপজেলাধীন দেবাশীষ নগরের ভাঙ্গনরোধ কল্পে চিরঞ্জীব তালুকদারের বাড়ীর পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	এলাকাটি মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭১.	ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন পুলিশ সুপারের বাংলো ভাঙ্গন রোধকল্পে ধারক দেয়াল	৪১.৩৪	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	বাংলোটি মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
৭২.		কল্যাণপুরস্থ আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান বাসভবনের পার্শ্বে ভাঙ্গন রোধকল্পে আরসিসি অবকাঠামো নির্মাণ	২২.৯০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	ভবনটি মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
৭৩.		সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডে সাপছড়ি গ্রামে বাত্যগুলা চাকমার বাড়ি হইতে হেমরঞ্জন চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	গ্রামটি মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
৭৪.		ভেদভেদীস্থ আবসিক এলাকায় আরবোরি কালচারকরণ	৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	এলাকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৫.		সদর উপজেলার ত্রিপুরা পাড়ার শেষ অংশ হতে চাম্পানিমার পাহাড় পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়াল	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	পাড়াটি মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
৭৬.		কালিন্দীপুরস্থ আবাসিক এলাকায় স্টাফ ডরমেটরি নির্মাণ	৫০.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	বরাদ্দ মোতাবেক সমাপ্ত
৭৭.		সদর উপজেলাধীন বালুখালী উয়নিয়নের খারিং তঞ্চঙ্গ্যা পাড়ার সিঁড়ি নির্মাণ	৮.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৭৮.		লংগদু উপজেলাধীন শিবির বাজার নুরানী মাদ্রাসায় যাতায়াতের সুবিধার্থে সিঁড়ি নির্মাণ	৮.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৭৯.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন মহসিন কলোনী হইতে পুরানবস্তি পর্যন্ত আবাসিক প্লটদ্বয়ের ধারক দেয়াল নির্মাণ	১৩.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	প্লটদ্বয় মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
৮০.		রাঙ্গামাটি সদরে অবস্থিত আসামবস্তি এলাকায় ব্রাহ্মণটিলা ব্রিজের নিচে ড্রেনসহ গার্ডওয়াল নির্মাণ	৭.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	ব্রিজটির মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
৮১.		বাঘাইছড়ি উপজলোধীন উন্নয়ন বোর্ডের রেষ্ট হাউজের পানীয় জলের সুব্যবস্থাকরণ, স্যানিটেশন ও পানি নিষ্কাশন সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ	৭.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮২.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কনফারেন্স হলে ভিডিও কনফারেন্সিং স্থাপন	১৫.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	ভিডিও কনফারেন্সিং দ্বারা যোগাযোগের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৮৩.		সদর উপজেলাধীন রাজবন বিহারের মাঠ রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ	১৫.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	মাঠটি মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
৮৪.		রাঙ্গামাটি সদরের সুর নিকেতনের জন্য বাদ্যযন্ত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহকরণ	১৫.০০	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মান বৃদ্ধি পেয়েছে

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-২২১০০১১০০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	যাতায়াত	২৫	৫	৩০	৬	-	৬	২৩২৩.৭৩	২৬০৮.৪৫	২৬০৮.৪৫	১০০%	১০০%
২.	শিক্ষা	৭	২	৯	২	-	২	৫৬০.০০	৬৩৫.২৮	৬৩৫.২৮	১০০%	১০০%
৩.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	৭	৫	১২	৩	-	৩	৪৫১.২৭	৫০১.২৭	৫০১.২৭	১০০%	১০০%
৪.	পানীয় জল	১	১	২	১	-	১	৬৫.০০	৬৫.০০	৬৫.০০	১০০%	১০০%
মোট=		৪০	১৩	৫৩	১২	-	১২	৩৪০০.০০	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	১০০%	১০০%

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তালিকা (কোড নং-২২১০০০৯০০)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	যাতায়াত	নানিয়ারচর উপজেলাধীন নানাক্রম স ও জ রাস্তা হতে বুড়িঘাট পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. এইচ বি বি রাস্তা নির্মাণ	৫৭২.০০	জুলাই, ২০১০	জুন, ২০১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহজতর হয়েছে
২.		লংগদু উপজেলাধীন বগাপাড়ামুখ হতে ইয়ারেংছড়ি বাজার পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. রাস্তা ফ্লেক্সিবলকরণ	৫৬৮.৬৬	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সহজতর হয়েছে
৩.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ভেদভেদী রাঙ্গাপানি সড়ক হইতে যোগেন্দ্র দেওয়ান পাড়া হয়ে তপোবন আশ্রম" পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ	১১০.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৯	বরাদ্দ মোতাবেক সমাপ্ত
৪.		কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া-কাউখালী সড়ক হতে কচুখালী পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন	২১৫.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সহজতর হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	যাতায়াত	কাউখালী উপজেলাধীন লাঠিছড়া সড়ক সম্প্রসারণ	২০০.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহজতর হয়েছে
৬.		কাপ্তাই উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি-বান্দরবান সড়ক হতে বড়খোলা পাড়া ও বড় খোলা বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৭৮.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহজতর হয়েছে
৭.	শিক্ষা	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন শহীদ আবদুল আলী একাডেমী ভবন নির্মাণ	৪৭০.০০	জুলাই, ২০১০	জুন, ২০১৯	একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে ক্লাসরুমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান সহজতর হয়েছে
৮.		রাঙ্গামাটি বি এম ইন্সটিটিউটের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	১৫০.০০	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৯	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান সহজতর হয়েছে
৯.	সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন কেরণছড়ি দশলব বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৪৫.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৯	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রাজবন বিহারের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনের জন্য মাঠ উন্নয়ন	২০২.৫০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৯	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান সহজতর হয়েছে
১১.		সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ রেষ্ট হাউজের সীমানা প্রাচীর, জেনারেটর রুমসহ জেনারেটর ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ	১৩৩.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৯	রেষ্ট হাউজের নিরাপত্তা ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১২.		রাঙ্গামাটি জেলাস্থ বিভিন্ন উপজেলায় জিএফএস ও সাবমার্সিবেল পাম্প এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	৯০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৯	পানীয় জল ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাস্তবায়িত অন্যতম স্কিমসমূহের বর্ণনা (কোড নং-২২১০০১১০০)

বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং ডিগ্রী কলেজের অডিটরিয়াম নির্মাণ

- **কাজের গুরুত্ব:** পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রত্যন্ত এলাকায় বড় কোন দালানকোঠায় একসাথে বসে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারাটাই কঠিন ব্যাপার। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি যাতে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অনেকে অংশগ্রহণ করতে পারে সেলক্ষ্যে অডিটরিয়াম, টাউন হল ইত্যাদি নির্মাণ করে যাচ্ছে। বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং ডিগ্রী কলেজের অডিটরিয়াম নির্মাণ মূলত এসব গুরুত্ব বিবেচনা রেখেই করা হয়েছে।
- **ফলাফল:** কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি এলাকাবাসীরাও তাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অংশগ্রহণ করা সুযোগ পাবে।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** ২০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী।
- **উপকারভোগীর মতামত:** কলেজের অধ্যক্ষ বলেন যে, অডিটরিয়াম নির্মাণ করার ফলে কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীরা সুন্দর নির্মল পরিবেশে উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে।

সদর উপজেলাধীন তৈমিদং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ

- **কাজের গুরুত্ব:** শিক্ষা খাতে অধিক গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। শিক্ষা খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শিক্ষা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, হোস্টেল নির্মাণ, বিভিন্ন আসবাবপত্রের সামগ্রী বিতরণ, ক্লাসে মাল্টিমিডিয়া সেট বিতরণসহ বিভিন্ন সহায়ক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। অনেক ছাত্র-ছাত্রী প্রাইমারি শেষ করা পর ঝরে যায়। আশেপাশে বিদ্যালয় না থাকায় অনেকে পড়াশুনা করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রাইমারি স্কুল ছাড়াও নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এমনকি ডিগ্রী কলেজ নির্মাণ করে যাচ্ছে।
- **ফলাফল:** মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঝরে পড়া হার কমছে, শিক্ষা সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** ২০০ জন শিক্ষার্থী।
- **উপকারভোগীর মতামত:** প্রধান শিক্ষক বলেন যে, বিদ্যালয়ের কক্ষে সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাঠদানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাস্তবায়িত অন্যতম প্রকল্পসমূহের বর্ণনা (কোড নং-২২১০০০৯০০)

রাঙ্গামাটি বি এম ইন্সটিটিউটের একাডেমিক ভবন নির্মাণ

- **কাজের গুরুত্ব:** বর্তমানে বি এম ইনষ্টিটিউট এ ৩৫০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। শিক্ষার্থীদের জন্য ইনস্টিটিউটের কোন স্থায়ী ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি না থাকায় ও বর্তমান ভাড়া করা ভবনে শ্রেণী কক্ষের স্বল্পতা হেতু শিক্ষাদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাই ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার বিষয়ে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে এ অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ রাঙ্গামাটি বি.এম. ইন্সটিটিউট একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।
- **ফলাফল:** রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ১০টি উপজেলা ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণে সুযোগ পাচ্ছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী।
- **উপকারভোগীর মতামত:** কলেজ ভবন নির্মাণ করা ফলে পাঠদানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজস্ব স্থায়ী ভবনে পাঠদান পূর্বে তুলনায় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যাবে।

লংগদু উপজেলাধীন বগাপাড়ামুখ হতে ইয়ারেংছড়ি বাজার পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. রাস্তা ফ্লেক্সিবলকরণ

- **কাজের গুরুত্ব:** ইয়ারেংছড়ি ও বগাপাড়া এলাকা লংগদু উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল। ৩,৫০০ পরিবার অধ্যুষিত এই প্রত্যন্ত এলাকাগুলোর সাথে নিকটস্থ দিঘীনালা উপজেলার যোগাযোগের মাধ্যম পুরাতন চলাচল অযোগ্য ইট বিছানো রাস্তা। সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে সরকারি ও বেসরকারি সেবা পৌঁছানো কঠিন। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য উপজেলা শহরে পরিবহন সম্ভব নয়। এসব বিষয়াদি বিবেচনা করে নিকটস্থ উপজেলা শহরের সাথে এসব প্রত্যন্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার জন্য লংগদু উপজেলাধীন বগাপাড়ামুখ হতে ইয়ারেংছড়ি বাজার পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. রাস্তা ফ্লেক্সিবলকরণ প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।
- **ফলাফল:** লংগদু উপজেলার ইয়ারেংছড়ি, বগাপাড়ার সাথে দিঘীনালা উপজেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে এবং এলাকার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা সুবিধা সহজতর হবে।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** লংগদু উপজেলা ইয়ারেংছড়ি ও বগাপাড়া এলাকাসহ পাশ্ববর্তী এলাকা মিলে প্রায় ২০০০ পরিবার।
- **উপকারভোগীর মতামত:** এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। ফলজ ও কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত করণে সহজতর হয়েছে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আলুটিলা এলাকায় জার্মপ্লাজম সেন্টার উদ্বোধন।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-২২১০০১১০০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	৪টি	০৮টি	১২টি	৪টি	৫টি	৯টি	১৩২.২৬	১৬৬.৯২	১৬৬.৯২	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	২২টি	৪৩টি	৬৫টি	১১টি	৬টি	১৭টি	১০৮৩.১০	১২৩৯.০৯	১২৩৯.০৯	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	১৪টি	২০টি	৩৪টি	১১টি	১টি	১২টি	৪২০.৬২	৩৬৮.০০	৩৬৮.০০	১০০%	১০০%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১টি	-	০১টি	১টি	-	১টি	১০.০০	৯.৯৬	৯.৯৬	১০০%	১০০%
৫.	সমাজ কল্যাণ	২৩টি	৩৩টি	৫৬টি	১৯টি	৫টি	২৪টি	৫৪৬.৪৪	৫০০.১৫	৫০০.১৫	১০০%	১০০%
৬.	ভৌত অবকাঠামো	১০টি	২৭টি	৩৭টি	৬টি	৮টি	১৪টি	৪০৭.৫৮	৪৫৩.৮৮	৪৫৩.৮৮	১০০%	১০০%
মোট=		৭৪টি	১৩১টি	২০৫টি	৫২টি	২৫টি	৭৭টি	২৬০০.০০	৩৭৩৮.০০	৩৭৩৮.০০	১০০%	১০০%

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	কৃষি	মানিকছড়ি উপজেলাধীন দক্ষিণ লেমুয়াতে মৎস্য ও কৃষি কাজের সুবিধার্থে বাঁধ নির্মাণ	২০.০০	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯	কৃষি কাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন ডাইনছড়ি বুদংপাড়া ভিত্তিহীন সমিতির মৎস্য চাষের লেক খনন	৮.০০	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯	কৃষি কাজ এবং মাৎস্য চাষের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন চেংগুয়া জাহাঙ্গীর আলমের জমিতে মৎস্য চাষ ও কৃষি কাজের সুবিধার্থে সেচনালা নির্মাণ	১০.০০	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯	কৃষি কাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন গাচ্ছাবিল রংপুরী পাড়া, গাড়ী টানা প্রবাল ত্রিপুরা পাড়া ও সেম্প্রু পাড়া, রংহলা মহাজন পাড়ায় পানি সরবরাহকরণ	২৪.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	নিরাপদ পানি সরবরাহেরফলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে
৫.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন বীর কুমার চাকমার জমি হতে ক্ষীরোধ কুমার চাকমার জমি পর্যন্ত সেচ নালা নির্মাণ	২০.১৩	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	কৃষি কাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬.		খাগড়াছড়ি পৌরসভায় অন্তর্গত ফুটবিল এলাকায় সেচ ড্রেন নির্মাণ	১০.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	কৃষি কাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	কৃষি	রামগড় ফেনীরকুল, চৌধুরী পাড়া, কালাডেবা বিলে চাষাবাদের সুবিধার্থে সেচ নালা নির্মাণ	৪৫.২৫	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	কৃষি কাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮.		মহালছড়ি উপজেলাধীন সিঙ্গিনালায় কৃষি কাজের জন্য সেচ নালা নির্মাণ	২০.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	কৃষি কাজ এবং মাৎস্য চাষের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গামারীটালায় সেচ ড্রেন নির্মাণ	১০.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	কৃষি কাজ এবং মাৎস্য চাষের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০.	যাতায়াত	লক্ষীছড়ি উপজেলার ব্যঘ্যা পাড়া হতে দন্ডি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০.৩৯	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১.		মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বর্ণাল ইউনিয়নের তৈলাফাং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে যামিনী পাড়া হয়ে মগেন্দ্র কার্বারী বাড়ী পর্যন্ত প্রতিরোধক কাজসহ ২.০০ কি:মি: রাস্তা ব্রীকপেভমেন্টকরণ (চেই: ১.০০ কি:মি: হতে ২.০০ কি:মি:)	৪০.০০	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১২.		দীঘিনালা উপজেলাধীন ১ নং মেরুং ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের ছোট মেরুং বাজার হতে হাসপাতাল ও খাদ্য গুদাম হয়ে ছোট মেরুং দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও গাইড ওয়াল নির্মাণ	৩৫.২৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩.		দীঘিনালা উপজেলাধীন ২নং বোয়ালখালী আদর্শ নগর হতে নোয়াখালী টিলা পর্যন্ত রাস্তায় এইচবিবিকরণ	৩৬.৪৫	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৪.		খাগড়াছড়ি পৌরসভার সীমানা আপার পেরাছড়া বাজার হতে দয়ামোহন কার্বারী পাড়া পর্যন্ত টো-ওয়াল ও মাটিকাটাসহ ব্রীকসলিংকরণ	৪০.৬০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৫.		খাগড়াছড়ি পুলিশ লাইন হতে রনবিক্রম কিশোর ত্রিপুরার বাড়ীর রাস্তার সীমানা ও পূর্ব পুলিশ লাইন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৬.		মহালছড়ি উপজেলাধীন ধনপতি বাজার হতে আদুপা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিক পেভমেন্টকরণ	৩৬.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৭.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় ছোটনালা পাড়ায় খাগড়াছড়ি-পানছড়ি রাস্তা হতে কুকিছড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তায় অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩০.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮.	যাতায়াত	মাটিরাংগা উপজেলাধীন ৩নং বর্ণাল ইউনিয়নের সড়ক ও জনপথ রাস্তা সংলগ্ন মুসলিম মিয়ার দোকান হতে অহিদ মেম্বার পাড়া পর্যন্ত ১টি কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ	৪০.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৯.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ভূয়াছড়ি আনসার ক্যাম্প হতে বাংলা বাজার যাওয়ার রাস্তায় অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৪৫.৮০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২০.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন লেমুয়া পাড়া যাওয়ার রাস্তায় ছড়ার উপর কালভার্টসহ রাস্তা ব্রিক পেভমেন্টকরণ	৩০.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২১.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের নলছড়া হতে জোরমরম সুরেন্দ্র মাষ্টার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪০.১৫	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২২.		দীঘিনালা উপজেলাধীন ভৈরফা সুধীর মেম্বার পাড়া যাতায়াতের রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৪০.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৩.		মহালছড়ি উপজেলাধীন করল্যাছড়ি এডিবি রাস্তা হতে সারনাথ বন বিহার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০.১০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৪.		ভাইবোনছড়া ৪নং প্রকল্প গ্রামের ব্রিক সলিং রাস্তা হতে শুভ বিজয় মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০.১৬	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৫.		খাগড়াছড়ি সদরস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর রাস্তা হতে জেলা পরিষদ স্টওফ কোয়ার্টারের সামনে সংবাদিক সোসাইটি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৬.		খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার চেঙ্গী নদীর উপর বেইলী ব্রিজ সংস্কার	১২.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৭.	শিক্ষা	রামগড় চৌধুরী পাড়া জুনিয়র হাইস্কুল সম্প্রসারণ	২৩.০০	২০১৫-১৬	২০১৮-১৯	শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৮.		রামগড় উপজেলাধীন বল্টুরাম টিলায় নুরানী মাদ্রাসা নির্মাণ	২৮.৬৩	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯	শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৯.		রামগড় উপজেলার নাকাপা জুনিয়র স্কুলের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩০.		রামগড় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ	৪০.০৮	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১.	শিক্ষা	খাগড়াছড়ি সদরে স্লানফাওয়ার ইনষ্টিটিউট ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২২.৯০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষারলাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩২.		মানিকছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৩০.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষারলাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৩.		গুইমারা দেওয়ান পাড়া জে.এস.এন আবসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ	৩৪.৩৫	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষারলাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৪.		মাটিরাংগা কলেজের নবনির্মিত ভবনের জন্য আসবাবপত্রসহ রাস্তার পার্শ্বে ভাঙ্গন রোধকল্পে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষারলাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৫.		খাগড়াছড়ি সদরে পার্বত্য এইচ.এম হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৪০.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষারলাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৬.		খাগড়াপুর ট্রাইবেল গার্লস হোস্টেল ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩০.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষারলাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৭.		দীঘিনালাস্থ কামুক্যাছড়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ	৩০.৬৬	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষারলাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৮.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন কুমিল্লাটিলা মাজেমা হক হেফজখানা ও এটিমখানার ভবন নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষারলাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৯.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	দীঘিনালা উপজেলাধীন উপজাতীয় কাউন্যা কল্যাণ সমিতি লিঃ ভবন নির্মাণ	২০.৩৮	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ক্রীড়া, সামাজিক ও সংস্কৃতি চর্চায় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪০.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন আড়াই মাইল এলাকায় শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণসহ বিগ্রহ ভবন নির্মাণ	৫৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪১.		মানিকছড়ি বাজার সার্বজনীন কালিমন্দির নির্মাণ	২৫.৩৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪২.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ঠাকুরছড়া গ্রামের সার্বজনীন রাধাকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৩.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন খাগড়াপুরস্থ রমনীপাড়া বাইতুল ইজ্জত জামে মসজিদ নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৪.		মাটিরাংগা উপজেলায় রামশিরা জামে মসজিদ নির্মাণ	২২.৯০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৫		পানছড়ি কলাবন মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণসহ ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২২.৯০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৬.	সমাজকল্যাণ	রামগড় মাষ্টারপাড়াস্থ ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৭.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন শান্তিনগর শ্রী শ্রী দক্ষিণেশ্বরী কালি মন্দির নির্মাণ	২২.৯৯	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৮.		রামগড়স্থ উত্তর গর্জনতলী জামে মসজিদের ভবন নির্মাণ	২৮.৫০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৯.		দীঘিনালা উপজেলাধীন ২নং বাঘাইছড়ি গোবিন্দ কার্বারী পাড়ায় দেশনালয়সহ বিহার নির্মাণ	২২.৯০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫০.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন সিঙ্গিনালাস্থ মংফাই কার্বারী পাড়ায় শাসনরক্ষিত বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২৩.২৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫১.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গাউছিয়া মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২২.৯৪	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫২.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় ভাইবোন ছড়ায় শ্রী শ্রী জগন্নাথ পাকা ভবন নির্মাণ	২২.৯০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৩.		খাগড়াছড়ি সদরের শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের বিশ্রামাগার ও ভক্ত নিবাস নির্মাণ	২২.৯২	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৪.		খাগড়াছড়ি সদরস্থ শান্তিনগর জামে মসজিদ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২২.৯০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৫.		খাগড়াছড়ি বাজার নারায়ন মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৫.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৬.		গুইমারা ভান্ডারটিলা হরিমন্দির এর নাট্যশালা নির্মাণ	২২.৯০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৭.		রামগড় যৌথ খামার জামে মসজিদ নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৮.		খাগড়াছড়ি সদরে সিঙ্গিনালায় হরি মন্দির নির্মাণ	১৭.১৯	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৯.		মহালছড়ি কালাপাহাড় জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৭.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬০.		মাটিরাঙ্গা গোমতি ইউনিয়নে বান্দরছড়া জামে মসজিদ নির্মাণ	২০.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬১.		মানিকছড়ি একসত্যা পাড়া পুরাতন জামে সমজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ, বারান্দা, অজুখানা, মিনার, টয়লেট ও সিঁড়ি নির্মাণ	২০.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬২.	সমাজকল্যাণ	মহালছড়ি উপজেলাধীন উল্টাছড়ি জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহারে দেশনাঘর নির্মাণ	২০.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৩.		মাটিরাংগাছ্থ ১০নং ইসলামপুর জামে মসজিদের পাকা ভবনসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৫.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৪.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন সিঙ্গিনালা বাবা লোকনাথ মন্দিরের গম্বুজসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ	১৭.১৯	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৫.	ভৌত অবকাঠামো	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন জুরমরম শিব মন্দিরের প্রার্থনা ঘরের সংস্কার, ঠাকুরের বিশ্রামাগারসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৬.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ধর্মঘর মহাশ্মশানের ধারক দেয়াল নির্মাণ	২২.৯০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৭.		খাগড়াছড়িস্থ মধুপুর বৈজয়ন্তী বৌদ্ধ বিহার যাওয়ার পথে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	মন্দিরকে ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করবে
৬৮.		খাগড়াছড়ি সদর রংধনু মাল্টিপারপাস কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	সামাজিক ও সংস্কৃতি চর্চায় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৯.		লক্ষীছড়ি জোন সদর সংলগ্ন রাস্তায় ভাঙ্গন রোধকল্পে মাটিভরাটসহ ধারক দেয়াল নির্মাণ	২৮.৬৩	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	রাস্তাটি ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পাবে
৭০.		খাগড়াছড়ি চেম্বার অব কমার্স এর ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৫.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	সামাজিক ও সংস্কৃতি চর্চায় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭১.		খাগড়াছড়ি সদরে মারমা কমিউনিটি সেন্টারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩৫.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	সামাজিক ও সংস্কৃতি চর্চায় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭২.		খাগড়াছড়ি সদরের এন.এস.আই কার্যালয়ের জন্য ৩টি এলইডি টিভি এবং ১টি আইপিএস সরবরাহকরণ	৫.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	বিনোদন ও অফিসিয়াল কাজের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৩.		খাগড়াছড়ি সদরের কল্যাণপুরস্থ উচিংমং মারমা বাড়ী সংলগ্ন এলাকা ছড়া ভাঙ্গনরোধকল্পে ধারক দেয়াল নির্মাণ	১৫.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	এলাকাটির ছড়া ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পাবে
৭৪.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গঞ্জপাড়া পুকুর পাড়ে রাস্তার দু-পাশে আরসিসি ওয়ালসহ রাস্তা নির্মাণ	২৫.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৫.		দৈনিক অরণ্যবার্তা অফিসের জন্য ল্যাপটপ, ডেস্কটপসহ আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	৫.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	রিপোর্ট তৈরির কাজে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৬.		খাগড়াছড়িস্থ জনবল বৌদ্ধ বিহারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২০.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৭.		বোর্ডের খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ সরবরাহকরণ	৬.৫০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	দাপ্তরিক কাজে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-২২১০০০৯০০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা		গৃহীত মোট প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	যাতায়াত	২২টি	০৫টি	২৭টি	০৫টি	-	০৫টি	২৫২৩.০০	৩১১৮.৫০	৩১১৮.৫০	১০০%	১০০%
২.	শিক্ষা	০২টি	-	০২টি	০১টি	-	০১টি	২৩০.০০	১৮০.০০	১৮০.০০	১০০%	১০০%
৩.	পানীয়জল	০১টি	০১টি	০২টি	-	-	-	১৫৫.০০	১৫৫.০০	১৫৫.০০	১০০%	১০০%
৪.	সমাজকল্যাণ	০১টি	০২টি	০৩টি	০১টি	-	০১টি	১৬৪.০০	১৪৮.৫০	১৪৮.৫০	১০০%	১০০%
৫.	ভৌত অবকাঠামো	০৩টি	০৪টি	০৭টি	০১টি	০১টি	০২টি	৫২৮.০০	৫০৮.০০	৫০৮.০০	১০০%	১০০%
মোট=		২৯টি	১২টি	৪১টি	০৮টি	০১টি	০৯টি	৩৬০০.০০	৪১১০.০০	৪১১০.০০	১০০%	১০০%

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তালিকা (কোড নং-২২১০০০৯০০)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীন সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প-২	১৯৮৩.৫০	২০০৬-০৭	২০১৮-১৯	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে খাগড়াছড়ির বিভিন্ন উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে
২.		মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ধলিয়া খালের উপর ৫৭.২৯ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ	৪৯৭.৩৯	২০১১-১২	২০১৮-১৯	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্কুল, কলেজসহ জনসাধারণের যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই এলাকাকে একত্রিকরণের মধ্য দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে
৩.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন ঢাকাইয়া শিবির হতে বাটনাতলী-ছদুরখীল বাজার হয়ে বুদুং পাড়া পর্যন্ত ১২.০০ কি.মি. নির্মাণ	৬৬৫.০০	২০১২-১৩	২০১৮-১৯	রাস্তাটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা রাস্তার ৮.০০ কি.মি. হরিমন্দির এলাকা হতে জেরক পাড়া-হেম কার্বারী পাড়া-রথি চন্দ্র কার্বারী পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	৪৫৪.০০	২০১৩-১৪	২০১৮-১৯	রাস্তাটি নির্মাণের ফলে মন্দিরের সাথে যোগাযোগের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে
৫.		গুইমারা উপজেলার সওজ রাস্তা হতে গুইমারা কলেজ রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	১৫০.০০	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯	রাস্তাটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কলেজে যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার পরিবেশকে নতুন আঙ্গিকে সাজাতে ইহা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে
৬.	শিক্ষা	খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডরমেটরী ভবন নির্মাণ	১৫৫.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষকদের আবাসন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে
৭.	সমাজকল্যাণ	মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বর্ণাল ইউনিয়নের তৈলাফাং মৌজায় আমিন সর্দার পাড়ায় জামে মসজিদ ও যামিনী চেয়ারম্যান পাড়ায় শ্রী শ্রী কালি মন্দির নির্মাণ	৯৭.০০	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকাবাসীদের প্রার্থনাসহ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮.	ভৌত অবকাঠামো	খাগড়াছড়ি রিজিয়ন অফিসার্স ক্লাবের অবকাঠামো বর্ধিতকরণ, সংস্কার, ব্যারাক নির্মাণ এবং ক্লাবের রাস্তা সংস্কার	৩৬৮.০৫	২০১৪-১৫	২০১৮-১৯	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জনগণের সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা স্ব স্ব সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে সামাজিক নানাবিধ অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করতে পারছে
৯.		খাগড়াছড়ি বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন	৫০.০০	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জনগণের প্রার্থনাসহ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বাস্তবায়িত অন্যতম স্কিমসমূহের বর্ণনা (কোড নং-২২১০০১১০০)

দীঘিনালাস্থ কামুক্যাছড়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ

- **কাজের গুরুত্ব:** পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুর্গম উপজেলাগুলোতে শিক্ষা সুযোগ সম্প্রসারণে লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শিক্ষা খাতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দীঘিনালাস্থ কামুক্যাছড়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ের ভর্তি হার বৃদ্ধি পাবে। ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩০.৬৬ লক্ষ টাকা।
- **ফলাফল:** পূর্বে তুলনায় শিক্ষা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** প্রায় ৪০০ পরিবার
- **উপকারভোগীর মতামত:** ভবনটি নির্মাণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার গরীব ছাত্র-ছাত্রীরা স্বল্প খরচে লেখাপড়া করতে পারছে।

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন বীর কুমার চাকমার জমি হতে ক্ষীরোধ কুমার চাকমার জমি পর্যন্ত সেচ নালা নির্মাণ

- **কাজের গুরুত্ব:** পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই কম। আবার চাষাবাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সেচের সুবিধা না থাকায় কৃষিকাজে ব্যাহত হচ্ছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কৃষিকাজের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কৃষি জমিকে উপযোগী করে তুলা জন্য সেচনালা, জলাধার ইত্যাদি নির্মাণ করে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাগড়াছড়ি সদরস্থ বীর কুমার চাকমার জমি হতে ক্ষীরোধ কুমার চাকমার জমি পর্যন্ত সেচ নালা নির্মাণ কাজের প্রায় ২৫০০.০০ ফুট দৈর্ঘ্য একটি সেচ ড্রেন নির্মাণ করা হয়। মূলত ঐ এলাকায় কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে জন্য। সেচ ড্রেন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২০.১৩ লক্ষ টাকা।
- **ফলাফল:** উক্ত সেচ ব্যবস্থার ফলে কৃষি কাজের উন্নতি হয়েছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** ঐ এলাকার ৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে সুযোগ-সুবিধা পাবে।
- **উপকারভোগীর মতামত:** সেচ ড্রেন নির্মাণের ফলে প্রয়োজনমত পানি সরবরাহ দেয়া যাচ্ছে। আগের চেয়ে অধিক পরিমাণ শস্য উৎপাদন হচ্ছে বিধায় দারিদ্রতা হ্রাস পাচ্ছে।

মানিকছড়ি উপজেলাধীন গচ্ছাবিল রংপুরী পাড়া, গাড়ী টানা, প্রবাল ত্রিপুরা পাড়া ও সেম্প্রু পাড়া, রংহা মহাজনপাড়া পানি সরবরাহকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে খাবার পানি সমস্যা প্রকট। পানির অভাবে চারিদিক হাহাকার। বিশেষ করে মহিলারা খুব কষ্ট করে পানি সংগ্রহ করতে যায়। দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে ঝর্ণা, ঝিড়ি, কুয়া পানি উপর নির্ভর করতে হয়। শুষ্ক মৌসুমে আবার পানি উৎস শুকিয়ে যায়। ঝিড়ি, কুয়ার পানি পান করে অনেকে নানা রোগে আক্রান্ত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পানি সমস্যা নিরসনে লক্ষ্যে জিএফএস পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপজেলায় পানি সরবরাহ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মানিকছড়ি উপজেলাধীন গচ্ছাবিল রংপুরী পাড়া, গাড়ী টানা, প্রবাল ত্রিপুরা পাড়া ও সেম্প্রু পাড়া, ও রংহা মহাজনপাড়া পানি সরবরাহকরণ কাজের স্কিমটি বাস্তবায়ন করেছে। এতে প্রায় ৫০০ পরিবার উপকৃত হবে। নিরাপদ পানি সরবরাহেরফলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এ স্কিমটি বাস্তবায়ন করতে ব্যয় হয়েছে ২৪ লক্ষ টাকা। বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী পানি সরবরাহ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এ সময় মানিকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান, বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলীসহ এলাকার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বাস্তবায়িত অন্যতম প্রকল্পসমূহের বর্ণনা (কোড নং-২২১০০০৯০০)

খাগড়াছড়ি দীঘিনালা রাস্তার ৮.০০ কিঃমিঃ হরি মন্দির এলাকা হতে জেরক পাড়া হেম কার্বারী পাড়া রথি চন্দ্র কার্বারী পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ

• **কাজের গুরুত্বঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসে অধীনে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন খাগড়াছড়ি দীঘিনালা রাস্তার ৮.০০ কি.মি. হরি মন্দির এলাকা হতে জেরক পাড়া রথি চন্দ্রর কার্বারী পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত রাস্তায় ড্রেন, টো-ওয়াল ও মাটি কাজসহ ব্রিক পেভমেন্টকরণ করা হয়। মূলত ঐ এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কে গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, খাগড়াছড়ি জনাব মোঃ মুজিবুল আলম উক্ত রাস্তাটি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। রাস্তাটি নির্মাণ কাজের প্রকল্পের ব্যয় হয়েছে ৪৫৪.০০ লক্ষ টাকা।

• **ফলাফলঃ** ঐ এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

• **উপকারভোগী সংখ্যাঃ** রাস্তাটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে এবং মন্দিরে যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে।

মাটিরাংগা উপজেলাধীন বর্ণাল ইউনিয়নের তৈলাফাং মৌজায় আমিন সর্দার পাড়ায় জামে মসজিদ ও যামিনী চেয়ারম্যান পাড়ায় শ্রী শ্রী কালি মন্দির নির্মাণ

• **কাজের গুরুত্ব:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সমাজকল্যাণ খাতে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, ক্যাং, প্যাগোডা ইত্যাদি নির্মাণ করে দিচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় যাতে নিজ নিজ ধর্ম, আচার অনুষ্ঠানাদি ঠিকমত পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। তৈলাফাং মৌজায় আমিন সর্দার পাড়ায় ১৮০০ বর্গফুটে একটি জামে মসজিদ, ৪৫০ ফুটে একটি অজুখানা এবং যামিনী চেয়ারম্যান পাড়ায় ২৫০০ বর্গফুটে একটি শ্রী শ্রী কালি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। এতে মোট প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ৯৭ লক্ষ টাকা।

• **ফলাফল:** প্রকল্পটি নির্মাণের ফলে ধর্মীয় সুযোগ সুবিধাদি বৃদ্ধি পেয়েছে।

• **উপকারভোগী সংখ্যা:** বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মিলে প্রায় ১০০০ পরিবার।

• **উপকারভোগীর মতামত:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্ব স্ব নিয়ম অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করতে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার জনগণ এখন একসাথে নিয়মিত প্রার্থনা আদায় করতে পারবে এলাকাবাসী অত্যন্ত আনন্দিত।

SSS, CHT প্রকল্পের কিশোর-কিশোরী পুনর্মিলনী এবং নবনির্মিত মডেল পাড়াকেন্দ্র।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-২২১০০১১০০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	৬টি	১৫টি	২১টি	৬টি	২টি	৮টি	১২২.৬৩	১৩৩.৪৬	১৩৩.৪৬	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	১৯টি	১৭টি	৩৬টি	১৫টি	১টি	১৬টি	৩১৮.৯৭	৩৭৬.৩২	৩৭৬.৩২	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	২৬টি	৩৫টি	৬১টি	১৭টি	-	১৭টি	৪৭৮.২৬	৫২৩.৯৫	৫২৩.৯৫	১০০%	১০০%
৪.	সমাজকল্যাণ	৭৬টি	৫২টি	১২৮টি	৫৯টি	-	৫৯টি	১০৯৭.২৫	১১৮৫.০১	১১৮৫.০১	১০০%	১০০%
৫.	ভৌত অবকাঠামো	৩৭টি	৯০টি	১২৭টি	৩৩টি	২টি	৩৫টি	৭৮২.৮৯	৭৭২.৪৯	৭৭২.৪৯	১০০%	১০০%
মোট=		১৬৪টি	২০৯টি	৩৭৩টি	১৩০টি	৫টি	১৩৫টি	২৮০০.০০	২৯৯১.২৩	২৯৯১.২৩	১০০%	১০০%

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা (কোড নং-২২১০০১১০০)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা ইউনিয়নের রাবার ড্যাম এলাকায় সেচ ড্রেন নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	সেচ ড্রেন নির্মাণের ফলে কৃষি কাজের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে কৃষি চাষের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ স্বাবলম্বী হবে
২.		রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি সদর এলাকায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
৩.		রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের খামতাম পাড়ায় পানি সরবরাহকরণ	১৯.৮০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
৪.		রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের পাতুই মো পাড়া হইতে বুরি ম্রো পাড়া পর্যন্ত পানি সরবরাহকরণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
৫.		আলীকদম উপজেলার ২নং চৈ্যং ইউনিয়নের পাট্টাখাইয়া কৃষক সমবায় সমিতির আওতায় সেচ ড্রেন নির্মাণ	৪০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	সেচ ড্রেন নির্মাণের ফলে কৃষি কাজের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে কৃষি চাষের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ স্বাবলম্বী হবে
৬.		রুমা উপজেলার কানন পাড়া হতে জাদিপাই পাড়া পর্যন্ত জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	বান্দরবান সদর উপজেলার শ্যারণ পাড়ায় পানি সরবরাহকরণ (পরিবর্তিত নাম: বান্দরবান সদর উপজেলার শ্যারণ পাড়ায় পানি সরবরাহ ও ফারুক (উপর পাড়া) কমিউনিটি সেন্টার এর মঞ্চ টাইলসকরণ ও আনুষাঙ্গিক কাজ)	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
৮.		লামা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের দূর্যোধন পাড়া ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ গীর্জার পুকুর সংস্কার	৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে
৯.	যাতায়াত	বান্দরবান সদর উপজেলার কালাঘাটা-ছাইঙ্গ্যা পাড়া রাস্তা হতে শংখ নদী পর্যন্ত এলাকায় প্রতিরোধক ও রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১০.		রুমা উপজেলার রুমা সড়ক হতে আমতলী পুর্নবাসন পাড়ার রাস্তা ১.০০ কি.মি. হতে ১.৫০ কি.মি. পর্যন্ত প্রতিরোধকসহ রাস্তা নির্মাণ	২৮.৭৫	২০১৬-২০১৭	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১১.		বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড এর ক্যামলং পাড়া যুব ক্লাব সংলগ্ন তেতুলতলি পাড়া যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ	৩৩.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১২.		বান্দরবান সদর উপজেলার চিম্বুক সড়ক হতে নোয়াপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৫৬.৯০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার ৩নং বান্দরবান সদর ইউনিয়নের সিতামুড়া (মুইগ্যংঝং) উপর পাড়া হতে নিচের পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ও সাংগু নদীতে নামার পাকা সিঁড়ি নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার বালাঘাটা আমবাগান হতে আদর্শ পাড়া সড়ক নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার গ্যাজমনি পাড়ার আভ্যন্তরীণ রাস্তা রিজিড পেভমেন্টকরণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার লাইমী পাড়ায় আর.সি.সি (কার্পেটিং) রাস্তা নির্মাণ। পরিবর্তিত নাম: বান্দরবান সদর উপজেলার লাইমী পাড়ায় কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ	৫০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭.	যাতায়াত	আলীকদম উপজেলার ওয়াইহ্লা কার্বারী পাড়ার আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১৮.		লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়নের মিশন হাসপাতাল হতে মুসলিম পাড়া সমর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও এইচবিবিকরণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১৯.		লামা উপজেলার ৭নং ফাইতং ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড এর সারের গুদাম হতে বেলালের বাড়ি হয়ে নয়াপাড়া পর্যন্ত ব্রিক সলিং এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৮.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
২০.		লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়ন পরিষদ অফিস থেকে মুসলিম পাড়া হয়ে চৌধুরী হর্টিকালচার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০.৬৬	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
২১.		নাইংছড়ি উপজেলার দোছড়ি ইউনিয়নের বাজারের রাস্তা হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ এবং মূল সড়ক হতে দৌছড়ি জুনিয়র হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩৪.৪৩	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
২২.		নাইংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের কম্বনিয়া থেকে জারুলিয়া ঝিড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি করণ	৪০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
২৩.		থানচি উপজেলার ২নং তিন্দু ইউনিয়নের চিংথোয়াইঅং হেডম্যান পাড়ার ওঠার সিঁড়ির মাথা হতে বৌদ্ধ মন্দিরের সিঁড়ি পর্যন্ত পাড়ার মাঝখানে আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
২৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার সাধনা বন কুটিরে যাওয়ার রাস্তা এইচ.বি.বি করণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
২৫.	শিক্ষা	বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক আমতলী তঞ্চঙ্গ্যা পাড়া বৌদ্ধ বিহারের পালি টোল ভবনের ছাত্র ছাত্রীদের অধ্যয়ন ও থাকার সুবিধার্থে গ্রাউন্ড ফ্লোরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ এবং পালি শিক্ষা ভবন দ্বিতল করণ	২৩.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার ম্রো ছাত্রী নিবাস নির্মাণ	৩৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
২৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার চেমী ডলুপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
২৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার চেমী ডলুপাড়া বৌদ্ধ বিহারের ছাত্রাবাস দ্বিতলকরণ	৩৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে দুর্গম শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী চিনি পাড়ায় বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে দুর্গম শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩০.		বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের কদুখোলা ভাগ্যকুল হাইস্কুলে দ্বিতল ভবন নির্মাণ	৩৯.৫০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে দুর্গম শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩১.		লামা উপজেলার ফাসিয়াখালী হাই স্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণ	৪০.০৮	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে দুর্গম শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩২.	শিক্ষা	লামা উপজেলার জীনামেজু অনাথ আশ্রমের ছাত্রাবাসের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২২.৯০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে দুর্গম শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৩.		লামা উপজেলার রূপসী পাড়া হাই-স্কুলের ২য় তলার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে দুর্গম শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৪.		লামা উপজেলার রূপসী পাড়া হাই-স্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণ	৩৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে দুর্গম শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৫.		লামা উপজেলার চম্পাতলী পৌর প্রতিবন্ধী স্কুলের হোস্টেল ভবন নির্মাণ। পরিবর্তিত নাম: বান্দরবান সদর উপজেলার জামছড়ি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৩৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মচর্চার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে
৩৬.		লামা উপজেলার গজালিয়া মোহাম্মদ পাড়া মাদ্রাসা নির্মাণ	২০.৫০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৩৭.		লামা উপজেলার লামা মাতামুহুরী কলেজের ছাত্রাবাস নির্মাণ (৩য় তলা)	২০.৫০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৩৮.		লামা উপজেলার ইয়াংছা হাইস্কুলের শ্রেণীক নির্মাণ(২য় তলা)। পরিবর্তিত নাম: থানচি উপজেলার শান্তিরাজ মিশনে ছাত্রী হোস্টেলের চারদিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০.৫০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৯.	শিক্ষা	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার হাজী এম.এ কালাম ডিগ্রী কলেজের লাইব্রেরী কাম কমন রুম নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৪০.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার দোছড়ি জুনিয়র হাইস্কুল সম্প্রসারণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৪১.		থানচি উপজেলার বলিপাড়া হাইস্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণ	৩৪.৩৬	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৪২.	সমাজকল্যাণ	বান্দরবান সদরে মেম্বার পাড়া মসজিদ এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার খোয়াইংগ্য পাড়া বৌদ্ধ বিহারের বাথরুম সহ চেরাং ঘর নির্মাণ ও জাদীতে টাইলসকরণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার গ্যাজমনি পাড়া (বম পাড়া) কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	৩৮.১২	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের আমতলী পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সাধুমা ঘর, সিঁড়ি এবং বারেন্দার ফ্লোর টাইলসকরণ	৩২.৬৪	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা ইউনিয়নের মুসলিম পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ	৩১.৩৪	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ইসলামপুর জামে মসজিদের টাইলসসহ বারেন্দা সম্প্রসারণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৮.		বান্দরবান জেলা আইনজীবী সমিতির (বার কাউন্সিল) লাইব্রেরী নির্মাণ (বইসহ)	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের তুলাতুলী বাজারে মসজিদ নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫০.		বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের একতা কৃষি সমবায় সমিতির অফিস ভবন ও পাওয়ার টিলার রাখার জন্য শেড নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫১.		বান্দরবান সদর উপজেলার বালাঘাটা লেমুঝিড়ি পাড়ায় সাধনা বন কুটিরে ভাবনা কুটির নির্মাণ	২৬.১০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫২.		বান্দরবান সদর উপজেলার বিক্রিছড়া আগা পাড়া (মেলাউ পাড়া) বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২১.৮০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার লাইমী পাড়ায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২৫.৭৩	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের ভাঙ্গামুড়া পাড়া বৌদ্ধ বিহারের দেশনা ঘর নির্মাণ	২৫.০৩	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নের চিনি পাড়া আধা পাকা বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার লাইমী পাড়ায় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ক্লাব ঘর নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে সাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হয়েছে
৫৭.	সমাজকল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ডলুপাড়া সমিতির ঘর নির্মাণ। পরিবর্তিত নাম: বান্দরবান সদর উপজেলার লালমোহন বাগান এলাকা যুব সমবায় সমিতি লিঃ অফিস ভবনের টয়লেট ও সিঁড়িসহ ২য় তলা নির্মাণ	১৪.৯১	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে সাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হয়েছে
৫৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার মিনঝিড়ি পাড়া বৌদ্ধ বিহারের ফ্লোর, উঠার সিঁড়ি পাকাকরণ ও আনুষাঙ্গিক কাজ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার ৩নং বান্দরবান সদর ইউনিয়নের সিতামুড়া (মুইগ্যংখং) পাড়া বৌদ্ধ বিহারের চেরাং ঘর নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৬০.		বান্দরবান সদরে বান্দরবান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৬১.		বান্দরবান সদর উপজেলার ১নং ওয়ার্ডে বালাঘাটা সার্বজনীন শ্রী শ্রী রক্ষা কালী মন্দির ভবন, বাউন্ডারী ওয়াল ও গেইট নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৬২.		বান্দরবান সদর উপজেলার দাঁত ভাঙ্গা পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৩.	সমাজকল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার কানা পাড়ায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২৫.৮৫	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৬৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার চডুই পাড়া বৌদ্ধ বিহারের টাইলসকরণ এবং বারেন্দা নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৬৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার চডুইপাড়ার যুবক-যুবতীদের জন্য সমিতি ঘর নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে সাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হয়েছে
৬৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার থোয়াইংগ্য পাড়া যুব সংঘ ক্লাব ঘর নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে সাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হয়েছে
৬৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার থোয়াইংগ্য পাড়া সমিতি ঘর নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে সাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হয়েছে
৬৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের নতুন চডুই পাড়া সমিতির ঘর নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে সাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হয়েছে
৬৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার ক্রাইক্ষ্যং পাড়া যুবক-যুবতীদের জন্য সমিতি ঘর নির্মাণ	১৭.১৮	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে সাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হয়েছে
৭০.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট ভবন নির্মাণ	৪৩.৬২	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে সাবলম্বী হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭১.		রোয়াংছড়ি উপজেলার বটতলী পাড়া বৌদ্ধ বিহারের ভোজন শালা নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৭২.		রোয়াংছড়ি উপজেলার হানসামা পাড়া ছাত্র-ছাত্রী ও একতা উন্নয়ন সঙ্গের ভবন নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে সাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হয়েছে
৭৩.		রোয়াংছড়ি উপজেলার তালুকদার পাড়া বৌদ্ধ বিহার নবায়ন ও সংস্কার	২১.৫৮	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৭৪.		রোয়াংছড়ি উপজেলার হানসামা পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৪৩.২৫	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৭৫.		রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৭৪.৬০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৬.	সমাজকল্যাণ	আলীকদম উপজেলার পান বাজার ব্যবসায়ী সমিতির অফিস ঘর নির্মাণ	১৬.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৭৭.		লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়নের চিউনি পাড়া ক্যাম্প বাজার মসজিদ নির্মাণ	৩০.৯২	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৭৮.		লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের ভাজা পাড়া মসজিদ নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৭৯.		লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়নের আনন্দ কারবারী পাড়ায় গীর্জা ঘর নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮০.		লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়নের পূর্বচাম্বি ডিগ্রীখোলা জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৭.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৮১.		লামা উপজেলার জীনামেজু অনাথ আশ্রমের ৪ ইউনিট বিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৮২.		লামা উপজেলার রূপসী পাড়া বাজার জামে মসজিদের বারান্দা, অজুখানা ও আভ্যন্তরীণ ড্রেন নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮৩.		লামা উপজেলার রূপসী পাড়া বাজারে আনসার ভিডিপি ক্লাব ঘর নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৮৪.		লামা উপজেলার রূপসী পাড়া উত্তর দরদরী হাসপাতাল নয়াপাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮৫.		লামা উপজেলার রূপসী পাড়া মুসলিম পাড়া যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি ঘর নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে সাবলম্বী হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৬.		লামা উপজেলার চম্পাতলী বৌদ্ধ বিহারে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮৭.		লামা উপজেলার চিউপতলী ধর্মচরণ ত্রিপুরা পাড়ায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮৮.		লামা উপজেলার গজালিয়া বটতলী পাড়া মসজিদ নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮৯.	সমাজকল্যাণ	লামা উপজেলার গজালিয়া বমুপাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯০.		লামা উপজেলার ৬নং রূপসী পাড়া ইউনিয়নের রূপসী পাড়া বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পাঠাগারের ভবন নির্মাণ	১৬.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পাঠাগারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে
৯১.		লামা উপজেলার ৭নং ফাইতং ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ছিওরতলী বাজার জামে মসজিদের বারান্দা সম্প্রসারণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯২.		লামা উপজেলা সদরে নয়া পাড়া জামে মসজিদ এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২১.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯৩.		লামা উপজেলার ফাসিয়াখালী ইউনিয়নের বগাইছড়ি হারগাজা কালি মন্দির নির্মাণ	১৭.৮০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯৪.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ঝুমখোলা ক্যারক পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ ও বিহারে জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ	৩৭.৫০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯৫.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার নাইক্ষ্যংছড়ি কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯৬.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ম্যারগ্যা পাড়া মহিলা সাধনা ঘর নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	নারীদের ধর্মচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৭.		রুমা উপজেলার রুমা বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সম্প্রসারণ। পরিবর্তিত নাম: রুমা উপজেলার উপজেলা পরিষদ মসজিদ নির্মাণ	৪৪.১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯৮.		থানচি উপজেলার বলিপাড়া চেয়ারম্যান পাড়ার বৌদ্ধ বিহার সম্প্রসারণ। পরিবর্তিত নাম: বান্দরবান সদর উপজেলা অভিটরিয়ামে এসি সরবরাহ ও পুর পাড়া কালি মন্দিরে উঠার সিঁড়ি নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯৯.		থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের বড় মদক ভিতর পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০০.	সমাজকল্যাণ	থানচি উপজেলার ২নং তিন্দু ইউনিয়ন এর তিন্দু ছাত্রাবাস নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে
১০১.	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান টাউন এলাকার ৩টি স্থানে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১০২.		লামা উপজেলার ফাইতং বৌদ্ধ বিহারের ফ্লোর টাইলসকরণসহ বাথরুম নির্মাণ	৮.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১০৩.		বান্দরবান সদরে বাস টার্মিনাল ভবন (বাথরুমসহ) দ্বিতলকরণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১০৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার পূর্ব বালাঘাটা মসজিদের বারেন্দা, টয়লেট ও মিনার নির্মাণ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১০৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার গ্যাজমনি পাড়া বাজার শেড নির্মাণ (২ ইউনিট টয়লেটসহ)	১৪.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১০৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের দলবুনিয়া বাঘমারা বৌদ্ধ বিহারের চতুর্পার্শ্বে ধারক দেয়াল ও মাটি ভরাটকরণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১০৭.		বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর ও লামা সদরে সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন	৮২.৮০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১০৮.		বান্দরবান সদরে কেন্দ্রীয় কবর স্থানের রাস্তা ও ধারক দেয়াল নির্মাণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১০৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার ১নং রাজবিলা ইউনিয়নের উদালবনিয়া নীচের পাড়া শ্মশানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১১০.		বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের সুয়ালক পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভাঙ্গন রোধে ধারক দেয়াল নির্মাণ	১৭.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১১১.		বান্দরবান সদর উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর বাস ভবন নির্মাণ	৫১.৭০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভবনটি নির্মিত হওয়ায় নির্বাহী প্রকৌশলীর আবাসন সমস্যা দূর হয়েছে
১১২.		বান্দরবান সদর উপজেলার রেইচা বাজারে শহীদ মিনার নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ধারণ করে শহীদ মিনারটি জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১৩.	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদরে জাদী রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	জাদীটি ভূমিধস হতে রক্ষা পেয়েছে
১১৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার ক্রাইক্ষ্যং পাড়া বৌদ্ধ বিহার রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	স্থাপনাটি ভূমিধস হতে রক্ষা পেয়েছে
১১৫.		রোয়াংছড়ি উপজেলার বান্দরবান রুমা সড়ক হতে ধুনেন্দ্রু পাড়ায় যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	৮.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১১৬.		রোয়াংছড়ি উপজেলার নতুন পাড়া ঘাটের সিঁড়ি নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১১৭.		লামা উপজেলার ফাসিয়াখালী বাজার এলাকায় শহীদ মিনার নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ধারণ করে শহীদ মিনারটি জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে
১১৮.		লামা উপজেলার লামা মাতামুহুরী কলেজের গেইটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১৮.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১১৯.		লামা উপজেলার লামা মাতামুহুরী কলেজের শহীদ মিনার নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ধারণ করে শহীদ মিনারটি জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে
১২০.		লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়নের আজিজনগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	মসজিদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে
১২১.		লামা উপজেলার লুলাইং নতুনপাড়া যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	৮.৭১	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১২২.		লামা মাতামুহুরী কলেজের কনফারেন্স রুম নির্মাণ	৫৪.৩৯	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সভা সমাবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে
১২৩.		লামা উপজেলার আজিজনগর হিন্দু মন্দিরে উঠার সিঁড়ি নির্মাণ। পরিবর্তিত নাম: লামা উপজেলার আজিজনগর দূর্গা মন্দিরের নাট মন্দির নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১২৪.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার হাজী এম.এ কালাম ডিগ্রী কলেজের শহীদ মিনার নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ধারণ করে শহীদ মিনারটি জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২৫.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বৈদ্য পাড়া মন্দিরের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১২৬.		রুমা উপজেলার রুমা সাংগু কলেজের শহীদ মিনার নির্মাণ	১০.২৪	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ধারণ করে শহীদ মিনারটি জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে
১২৭.		রুমা উপজেলার রুমা উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নির্মাণ	১০.২৪	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ধারণ করে শহীদ মিনারটি জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে
১২৮.		থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের বড় মদক বাজার নদীর ঘাট হতে বাজার পর্যন্ত আর.সি.সি সিঁড়ি নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১২৯.		থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের রেমাক্রী বাজারে উত্তর দিকে উঠার জন্য আর.সি.সি সিঁড়ি নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১৩০.	ভৌত অবকাঠামো	থানচি উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের বলিপাড়া বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার এর বাউন্ডারী ওয়াল, বিদ্যুৎতায়ন, সেফটিক ট্যাংক নির্মাণ, অফিসের আসবাবপত্র সরবরাহকরণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১৩.৫০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১৩১.		থানচি উপজেলার রেমাক্রী মালীরাম চেয়ারম্যান পাড়া হতে নদীর ঘাটে নামার জন্য সিঁড়ি নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১৩২.		বান্দরবান হিলটপ রেষ্ট হাউজ কটেজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ ও হিলটপ রেষ্ট হাউজে বজ্রপাত নিরোধক স্থাপন ও আর্থিংকরণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১৩৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার টাইগার পাড়ার বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১১.৮০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১৩৪.		থানচি উপজেলার থানচি উপজেলা পরিষদে ২টি এবং সদর হাসপাতালে ২টি ইঞ্জিন নৌকা সরবরাহকরণ	৬.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় যোগাযোগের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩৪.		লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়নের চাম্বি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে প্রজেক্টরসহ ল্যাপটপ সরবরাহকরণ	৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৮-১৯	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় যোগাযোগের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে
		†gvU=	3255.33			

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলার বাস্তবায়িত অন্যতম স্কিমসমূহের বর্ণনা (কোড নং-২২১০০১১০০)

বান্দরবান সদর উপজেলা ম্রো ছাত্রী নিবাস নির্মাণ

• **কাজের গুরুত্ব:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে বর্তমানে টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত বান্দরবান সদর উপজেলা ম্রো আবাসিক স্কুল। এ স্কুলে ম্রো ছাত্র-ছাত্রীরা ৩য় শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনা খরচে পড়াশুনা করা সুযোগ পেয়ে থাকে। উক্ত আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য ছাত্রীনিবাস নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের গুরুত্ব হচ্ছে দুর্গম এলাকায় বসবাসরত ম্রো ছাত্রীদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা। পর্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি. তারিখে ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস উদ্বোধন করেন। এ বোর্ডের বান্দরবান ইউনিট অফিসে প্রকৌশলীবৃন্দ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

• **ফলাফল:** ম্রো ছাত্রীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়ায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

• **উপকারভোগী সংখ্যা:** ৮০০ জন (প্রায়)।

• **উপকারভোগীর মতামত:** বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীরা জেলা সদরে অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এ মহতী কাজের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আলীকদম উপজেলার ২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের পাট্টাখাইয়া কৃষক সমবায় সমিতির আওতায় সেচ ড্রেন নির্মাণ

• **কাজের গুরুত্ব:** প্রত্যন্ত চৈ্যং ইউনিয়নের কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা করে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো। কৃষি নির্ভর চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকায় সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত করা লক্ষ্যে এ স্কিমটি বাস্তবায়নে গুরুত্ব অপরিসীম। বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ উক্ত সেচ ড্রেন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

• **ফলাফল:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কৃষি নির্ভর চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকায় সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। কৃষকদের কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ঘটেছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

• **উপকারভোগী সংখ্যা:** ২০০ জন (প্রায়)।

• **উপকারভোগীর মতামত:** এই সেচ ড্রেইন নির্মাণের ফলে এলাকায় কৃষি জমিতে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিধায়, প্রকল্পটি গ্রহণের জন্য পাট্টাখাইয়া কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানান।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলার বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন অন্যতম প্রকল্পসমূহের বর্ণনা (কোড নং-২২১০০০৯০০)

লামা উপজেলার রাজবাড়ী হতে ম্যারাখোলা রাস্তায় মাতামুহুরী নদীর উপর সংযোগ সড়কসহ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ (১৪০.০০ মিটার)

• **কাজের গুরুত্ব:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণে মাধ্যমে উপজেলা ও এমনকি জেলা পর্যায়ের সড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন করা লক্ষ্যে যাতায়াত খাতে গুরুত্ব অবদান রেখে যাচ্ছে। লামা উপজেলার রাজবাড়ী হতে ম্যারাখোলা রাস্তায় মাতামুহুরী নদীর উপর সংযোগ সড়কসহ পিসি গার্ডার ব্রিজ (১৪০.০০ মিটার) নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। এ সময় তাঁর সহধর্মিনী মিসেস অনামিকা ত্রিপুরা, বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ এবং বান্দরবান ইউনিট অফিসে প্রকৌশলীবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সড়কসহ এ ব্রিজটি নির্মাণে ফলে লামা পৌরসভা ও লামা সদর ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। প্রকল্প ব্যয় ৮৫০.০০ লক্ষ টাকা।

• **ফলাফল:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে লামা পৌরসভার সাথে ম্যারাখোলা (লামা সদর ইউনিয়ন) এর সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় পশ্চৎপদ জনগোষ্ঠির কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সেবা সহজে পৌঁছে যাচ্ছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্য পরিবহণ সহজতর হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।

• **উপকারভোগী সংখ্যা:** ৫০০০ জন (প্রায়)।

• **উপকারভোগীর মতামত:** ব্রিজটি নির্মিত হওয়ায় ম্যারাখোলা এলাকার জনগণ সহজে উপজেলা সদরে যাতায়াত করতে পারছে। এজন্য উপকারভোগীদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে বলে।

রুমা উপজেলার সাংগু কলেজ কমপ্লেক্স নির্মাণ

• **কাজের গুরুত্ব:** দুর্গম পাহাড়ি রুমা উপজেলায় কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা। রুমা সাঙ্গু কলেজকে ইতোমধ্যে সরকারিকরণ করা হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে এ কলেজটি স্থাপিত হওয়ার কারণে এখন অনেক ছাত্র-ছাত্রী নিজের এলাকা থেকেই পড়াশুনা করতে পারছে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীরাও কলেজ হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করার সুযোগ পাচ্ছে। বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ-হারুন-অর-রশীদ উক্ত কলেজের কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

• **ফলাফল:** রুমা সাঙ্গু কলেজ স্থাপনের ফলে স্থানীয় মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বার উচ্চ শিক্ষার উন্মোচিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের পর ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

• **উপকারভোগী সংখ্যা:** প্রায় ৬০০ জন।

• **উপকারভোগীর মতামত:** বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজমুখী হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-২২১০০০৯০০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	যোগাযোগ	৩৬টি	৫টি	৪১টি	৫টি	-	৫টি	২৫৬৫.০০	২৯৯৩.৭৫	২৯৯১.৮১	১০০%	১০০%
২.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১টি	-	১টি	-	-	-	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	৯টি	৩টি	১২টি	৪টি	-	৪টি	৬৪০.০০	৬৫৬.২৫	৬৩৯.৫৬	৯৭%	১০০%
৪.	ভৌত অবকাঠামো ও পানীয় জল	৪টি	৩টি	৭টি	১টি	-	১টি	৩৭৫.০০	৪৩০.০০	৪২৯.৬০	১০০%	১০০%
মোট=		৫০টি	১১টি	৬১টি	১০টি	-	১০টি	৩৬৫০.০০	৪১৫০.০০	৪১৩০.৯৭	৯৯.৫৪%	১০০%

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তালিকা (কোড নং-২২১০০০৯০০)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	যোগাযোগ	ইয়াংছা-তীরের ভিবা-ঈদগড়-বাইশারী -লেমুছড়ি-নাইক্ষ্যংছড়ি সড়ক নির্মাণ (৩৫.০০ কি.মি.)	২৩২০.০০	১৯৯৭	২০২০	রাস্তাটি নির্মাণের ফলে জেলা ও উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সর্বোপরি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে
২.		রোয়াংছড়ি ঘেরাও মুখ পাড়া থেকে বড়শীলা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৩.০০ কি.মি.)	২১০.০০	২০১৩	২০১৯	ঐ
৩.		লামা উপজেলার ইয়াংছা মেইন রোড হতে কাঁঠালছড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০০.০০	২০১৫	২০২১	ঐ
৪.		লামা উপজেলার রাজবাড়ী হতে ম্যারাখোলা রাস্তায় মাতামুহুরী নদীর উপর সংযোগ সড়কসহ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ (১৪০.০০ মিটার)	৮৫০.০০	২০১৬	২০২০	ঐ
৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার বীর বাহাদুর নগর এলাকায় রাস্তা নির্মাণ (২.০০ কি.মি.)	১০০.০০	২০১৭	২০১৯	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.	শিক্ষা	রুমা উপজেলারর সাংগু কলেজ কমপ্লেক্স নির্মাণ	৩০০.০০	২০১৪	২০১৯	প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির শিক্ষার আলো পৌঁছে গেছে। অত্র কলেজ নির্মাণের ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা খুব সহজে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে
৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার ব্রিগেড অফিসের সামনে বালাঘাটা চিত্রা সেন বৈদ্য পাড়া এলাকায় ছাত্রাবাস নির্মাণ	৩০০.০০	২০১৫	২০১৯	ঐ
৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ এবং হোস্টেল ভবন নির্মাণ	২০০.০০	২০১৬	২০১৯	ঐ
৯.		বান্দরবান সদরে বান্দরবান কালেক্টরেট কলেজ ভবন নির্মাণ	১০০.০০	২০১৭	২০১৯	ঐ
১০.	ভৌত অবকাঠামো ও পানীয় জল	বান্দরবান সদর উপজেলার কেন্দ্রীয় ঈদ গাঁ মাঠের চতুর্পার্শ্বে আর.সি.সি ড্রেনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ	৭০.০০	২০১৭	২০১৯	বান্দরবান সদর উপজেলার কেন্দ্রীয় ঈদ গাঁ মাঠের ড্রেন নির্মাণের ফলে বর্ষাকালের পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। এতে ঈদ গাঁ মাঠে নামাজ পড়া মুসলিদের অনেক সুবিধা বৃদ্ধিসহ বান্দরবানবাসীর বিকেলে হাঁটার/ব্যায়াম করার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
		মোট=	৪৭৫০.০০			

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিম/প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্রম.	কোড	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা	মোট বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০১১০০	৮৪ টি	১৩৫ টি	৭৭ টি	২৯৬ টি
২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০০৯০০	১২ টি	১০ টি	০৯ টি	৩১ টি

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কোড নং-২২১০০১১০০ এর ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতি (মাসভিত্তিক)

ক্রম.	অর্থ বছর	মাসের নাম	অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক
১.	২০১৮-১৯	জুলাই	৭.৩৩%	০.০০%
২.		আগস্ট	১৫%	০.০০%
৩.		সেপ্টেম্বর	১৭.০৪%	০.০০%
৪.		অক্টোবর	২৬.৯০%	০.৬০%
৫.		নভেম্বর	৩২.১৭%	৩.৯৮%
৬.		ডিসেম্বর	৩৪.০২%	১৬%
৭.		জানুয়ারি '১৮	৩৮%	১৭.৮০%
৮.		ফেব্রুয়ারি	৪৩.৫০%	২৫.০৫%
৯.		মার্চ	৪৯.১১%	৩২.৭৩%
১০.		এপ্রিল	৬০.৫৭%	৪০.৬০%
১১.		মে	৭৪.০৭%	৫২.৯০%
১২.		জুন	১০০%	১০০%

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় মাসওয়ারী ভৌত কাজের অগ্রগতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় মাসওয়ারী ভৌত কাজের অগ্রগতির লেখচিত্র

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কোড নং ২২১০০১১০০ এর আওতায়

- মোট বরাদ্দ : ৯,০০০/- লক্ষ টাকা, সংশোধিত ৯,৫০০/- লক্ষ টাকা
- মোট ব্যয় : ৯,৫০০/- লক্ষ টাকা
- মোট স্কিমের সংখ্যা (চলতি ও নতুন মিলে) : ৮৪১ টি
- মোট সমাপ্ত স্কিমের সংখ্যা : ২৯৬ টি
- ভৌত কাজের অগ্রগতি : ১০০%
- বাৎসরিক বরাদ্দ অনুপাতে ব্যয় : ১০০%

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কোড নং-২২১০০০৯০০ এর ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতি (মাসভিত্তিক)

ক্রম.	অর্থ বছর	মাসের নাম	অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক
১.	২০১৮-১৯	জুলাই' ১৮	৫.০০%	০.০০%
২.		আগস্ট	৯.৪২%	০.০০%
৩.		সেপ্টেম্বর	১৫.৩০%	০.০০%
৪.		অক্টোবর	১৯.২৪%	০.০০%
৫.		নভেম্বর	২০.২৩%	০.০০%
৬.		ডিসেম্বর	২৫.০৯%	৫.৯০%
৭.		জানুয়ারি '১৮	৩২.৯৩%	১৪.৮০%
৮.		ফেব্রুয়ারি	৩৮.৩১%	১৭.৩৬%
৯.		মার্চ	৪৩.৯৭%	২০.৮৩%
১০.		এপ্রিল	৪৯.১২%	২৬.২৬%
১১.		মে	৬৮.৭৪%	৩৯.৯৭%
১২.		জুন' ১৯	১০০%	৯৯.৩৪%

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কোড নং ২২১০০০৯০০ এর আওতায় মাসওয়ারী ভৌত অগ্রগতি

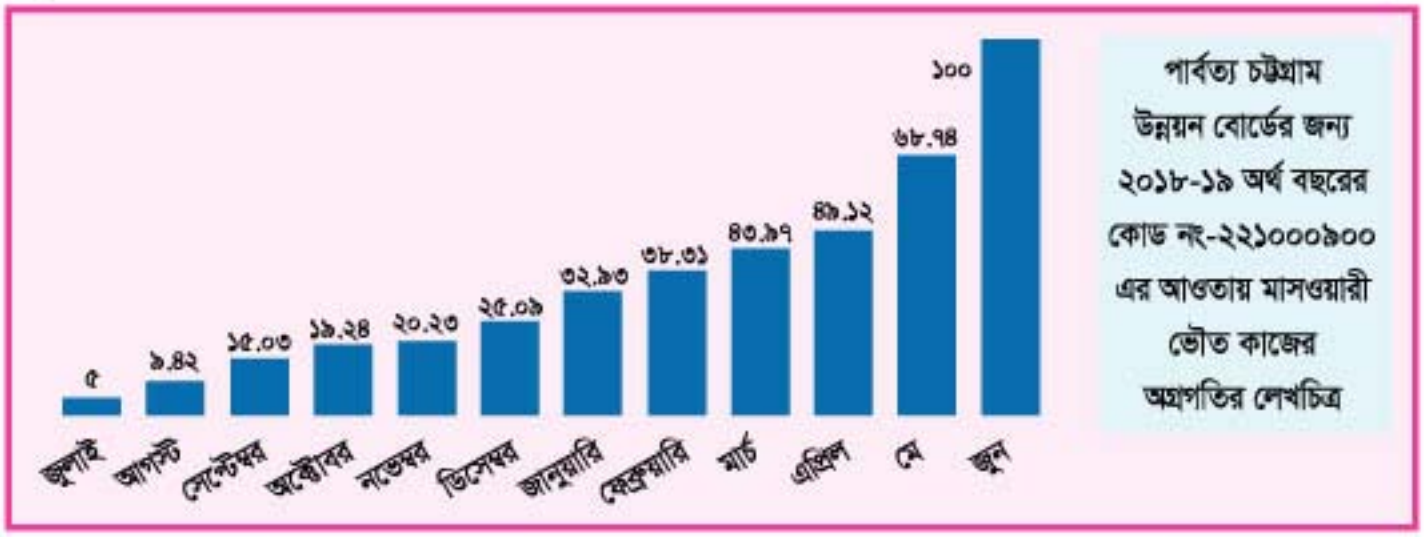

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় মাসওয়ারী ভৌত কাজের অগ্রগতির লেখচিত্র

০১৮-১৯ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায়

- মোট বরাদ্দ : ১১,০০০/- লক্ষ টাকা, সংশোধিত: ১২,৪৩০/- লক্ষ টাকা
- মোট ব্যয় : ১২,৩৪৯/- লক্ষ টাকা
- মোট স্কিমের সংখ্যা (চলতি ও নতুন মিলে) : ১৫৫ টি
- মোট সমাপ্ত স্কিমের সংখ্যা : ৩১ টি
- ভৌত কাজের অগ্রগতি : ১০০%
- বাৎসরিক বরাদ্দ অনুপাতে ব্যয় : ৯৯.৩৪%

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের তিন পার্বত্য জেলার খাতওয়ারি বাস্তবায়িত স্কিমসূহের অগ্রগতি (কোড নং-২২১০০১১০০)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন খাতে বাস্তবায়িত স্কিমসমূহের অগ্রগতি পাই চার্ট এর মাধ্যমে নিম্নে প্রদর্শন করা হলো:

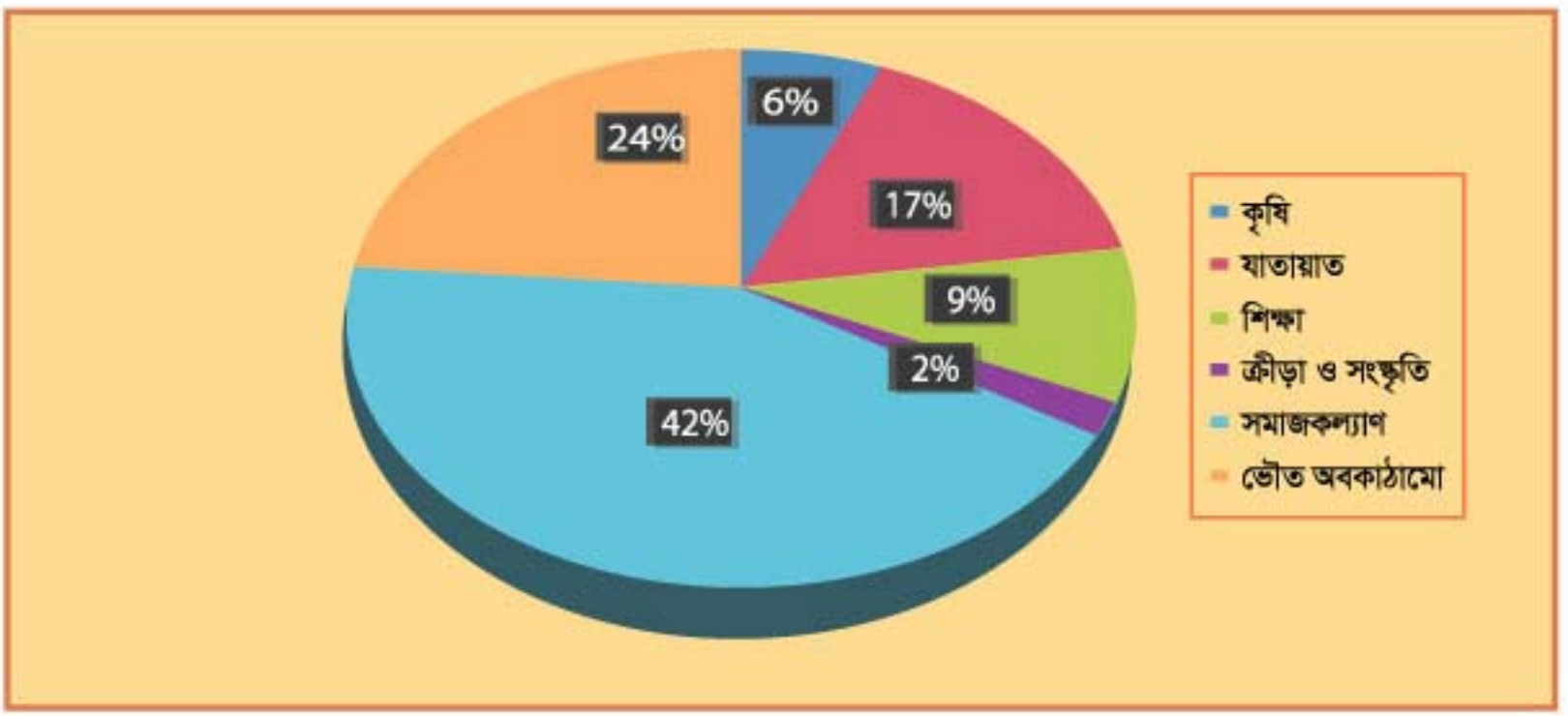

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের তিন পার্বত্য জেলার খাতওয়ারি বাস্তবায়িত প্রকল্পের অগ্রগতি (কোড নং-২২১০০০৯০০)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কোড নং ২২১০০০৯০০ এর আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন খাতে বাস্তবায়িত স্কিমসমূহের অগ্রগতি পাই চার্ট এর মাধ্যমে নিম্নে প্রদর্শন করা হলো:

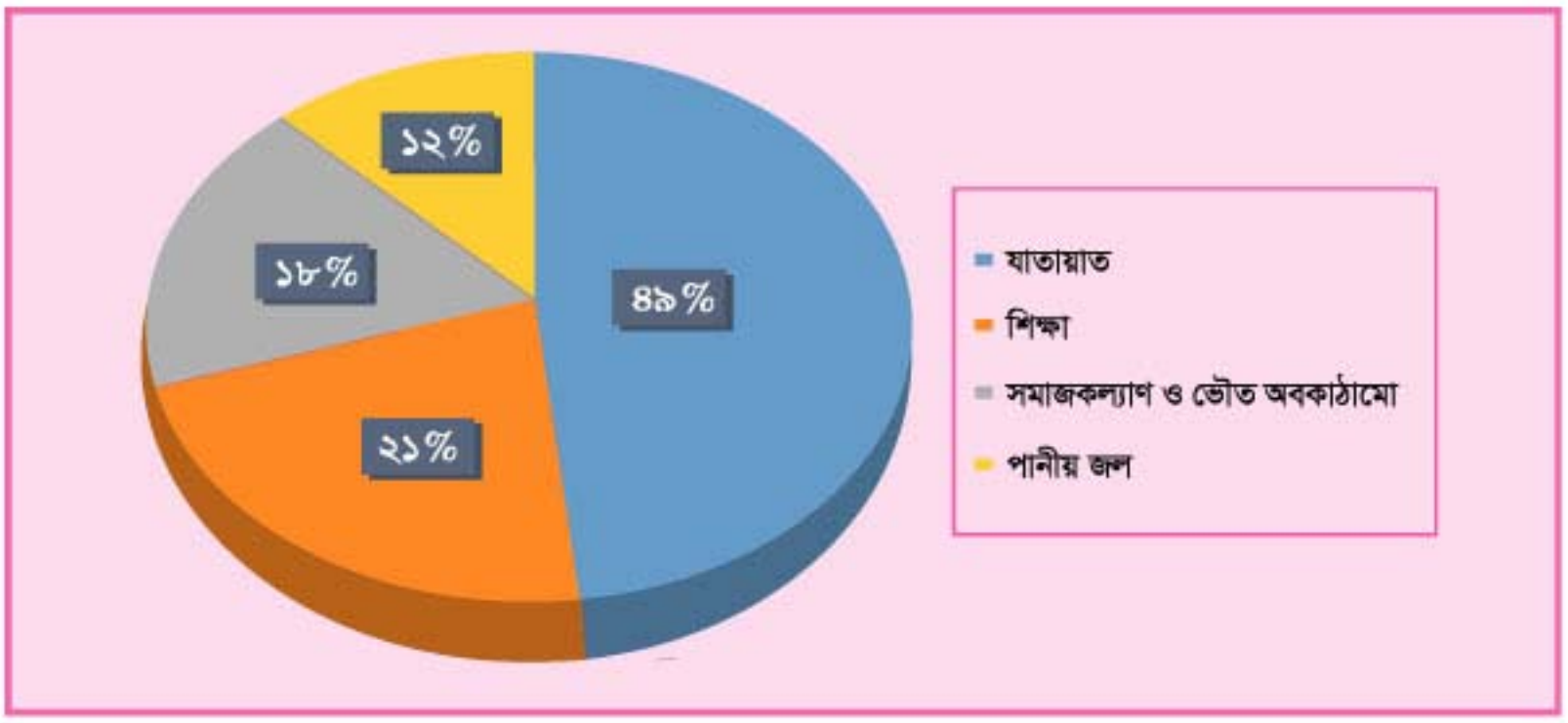

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত টেকসই সামাজিক সেবাপ্রদান প্রকল্পের কিশোর-কিশোরী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান-২০১৯

বান্দরবান পার্বত্য জেলার টেকসইসামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের কিশোর-কিশোরী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত টেকসই সামাজিক সেবাপ্রদান প্রকল্পটি সরকার এবং ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তা পরিচালিত একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূলত আকর্ষণ হচ্ছে পাড়াকেন্দ্র। এ পাড়াকেন্দ্রের যারা পড়াশুনা করেছে, বর্তমানে কিশোর-কিশোরী তাদেরকে নিয়ে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। এসময় টেকসই সামাজিক সেবাপ্রদান প্রকল্পের পরিচালক ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, জেলা পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিসেফ প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পাড়াকর্মী, সিনিয়র পাড়াকর্মী এবং কিশোর-কিশোরী উপস্থিত ছিলেন।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের কিশোর-কিশোরী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে কিশোর-কিশোরীদের একাংশ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিবরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

- প্রকল্পের শিরোনাম : "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (১ম সংশোধিত)"
- প্রকল্পের কোড নং : ২২৪০৯৬৩০০
- উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
- পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ : শিল্প ও শক্তি বিভাগ

  ১। সোলার হোম সিস্টেম ১০৮৯০ সেট

  ২। সোলার মোবাইল চার্জার ৫৮৯০ সেট

  ৩। সোলার কমিউনিটি সিস্টেম ২৮১৪ সেট
- প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : শুরুর তারিখ-জুলাই ২০১৫ খ্রি.; সমাপ্তির তারিখ-জুন ২০১৯ খ্রি.
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৭৬০৬.৩১ লক্ষ টাকা (জিওবি)
- প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙামাটি	সকল উপজেলা
	খাগড়াছড়ি	সকল উপজেলা
	বান্দরবান	সকল উপজেলা

বান্দরবান পার্বত্য জেলা উপকারভোগীদের মাঝে সোলার প্যানেল বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি। এ সময় প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়াসহ বান্দরবান পার্বত্য জেলার সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রম

বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। সদ্য সমাপ্ত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ৪৮৯৪.০০ লক্ষ টাকা। এই বছর বান্দরবান জেলায় ২০০০ সেট, রাঙ্গামাটি জেলায় ১৫৫০ সেট ও খাগড়াছড়ি জেলায় ১৪৫০ সেটসহ মোট ৫০০০ সেট ১০০ ওয়াট পিক সোলার হোম সিস্টেম তিন পার্বত্য জেলায় উপকারভোগীদের বসতবাড়িতে সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া তিন পার্বত্য জেলায় পাড়াকেন্দ্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার, হোস্টেল ও এতিমখানা/অনাথ আশ্রমে ২৩১৫ সেট ৩২০ ওয়াট পিক সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে স্থাপিত ৫৮৯০ সেট ৬৫ ওয়াট পিক সোলার হোম সিস্টেমে মোবাইল চার্জিং এর ব্যবস্থা না থাকায় এই বছর ৫৮৯০ উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে একটি করে ২০ ওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন মোবাইল চার্জার বিতরণ করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপকারভোগীদের মাঝে সোলার প্যানেল প্রকল্পের আওতায় সোলার প্যানেল ও মোবাইল চার্জার বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। এসময় বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়াসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ৫০০০ সেট সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন
- ২৩১৫ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন
- ৫৮৯০ সেট সোলার মোবইল চার্জার বিতরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপকারভোগীদের মাঝে বাঁশের চারা বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। এসময় বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব শাহীনুল ইসলাম, সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ এবং মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

- **প্রকল্পের কোড নং:** ২২৪০৯৬০০০।

- **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন" শীর্ষক প্রকল্পটি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য এলাকার নারীরা তথা সাধারণ জনগণ যাতে প্রধান বা মূল স্রোতধারার সাথে সমানভাবে এগিয়ে গিয়ে দেশের উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়মূলক কাজে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে নারীরা তাদের অবস্থান আরো গুরুত্ববহ করতে পারে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ১৩,০০০ জন উপকারভোগি নারীকে নির্বাচনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং প্রত্যেককে এক একর জমিতে বাঁশ বাগান সৃজনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

- **মেয়াদকাল:** ২০১৬ জুলাই হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত।

- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

১। পার্বত্য অঞ্চলে বাঁশ চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ও বাঁশ চাষের আওতা বৃদ্ধিকরণ;
২। বাঁশভিত্তিক রপ্তানীমুখী কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কাঁচামাল সরবরাহ বৃদ্ধি;
৩। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং
৪। বাঁশ বাগান সৃজনের মাধ্যমে মাটির ক্ষয়রোধ/পাহাড় ধ্বস/ভূমিধ্বস হ্রাস করা।

- **প্রকল্প এলাকা :** তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলা।
  ১। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা: ১০টি (রাঙ্গামাটি সদর, লংগদু, বাঘাইছড়ি, বরকল, কাপ্তাই, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, নানায়ারচর, কাউখালী, রাজস্থলী)।
  ২। বান্দরবান পার্বত্য জেলা: ৭টি (বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম, রোয়াংছড়ি, থানচি, নাইক্ষ্যংছড়ি, রুমা)।
  ৩। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা: ৯টি (খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, মাটিরাংগা, রামগড়, লক্ষীছড়ি, গুইমারা)।
- **প্রাক্কলিত ব্যয় :** ২৩৭৮.০০ (লক্ষ টাকায়)।
- **২০১৮-১৯ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয় :** বরাদ্দ-১০৫৫.০০, ব্যয়-১০৫৪.৯৫৭, অব্যয়িত অর্থ-০০.০৪৩।
- **২০১৮-১৯ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি :**
  ২০১৮-১৯ খ্রি. অর্থবছরে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ৮০০০ জন উপকারভোগীকে বাঁশচাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান (রাঙ্গামাটি-২৪৯০ জন; বান্দরবান-১৬০০ জন এবং খাগড়াছড়ি-২৯১০ জন)
- **বিবরণ :**

১। ২০১৮-১৯ খ্রি. অর্থবছরে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ৮০০০জন উপকারভোগীর মাঝে ১৭২০০০০ (সতের লক্ষ বিশ হাজার)টি বাঁশের চারা বিতরণ ;

২। ২০১৮-১৯ খ্রি. অর্থবছরে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ৮০০০ জন উপকারভোগীর মাঝে ভূমি পরিচ্ছন্নকরণ ও ভূমি উন্নয়ন বাবদ নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান ;

৩। ২০১৮-১৯ খ্রি. অর্থবছরে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ৮০০০ জন উপকারভোগীর মাঝে ০৩ (তিন) প্রকারের সার ও নেপসেক স্প্রেয়ার বিতরণ ;

৪। ২০১৮-১৯ খ্রি. অর্থবছরে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ৫০০০ জন উপকারভোগীর মাঝে খালিস্থান পূরণের জন্য প্রত্যেককে ২০টি করে ১০০০০০টি বাঁশের চারা বিতরণ।

- **উপকারভোগীর সংখ্যা :**

২০১৮-২০১৯ খ্রি. অর্থবছরে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ৮০০০ জন উপকারভোগী নির্বাচন
(রাঙ্গামাটি-২৪৯০ জন; বান্দরবান- ১৬০০জন এবং খাগড়াছড়ি-২৯১০ জন)

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঁশ প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রকল্প পরিচালক, সদস্য-বাস্তবায়ন এবং মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প

• প্রকল্পের শিরোনাম	:	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প
• প্রকল্পের কোড	:	২২৪১২০৬০০
• উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
• বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
• পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	:	কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
• প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষমাত্রা	:	মূল কার্যক্রম: *১৩০০ টি গাভীর শেড স্থাপন *১৩০০ টি গাভী বিতরণ *১৩০ টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে সহায়তা প্রদান *১৩০০ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান
• প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	ক) শুরুর তারিখ -জানুয়ারি, ২০১৮ খি. খ) সমাপ্তির তারিখ-ডিসেম্বর, ২০২০ খি.
• প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট ১২৭৯.০০; জিওবি ১২৭৯.০০
• প্রকল্প এলাকা	:	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, কাপ্তাই, নানিয়ারচর উপজেলা। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, রামগড় উপজেলা। বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম, রুমা, থানচি উপজেলা।
ক) প্রকল্প শুরুর তারিখ	:	জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি.
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি.
• ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন	:	*৪৮০ টি গাভীর শেড স্থাপন *৪৮০ টি গাভী বিতরণ *৪৮০ জন উপকারভোগী মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান *এ পর্যন্ত বিতরণকৃত সকল গাভীর নিয়মিত টিকা, কৃমিনাশক ও ভিটামিন প্রদান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপকারভোগীদের মাঝে গাভী বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম। এ সময় প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ ও নির্বাহী প্রকৌশলী, খাগড়াছড়ি জনাব মোঃ মুজিবুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। সদ্য সমাপ্ত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ প্রকল্পে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ৪০০.০০ লক্ষ টাকা। এ বছর তিন পার্বত্য জেলায় ৪৮০টি গাভী বিতরণের লক্ষ্যে ৪৮০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। যার মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলার আলীকদম, লামা, রুমা ও থানছি উপজেলায় ১৮০টি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, নানিয়ারচর, কাপ্তাই ও কাউখালী উপজেলায় ১৫০টি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, মাটিরাঙ্গা ও রামগড় উপজেলায় ১৫০টি গাভী বিতরণ করা হয়। ৪৮০ জন উপকারভোগীকে গাভী পালন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে তিন দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিগত অর্থ বছরে বিতরণকৃত ১৯০টি গাভীসহ সদ্য সমাপ্ত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪৮০টিসহ মোট ৬৭০টি গাভীকে সংশ্লিষ্ট প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের মাধ্যমে নিয়মিত ক্ষুরা, বাতলা, তড়কা ও গলাফুলা রোগের টিকা প্রদানসহ ভিটামিন ও কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প

প্রকল্পের পাড়াকেন্দ্র পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিসেফ এর সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আশির দশকে পার্বত্য এলাকায় মৌলিক সেবা কর্মসূচি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করে। পরবর্তীতে শিশু উন্নয়ন ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়:ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং কম্যুনিটি সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করে "পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" শিরোনামে মোট ২৬৯৯.৮৮ লক্ষ টাকা (জিওবি-৬৪৮.৬৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য-২০৫১.২৪ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ১৯৮৫ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৫ মেয়াদে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রথম পর্যায় প্রকল্পের সাফল্য, প্রভাব ও জন চাহিদা বিবেচনায় ১ জানুয়ারি, ১৯৯৬ থেকে ৩০ জুন, ২০১২ মেয়াদে তিন দফা সংশোধনের মাধ্যমে ২য় পর্যায় প্রকল্পটি মোট ২২৯১৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-১২০৯০.৭৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য-১০৮২৪.২৩ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়। একাধিক মূল্যায়নে প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় এবং সরকার ও ইউনিসেফ কর্তৃক স্বাক্ষরিত United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) Countrz Programme Action Plan (2012-2016) এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্তি হয়। ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে এবং ৩য় পর্যায় প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এপ্রিল, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে "পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. পাড়াকেন্দ্রের সাথে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রেফারেল সিস্টেম উন্নতকরণ;

৪. গর্ভবতী ও প্রসূতি সেবা/পরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৫. জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৬. পাড়াকর্মীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচালনার বিষয়ে সক্ষমতা তৈরি করা;

৭. নির্দিষ্ট কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিশোরীবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ) পুষ্টি :

১. তিন পার্বত্য জেলায় নারী ও শিশুদের জন্য Micro Nutrient Supplement কার্যক্রম পরিচালনা করা;

২. পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে অপুষ্টি পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি পরিচালনা করা;

৩. পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রোথ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৪. প্রত্য পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনায় প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও তত্ত্বাবধায়কের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৫. পাড়াকেন্দ্রে পুষ্টি পরিমাপক যন্ত্রপাতি ও ঔষধ সরবরাহ করা;

৬. পুষ্টি বিষয়ক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়ন করা।

ঘ) পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও হাইজিন :

১. পাড়াকেন্দ্রে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নত ধরনের WASH Facilities সৃষ্টি করা;

২. পাড়াকেন্দে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে Group Hand Washing Facilities তৈরি করা;

৩. পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও হাইজিন অভ্যাস গড়ে তোলায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

৪. কিশোরীদের পরিচালনায় পরীক্ষামূলকভাবে স্যানিমার্ট স্থাপন।

ঙ) শিক্ষা:

১. পাড়াকেন্দ্রে ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য মাতৃভাষা ভিত্তিক শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

২. পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক-শৈশব উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৩. আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকরণ;

৪. পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে Parenting Education পরিচালনা করা;

৫. পাইলট ভিত্তিতে Non- formal Second Chance Education কার্যক্রম পরিচালনা করা।

চ) শিশু সুরক্ষা:

১. শতভাগ শিশুর জন্ম নিবন্ধনের সহায়তা করা;

২. কিশোরীদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

৩. পাইলট ভিত্তিতে পাড়াকেন্দ্রে Child Friendlz Space স্থাপন;

৪. কম্যুনিটিভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৫. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কম্যুনিটির সক্ষমতা গড়ে তোল;

৬. কিশোরী ক্লাব গঠন ও পরিচালনা।

ছ) উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ :

১. পাড়াকেন্দ্রে উঠান বৈঠক, পরিবার পরিদর্শন, কম্যুনিটি সভা আয়োজন;

২. রেডিও শ্রোতা ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনা;

৩. পাপেটে শো, ইন্টার এ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার ও মোবাইল ফিল্ম শো আয়োজন;

৪. সামাজিক মানচিত্র তৈরি ও হালনাগাদকরণ;

৫. পাড়া এ্যাকশান প্লান তৈরি ও হালনাগাদকরণ।

জ) প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন :

১. পাড়াকর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষণ;
২. পাড়াকর্মীর সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ;
৩. প্রকল্প কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ;
৪. পাড়াকেন্দ্র পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ;
৫. বিভিন্ন স্তরের কমিটি সমূহের মনিটরিং সভা;
৬. বৈদেশিক শিক্ষাসফর।

ঝ) পাড়াকেন্দ্রের আবর্তক ব্যয় :

১. পাড়াকর্মী এ মাঠ সংগঠকের সম্মানী ভাতা প্রদান;
২. যুবদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়;
৩. পাড়াকেন্দ্রে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির জন্য ব্যয়;
৪. পাড়াকেন্দ্রের শিশুদের জন্য উচ্চ ক্যালরিযুক্ত বিস্কুট বিতরণ।

ঞ) আবাসিক বিদ্যালয়ের আবর্তক ব্যয় :

১. ১২০০ শিক্ষার্থীর খাদ্য সরবরাহ;
২. ১২০০ শিক্ষার্থীর পোশাক পরিচ্ছদ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ;
৩. ১৬০ জন শিক্ষক কর্মচারীর বেতন-ভাতা;
৪. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি কোর্সের উপকরণ সরবরাহ।

পাড়াকেন্দ্র-এক ছাদের নীচে সকল সামাজিক সেবা

পাড়াকেন্দ্র কম্যুনিটি কর্তৃক নির্মিত ও পরিচালিত ৩০০- ১০০০ বর্গফুটের ১টি ঘর। এটি বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

ক) এটি প্রাক-শিক্ষা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র;
খ) এটি গর্ভবতী, প্রসূতি মহিলা, অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু ও কিশোরীদের জন্যস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবাদান কেন্দ্র;
গ) পরিবার পর্যায়ে বিভিন্ন স্বল্পব্যয়ী ও টেকসই পদ্ধতির প্রদর্শন কেন্দ্র;
ঘ) পাড়ার যাবতীয় মৌলিক তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র;
ঙ) কিশোর কিশোরীদের উন্নয়ন কেন্দ্র;
চ) কম্যুনিটি প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কেন্দ্র।

পাড়াকেন্দ্রটি স্থানীয় একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা পাড়াকর্মী পরিচালনা করেন এবং ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি এ কাজে তাকে সহায়তা করে।

রাঙ্গামাটি সদরস্থ বঙ্গুকভাঙ্গা ইউনিয়নে পাড়াকেন্দ্রের শিশু শিক্ষার্থীদের সাথে বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

২০১৮-২০১৯ সালের অগ্রগতি প্রতিবেদন

- ইউনিসেফের অর্থায়নে ২৫টি মডেল পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে;
- ১০০০টি নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণে স্থান নির্বাচন;
- ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ে ১০০ জন নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি;
- ১২১টি ইউনিয়নে শিশু মেলার আয়োজন;
- ৪০০০টি পাড়াকেন্দ্রে শিশুদের জন্য উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত বিস্কুটি সরবরাহ;
- ম্যাপিং এক্সারসাইজের মাধ্যমে ৫০০০ পাড়ার সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের অবস্থান চিহ্নিতকরণ;
- ১০৬০টি পাড়াকেন্দ্র সংস্কার;
- পাড়াকেন্দ্রে ১০০টি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ;
- পাড়াকেন্দ্রে ১০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন;
- ৩৭৫৭ টি পাড়াকেন্দ্রে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস, বিজয় দিবস, জাতীয় শিশু দিবস ও মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন;
- ১৫৭৫ জন কর্মকর্তা, পাড়াকর্মী ও মাঠ সংগঠকদের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- লো পারফর্মিং ৬টি উপজেলায় শতভাগ জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করতে এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম;
- ৪০০ কাষ্টারে ৫২০টি পাড়াকেন্দ্রে ৫০,০০০ বৃক্ষরোপণ;
- ৪০০ জন মাঠ সংগঠক ও ৪০০০ জন পাড়াকর্মীকে ইউনিফরম সরবরাহ করা হয়েছে;
- পাড়াকেন্দ্রে বয়স্ক শিক্ষা চালুর নিমিত্তে সম্ভাব্যতা যাচাই;
- ৩ জেলায় ১৫০০ কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে পুর্নমিলনী অনুষ্ঠান;
- ২৬টি উপজেলার উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ;
- ৩ জেলা ও ২৬টি উপজেলায় আচরণ পরিবর্তন বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন;
- ৩০০ জন পিসিএমসি সদস্য, ৪০০ জন মাঠ সংগঠক ও ১০০ জন প্রকল্প কর্মকর্তাকে প্রাক্-সেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ;
- ১০৮টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের জন্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম সরবরাহ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

- **প্রকল্পের নাম ও কোড নং** : পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত), কোড নং- ২২৪০৯৬২০০।
- **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।
- **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- **প্রকল্পের মেয়াদ** : মূল-জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ খ্রি.।
  ১ম সংশোধিত- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ খ্রি.।
- **মোট প্রকল্প ব্যয়** : মূল-জিওবি ৩৬৮০.৮৪ (লক্ষ টাকা)
  : ১ম সংশোধিত-৬৩৫০.০০ (লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

বাংলাদেশের অন্যতম অনুন্নত এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করার পর থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে অবস্থিত তিনটি জেলা যথা-রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা বিভিন্ন উচ্চতার পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। পার্বত্য এ এলাকায় আবাদযোগ্য মাঠ ফসলী জমি আছে মাত্র মোট জমির ৫%।

সমতল জমির অভাবে এখানে ফসল আবাদ সম্প্রসারণের সুযোগ সীমিত। অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে কৃষকগণ তাদের খাদ্যের চাহিদা মিটাতে পাহাড়ের ঢালে অপরিকল্পিত চাষাবাদ করে থাকেন। এর ফলে একদিকে যেমন ভূমি ক্ষয় এবং ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। এ এলাকার জমি ফলের বাগানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকার অনেক পাহাড়ী ভূমি এখনও আবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে পার্বত্য এলাকার মোট ভূমির প্রায় ২২% উদ্যান ফসলের আওতায় আনার সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ও আবহাওয়া বিবেচনায় এখানে উদ্যান ফসল আবাদেও অনেক সুযোগ রয়েছে। দরিদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের উদ্যান ফসল আবাদে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নসহ সামগ্রিক এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় টেকসই জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে ৫,০০০ দরিদ্র কৃষক পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে ২,৫০০টি ১.৫ একরের এবং ২,৫০০টি ০.৭৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মিশ্রফল চাষ প্রকল্পের উপকারভোগীর বাগান পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

* ২৫০০টি ১.৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে ২৫০০ পরিবারের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
* ২৫০০টি ০.৭৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে ২৫০০ পরিবারের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
* উদ্যান উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৫,০০০ লোকের দক্ষতা উন্নয়ন;
* আগ্রহী ও সংশ্লিষ্ট ২৫০০ কৃষককে মিশ্র ফল বাগান সৃজনে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা;
* ৫০০ জন কৃষকের উদ্বুদ্ধকরণ সফর এবং ৫০০ জনকে উদ্যান নার্সারী ব্যবসা উন্নয়নে সহযোগিতা করা;
* ১২৫টি মার্কেট শেড নির্মাণ এবং ২৫০টি পানির উৎস উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি।

প্রকল্প এলাকা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, কাপ্তাই, নানিয়ারচর, রাজস্থলী, বিলাইছড়ি, বরকল, লংগদু, বাঘাইছড়ি, জুরাছড়ি
	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, পানছড়ি, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, গুইমারা
	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম, রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি,, নাইক্ষ্যংছড়ি
		সর্বমোট= তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলা

এ পর্যন্ত সৃজিত বাগানের সংখ্যা

জেলার নাম	বছরভিত্তিক সৃজিত বাগানের সংখ্যা								এ পর্যন্ত সৃজিত বাগানের সংখ্যা		সর্বমোট সৃজিত বাগানের সংখ্যা
	২০১৫-১৬ অর্থ বছর		২০১৫-১৬ অর্থ বছর		২০১৫-১৬ অর্থ বছর		২০১৫-১৬ অর্থ বছর				
	১.৫ একরের	০.৭৫ একরের	১.৫ একরের	০.৭৫ একরের	১.৫ একরের	০.৭৫ একরের	১.৫ একরের	০.৭৫ একরের	১.৫ একরের	০.৭৫ একরের	
বান্দরবান	৫০	২৫	৩৭৫	৩৭৫	৩০০	৩০০	১২০	১২০	৮৪৫	৮২০	১৬৪৫
খাগড়াছড়ি	৫০	২৫	৪২৫	৪২৫	২৫০	২৫০	১৭০	২৩০	৮৯৫	৯৩০	১৮২৫
রাঙ্গামাটি	০০	৫০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	১০০	১০০	৭৬০	৭৫০	১৫১০
মোট	১০০	১০০	১১৬০	১১০০	৮৫০	৮৫০	৩৯০	৪৫০	২,৫০০	২,৫০০	৫,০০০

এ পর্যন্ত কৃষকদের প্রদেয় সুবিধাদি

চারা-কলম	আম, লিচু, মাল্টা, কুল, জলপাই, আমলকি, কাজুবাদাম, জাম্বুরা, মিষ্টি তেতুল, পেঁপে, আনারস, নিম/হরিতকি/ বয়রা/, সজিনা, লেবু চারা, লটকন, ও কলম্বো লেবু। (১.৫ একরের বাগানে প্রতিজনকে মোট ১,৬৭০টি এবং ০.৭৫ একরের বাগানে প্রতিজনকে মোট ৮৩৫টি করে চারা-কলম প্রদান করা হয়)।
নেপসেক স্প্রেয়ার	প্রতিজনকে ০১টি করে
সিকেচার	প্রতিজনকে ০১টি করে
ঘাসুয়া	প্রতিজনকে ০১টি করে
কোদাল	প্রতিজনকে ০১টি করে
ট্যাবলেট সার (সিলভামিক্স ফোর্ট)	১) ১.৫ একরের বাগানে ২০ কেজি করে ০২ বছর ২) ০.৭৫ একরের বাগানে ১০ কেজি করে ০২ বছর
প্রশিক্ষণ	প্রতিজনকে ০১ দিনের প্রশিক্ষণ

উদ্যান উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের ০১ দিনের প্রশিক্ষণ

জেলার নাম	অর্থবছর				মোট
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	৭৫ জন	৭৫০ জন	৬০০ জন	২৪০ জন	১৬৬৫ জন
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	৭৫ জন	৮৫০ জন	৫০০ জন	৪০০ জন	১৮২৫ জন
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	৫০ জন	৬৬০ জন	৬০০ জন	২০০ জন	১৫১০ জন
মোট=	২০০ জন	২২৬০ জন	১৭০০ জন	৮৪০ জন	৫০০০ জন

বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদরের উপকারভোগীদের বাগান পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ

প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১.৫ একরের ৩৯০ জন এবং ০.৭৫ একরের ৪৫০জন সর্বমোট ৮৪০ জন কৃষক নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত কৃষকদেরকে নির্ধারিত সংখ্যক চারা-কলম, ট্যাবলেট সার (সিলভামিক্স ফোর্ট), কৃষি যন্ত্রপাতি, (০১টি করে সিকেচার, হাসুয়া, নেপসেক স্প্রেয়ার ও কোদাল) প্রদান করা হয়। এছাড়াও নির্বাচিত ৮৪০ জন কৃষককে উদ্যান উন্নয়নের উপর ০১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ

- প্রকল্পের নাম : রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ।
- প্রকল্পের কোড নং : ৫-৫৫০৫-৫০০৮
- প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

বিজয় নগর এলাকাটি রাঙ্গামাটি পৌর এলাকাভূক্ত হলেও কর্ণফুলি হ্রদ এলাকাটিকে শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বিজয় নগর এলাকার লোকসংখ্যা প্রায় ১,২০০ জন। নিজস্ব অর্থায়নে কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি ব্রীজ দিয়ে মূল শহরের বাজার, স্কুল, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সুবিধাদি সরবরাহের জন্য একমাত্র যোগাযেগের মাধ্যম। সেতুটি নির্মিত হলে জেলা সদরের সকল সুবিধা ও সেবা এই বিচ্ছিন্ন জনপদে সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পুনর্বাসন গ্রামে সেতুটি নির্মিত হলে পুনর্বাসন পাড়ার ৫০০ পরিবারের সাথে চাইংখ্যং পাড়া, উপর নারাইছড়ি, নীচ নারাইছড়ির সংযোগ স্থাপিত হবে। বাজার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্কুলগুলোর মধ্যে যাতায়াত সহজতর হবে। রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া (নাইক্ষ্যছড়া)-নারানগিরি বড়পাড়া রাস্তাটি রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের নাইক্ষ্যছড়ার সাথে কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের চাইক্ষ্যং পাড়া, উপর নারাইছড়ি, নীচ নারইছড়ি, পুনর্বাসন পাড়া গবছড়া হয়ে নারানগিরি বড় পাড়ার সাথে পায়ে হাঁটা মেঠো পথ। শুষ্ক মৌসুম ছাড়া বর্ষা মৌসুমে রাস্তাটি সম্পূর্ণভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। রাঙ্গামাটি জেলায় বাঙ্গালহালিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র। রাস্তাটি নির্মাণের ফলে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষি পণ্য যথা- সরিষা, কাঁঠাল, কলা, লিচু, পেঁপে, আনারস, লেবু, আদা, হলুদ, কাঁচা মরিচ, পেয়ারা, কমলা ইত্যাদি বিপণনের জন্য আনা সহজতর হবে। রাস্তাটি নির্মাণের ফলে বাঘাইছড়ি উপজেলার খেদারমারা ইউনিয়নের দুরছড়ি বাজার হতে রাঙ্গা দুরছড়ি পাড়া, বান্দরতলা পাড়া, চদকীছড়া পাড়া, উত্তর উল্টাছড়ি, লেমুছড়ি ও খাগড়াছড়ি পাড়া হয়ে লংগদু উপজেলার আটরকছড়া ইউনিয়নের উল্টাছড়ি এবং চন্দ্রিচরণ এলাকার সংযোগ ঘটাবে। বাঘাইছড়ি উপজেলার খেদারমারা ইউনিয়নের লোকসংখ্যা ১১,৫৪১ জন। এলাকার কৃষি পণ্য যথা- সরিষা, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আদা, হলুদ, লেবু আনা সহজতর হবে।

- মেয়াদকাল : জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন, ২০২০ খ্রি.
- প্রকল্প এলাকা : রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, রাজস্থলী ও বাঘাইছড়ি উপজেলা।
- প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা।
- ২০১৮-১৯ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয় : ১২১০.০০ লক্ষ টাকা।
- ২০১৮-১৯ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি : ৪.০০ কি.মি. রাস্তার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংযোগ সড়ক নির্মাণ

- **প্রকল্পের নাম** : পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংযোগ সড়ক নির্মাণ।
- **প্রকল্পের কোড নং** : ৫-৫৫০৫-৫০০৫
- **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা** :

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দিঘীনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নের মোট আয়তন ৪৬.৬২ বর্গ কিলোমিটার। মোট পাড়া/গ্রামের সংখ্যা ৫০ এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২০,৩৮৫ জন। ইউনিয়নের ৫০ টি গ্রামের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত হাচিনশনপুর, তারাবুনিয়া, ডলুছড়ি, সাধনমণি কার্বারী পাড়া, বীর মোহন কার্বারী পাড়া, পাকুজ্যছড়ি, লক্ষ্মী কুমার কার্বারী পাড়া এবং উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত কৃপাপুর, শিববাড়ী, দজর পাড়া, গোপাজয় কার্বারী পাড়া, বেরেইয়া কার্বারী পাড়া এবং বামে কবাখালী এই ১৩টি গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৩,৯১০ জন। দিঘীনালা সদর হতে এ গ্রামগুলোর দূরত্ব প্রায় ৭ থেকে ১৪ কিলোমিটার। এসব গ্রামে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম পায়ে হাটার মেঠো পথ। বর্ষা মৌসুমে এসব মাটির রাস্তা কাদায় ভরে যায়। যাতায়াত দুঃসহ হয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রীরা সময়মত স্কুলে উপস্থিত হতে পারেনা। অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবি। এখানে ধান, ভূট্টা, ইক্ষু, কলা, পেঁপে, লেবু, পেঁয়ারা, জাম্বুরা, আনারস এবং অন্যান্য উদ্যান ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে এসব পণ্য চাঁদের গাড়ীতে (স্থানীয়ভাবে পরিচিত) করে স্থানীয় বাজারে পরিবহন করা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে রাস্তা কর্দমাক্ত হওয়ায় গাড়ীতে পরিবহন মোটেই সম্ভব নয়। একইভাবে মানিকছড়ি উপজেলার টিনটহরী ইউনিয়নের বড়ভলু, ডেপুয়া এবং তিনটহরী গ্রামের চিত্রও উপরে বর্ণিত ১৩টি গ্রামের অনুরূপ। এই ০৩টি গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ১,০০০ জন।

- **মেয়াদকাল** : জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন, ২০১৯ খ্রি.
- **প্রকল্প এলাকা** : খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা ও মানিকছড়ি উপজেলা।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়** : ২৮৪৩.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৮-১৯ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়** : ৩১০.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৮-১৯ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি** : ৬.০০ কি.মি. রাস্তার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের একাংশ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী পর্যন্ত মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ

- **প্রকল্পের নাম** : পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী পর্যন্ত মাষ্টার ড্রেন নির্মাণ।
- **প্রকল্পের কোড নং** : ৫-৫৫০৫-৫০০৬।
- **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা** :

খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার আয়তন ১৩.০৫ বর্গকিলোমিটার। এটি ০৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। লোকসংখ্যা প্রায় ৪৭,২৭৮ জন। পৌর এলাকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এলাকা মূলতঃ নীচু কৃষি জমি। কিন্তু শহরে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপের কারণে নগরায়ন এই নীচু ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে চেঙ্গী নদী। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার দক্ষিণ-পূর্বাংশের অধিকাংশ এলাকা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এলাকা পানির নীচে তলিয়ে যায়। জনজীবন হয়ে পড়ে বিপন্ন। শহরের বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন মূলতঃ রাঙ্গাপানি ছড়ার উপর নির্ভরশীল। এই ছড়াটি শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চেঙ্গী নদীতে পতিত হয়েছে। কিন্তু এই একটি ছড়া দিয়ে পুরো শহরের পানির চাপ সামাল দেয়া সম্ভব নয়। মূল খালের উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য ১৯৭৮ সনে তৎকালীন সরকারের খাল খনন কর্মসূচীর আওতায় মূল খালের একটি শাখা শহরের অন্য দিক দিয়ে বটতলী পর্যন্ত প্রবাহিত করা হয়। কিন্তু খালটি সংকীর্ণ হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে বর্ষার পানি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করা সম্ভব হয় না। ফলে বন্যা দেখা দেয়। সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনা পানির নীচে তলিয়ে যায়। অপর পক্ষে খালটি মাটির নির্মিত হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে পানির প্রবল স্রোতে এর পাড় ভেঙ্গে যায়। মাটি ধ্বসে এবং ময়লা আবর্জনা খালের পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং পানি নিষ্কাশনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

- **মেয়াদকাল** : জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন, ২০১৯ খ্রি.।
- **প্রকল্প এলাকা** : খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়** : ২২৭৩.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৮-১৯ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়** : ২৭৩.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৮-১৯ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি** : ২০১৯ ফুট দীর্ঘ ড্রেনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** : পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকরণ।

খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী পর্যন্ত মাষ্টার ড্রেন নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। এসময় বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী, খাগড়াছড়ি জনাব মোঃ মুজিবুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ

- প্রকল্পের নাম : খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ।
- প্রকল্পের কোড নং : ৫-৫৫০৫-৫০১১।
- প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ২,৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ৬,১৩,৯১৭ জন। অন্য দু'টি পার্বত্য জেলার তুলনায় এ জেলায় লোকসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। জেলায় মোট উপজেলা সংখ্যা ০৯টি এবং ইউনিয়ন সংখ্যা ৩৪টি। উপজেলা সদর এবং তদসংলগ্ন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি উন্নত হলেও প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। এই অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছানো কষ্টকর। কৃষক স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এসব এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত।

- মেয়াদকাল : জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. হতে জুন, ২০২০ খ্রি.।
- প্রকল্প এলাকা : খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলা, মহালছড়ি উপজেলা, গুইমারা উপজেলা ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা।
- প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৫৯০.১৭ লক্ষ টাকা।
- ২০১৮-১৯ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয় : ২৭৬৮.০০ লক্ষ টাকা।
- ২০১৮-১৯ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি : ১২.০০ কি.মি. রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বেলছড়ি ব্রীজ হতে আলী হোসেন মেম্বার পাড়া হয়ে মনু মেম্বার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন পরিকল্পনা কমিশনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এ সময় বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ এবং নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মুজিবুল আলম। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. তারিখে এ সড়ক নির্মাণ কাজ শুভ উদ্বোধন করেন।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ (প্রকল্প কোড নং ২২৪০৯৫৬০০) শীর্ষক প্রকল্প

- **বিবরণ :**

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ৪,৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। এখানে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। জেলার মোট আয়তনের ৯০% এলাকায় জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। দেশের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলোর অধিকাংশই এ জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম। ফলে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা ও সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানো অত্যন্ত কষ্টকর। অপরপক্ষে এটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল আধার। এখানে পর্যটন শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :**

বান্দরবান জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ৪,৪৬৬টি পরিবার-এর সাথে উপজেলা সদর দপ্তরের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ঘটানো। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মানোন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে বান্দরবান পার্বত্য জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

- **মেয়াদকাল :** জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন, ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত ।
- **প্রাক্কলিত ব্যয় :** ৪৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৬-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় :** ৩৩৬০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭০% ।
- **২০১৮-১৯ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয় :** ১০১৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ১০১৮.০০ লক্ষ টাকা।
- **উপকারভোগী সংখ্যা :** প্রায় ৪,৪৬৬টি পরিবার।
- **গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা :** বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম।
- **বাস্তবায়ন অগ্রগতি :**

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অধীনে ৮.০০ কি.মি. এইচবিবি সড়ক ও প্রায় ৯৫.০০ মিটার সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিগত ০৪/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে এ প্রকল্পের আওতাধীন বান্দরবান সদর উপজেলার ছাউপাড়ায় শিলক খালের উপর ৬০.০০মিটার দীর্ঘ আর.সি.সি সেতুর উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি মহোদয়।

এ প্রকল্পের অধীনে বান্দরবান সদর উপজেলার ছাউপাড়া শিলক খালের উপর আর.সি.সি. গার্ডার ব্রীজ এর শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (প্রকল্প কোড নং-২২৪০৯৫৮০০) প্রকল্প

- **বিবরণ** :

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে বান্দরবান অন্যতম। এর মোট আয়তন ৪,৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। এখানে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠির পাশাপাশি ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। এ জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে এখানে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক দেশী-বিদেশী পর্যটকের সমাগম ঘটে। কিন্তু দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে এ এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিম্নতর পর্যায়ে। সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছার প্রায় দুরূহ ব্যাপার। সে প্রেক্ষিতে উক্ত জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** :

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো-বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ৫২৮০ পরিবারের জীবন-মান উন্নয়ন।

- **মেয়াদকাল** : অক্টোবর, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন, ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়** : ৪৮৯৮.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৬-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়** : ৩৫৯৫.০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৫% ।
- **২০১৮-১৯ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়** : ১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা।
- **উপকারভোগী সংখ্যা** : প্রায় ৫,২৮০ পরিবার।
- **গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা** : বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়ত অপরীসীম।
- **বাস্তবায়ন অগ্রগতি** :

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অধীনে ৮.০০ কি.মি. এইচ.বি.বি সড়ক ও প্রায় ৯৫.০০ মিটার সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিগত ০৪/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে এ প্রকল্পের আওতাধীন বান্দরবান সদর উপজেলার ছাউপাড়ায় শিলক খালের উপর ৬০.০০ মিটার দীর্ঘ আর.সি.সি সেতুর উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি।

এ প্রকল্পের অধীনে থানচি সদর ইউনিয়নের থানচি নিচে ডুকলু ঝিড়িতে আর.সি.সি. গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ। এ সময় প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: আব্দুল আজিজ উপস্থিত ছিলেন।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (কোড নং-২২৪২৪৬৬০০) প্রকল্প

- **বিবরণ** :

রোয়াংছড়ি ও রুমা বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত এ দুটি উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। এ দুই উপজেলার জনসংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। এখানে বাঙ্গালিসহ ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও জাতিসত্তার বসবাস। দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা কারণে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই পশ্চাৎপদ। সরকারি ও বেসরকারি সেবাসমূহ এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুরূহ। ভৌগোলিকভাবে দুর্গম এই উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** :

রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন ঘটিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো।

- **মেয়াদকাল** : অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি. হতে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়** : ৪৭৯০.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৮-১৯ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়** : ৬০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ৬০০.০০ লক্ষ টাকা।
- **উপকারভোগী সংখ্যা** : প্রায় ৫০০ পরিবার।
- **গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা** : বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়ত অপরিসীম।
- **বাস্তবায়ন অগ্রগতি** : ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুসারে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%। বর্তমানে ৬.০০ কি.মি।

উক্ত প্রকল্পের অধীনে বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, এ সময় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প

- প্রকল্পের নাম ও কোড নং : পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প, কোড নং-২২৪২৫২২০০।
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।
- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- প্রকল্পের মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ খ্রি.।
- মোট প্রকল্প ব্যয় : মূল-জিওবি ৩৪৮৭.২৫ (লক্ষ টাকা)
- প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি :

বাঙালির ভোজন বিলাসিতার পৃথিবীজুড়ে খ্যাতি রয়েছে। আর ভোজন বিলাসিতায় নানাবিধ মসলার সমন্বয়ে রন্ধনশৈলীর উপস্থাপনা যে কোন মানুষের মন জয় করে নিতে এতটুকু সময় লাগে না। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রসিয়ান লোকেরা যে হারে মসলার ব্যবহার করে থাকে বিশ্বের অন্যান্য দেশে তা লক্ষণীয় নয়। আর খাবারকে রুচিশীল ও মুখরোচক করতে মসলার বিকল্প হয় না।

বাংলাদেশের অন্যতম অনুন্নত এলাকা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত তিনটি জেলা, যথা-রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা বিভিন্ন উচ্চতার পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। পার্বত্য এ এলাকায় আবাদযোগ্য মাঠ ফসলী জমি আছে মাত্র মোট জমির ৫%। সমতল জমির অভাবে এখানে ফসল আবাদ সম্প্রসারণের সুযোগ খুবই সীমিত। অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারনে কৃষকগণ তাদের খাদ্যের চাহিদা মিটাতে পাহাড়ের ঢালে অপরিকল্পিত চাষাবাদ করে থাকেন। এর ফলে একদিকে যেমন ভূমি ক্ষয় এবং ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। এ এলাকার জমি মসলা জাতীয় ফসল ফলের বাগানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকার অনেক পাহাড়ী ভূমি এখনও আবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্পের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উপকারভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ও সবজি বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

বর্তমানে পার্বত্য এলাকার মোট ভূমির প্রায় ২২% উদ্যান ফসলের আওতায় আনার সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ও আবহাওয়া বিবেচনায় এখানে উদ্যান ও মসলা জাতীয় ফসল আবাদের অনেক সুযোগ রয়েছে। দরিদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের উদ্যান এবং মসলা জাতীয় ফসল আবাদে সম্পৃক্ত করা সবচাইতে ভাল বিকল্প। এগ্রোফরেস্ট্রি কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র লোকদের পুনর্বাসন একটি যথাযথ ও পরিক্ষীত উপায় এবং আর ও সম্প্রসারণ উপযোগী।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উচ্চ ভূমির বিরাট এলাকা উন্নত জাতের উচ্চ মূল্যেও মসলা ফসলাদি যেমন-আলুবোখরা, দারুচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ, বকফুল, জলপাই, পেঁপে, ধনিয়া, বিলাতি ধনিয়া ইত্যাদি চাষাবাদ করে দেশের চাহিদা পূরণ করা যাবে। এসব ফসলের আবাদের ফলে কৃষকগণ লাভবান হবেন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। পাহাড়ের বিস্তীর্ন এলাকায় কোন জলাবদ্ধতা থাকে না। ফলে এখানে স্থায়ী মসলা বা ফসলের বাগান করার সুযোগ রয়েছে। মসলার বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াজাত কারখানা করলে সুলভে কাঁচামাল পাওয়া যাবে এবং তা লাভজনক হবে। পাশা-পাশি বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত তুলনামুলক দুর্গম স্থানে উচ্চ মূল্যের ও কম ওজনদার মসলা ফসল যেমন-ঢালু স্থানে আলুবোখরা, দারুচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ, জুম মরিচ প্রভৃতি ফসল এবং সমতল স্থানে মৌরি, মেথি মরিচ, নাগা মরিচ, কালজিরা ইত্যাদি মসলা ফসল চাষাবাদের সুযোগ রয়েছে। এসব ফসল কম ওজনদার, দীর্ঘদিন সংরক্ষণযোগ্য ও মূল্যবান হওয়ায় কৃষকগণ নিজ ঘরে তা সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সময়ে সহজে দূরের বাজারে নিয়ে বিক্রি করে অধিক অর্থ পেতে পারে। এসব ফসলের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে গ্রামীন মহিলাদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এসব ফসলের মধ্যে দারুচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ, আলুবোখরা, জুমমরিচ প্রভৃতি এবং নরম বাকল বিশিষ্ট বৃক্ষাদি (আম, কাঠাল, সজিনা, বকফুল, মাদার, জিকা) থাকা সাপেক্ষে গোল মরিচ এর আবাদ ও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নসহ সামগ্রিক এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ" শীর্ষক প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিকরণ এবং দারিদ্র হ্রাসকরণ;
খ) উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং পুষ্টি, পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতিসাধন ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি;
গ) পার্বত্যাঞ্চলে মসলার উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
ঘ) মসলার আমদানী হ্রাসকরণ এবং মানসম্পন্ন মসলা উৎপন্ন করে দেশীয় চাহিদা পূরণ।

- **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

ক) ২৬০০টি উচ্চ মূল্যেও মসলা বাগান সৃজন;
খ) ২৬০০টি জৈব সারের পিট তৈরিকরণ;
গ) ২৬০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

- **প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন :**

বছরভিত্তিক জিওবি অর্থের চাহিদা (লক্ষ টাকায়)			অর্থের উৎস
অর্থ বছর	জিওবি	মোট	
২০১৮-১৯	৭০০.০০	৭০০.০০	এডিপি/আরএডিপি
২০১৯-২০	১৩৬৩.২৫	১৩৬৩.২৫	
২০২০-২১	১৪২৪.০০	১৪২৪.০০	
	সর্বমোট	৩৪৮৭.২৫	

- **প্রকল্প এলাকা :**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, কাপ্তাই, নানিয়ারচর, রাজস্থলী, বিলাইছড়ি, বরকল, লংগদু, বাঘাইছড়ি, জুরাছড়ি
	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, পানছড়ি, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, গুইমারা
	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম, রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি,, নাইক্ষ্যংছড়ি
		সর্বমোট= তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলা

- **২০১৮-১৯ সালের জেলাভিত্তিক কৃষক:**

জেলার নাম	কৃষকের সংখ্যা	মন্তব্য
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	২৬০ জন	
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	২৬০ জন	
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	২৮০ জন	
সর্বমোট	৮০০ জন	

- **নির্বাচিত কৃষকদের প্রদেয় সুবিধাদি :**

চারা-কলম	আলুবোখরা-৬০টি, দারুচিনি-৪০০টি, তেজপাতা-৪০টি, গোলমরিচ-২৫টি, বকফুল-৫০টি, জলপাই-৫০টি, পেঁপে-১০০টি, পেয়ারা-৫০টিসহ সর্বমোট ৭৭৫টি
নেপসেক স্প্রেয়ার	প্রতিজনকে ০১টি করে
সিকেচার	প্রতিজনকে ০১টি করে
ঘাসুয়া	প্রতিজনকে ০১টি করে
কোদাল	প্রতিজনকে ০১টি করে
ট্যাবলেট সার (সিলভামিক্স ফোর্ট)	প্রতিজনকে ১০ কেজি করে ০২ বছর
প্রশিক্ষণ	প্রতিজনকে ০১ দিনের প্রশিক্ষণ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উপকারভোগীদের মাঝে মসলা চারা ও সবজি বীজ বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। এসময় বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানসহ সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ, এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

- **২০১৮-১৯ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ:**

প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ২৬০ জন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ২৬০ জন এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২৮০ জন সর্বমোট ৮০০ জন কৃষক নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত ৮০০ জন কৃষককে বিভিন্ন প্রজাতির মসলা উৎপাদনের উপর ০১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও নির্বাচিত কৃষকদেরকে নির্ধারিত সংখ্যক বিভিন্ন প্রজাতির মসলার চারা, ট্যাবলেট সার (সিলভামিক্স ফোর্ট), কৃষি যন্ত্রপাতি, (০১টি করে সিকেচার, হাসুয়া, নেপসেক স্প্রেয়ার ও কোদাল) প্রদান করা হয়।

বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক-সামা সড়কের টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ফুলতলী বাজার হয়ে টিনি পাড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প

- **বিবরণ** :

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ৪,৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। এখানে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠির পাশাপাশি ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির বসবাস। জেলার মোট আয়তনের ৯০% এলাকায় জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। দেশের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলোর অধিকাংশই এ জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম। ফলে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা ও সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানো অত্যন্ত কষ্টকর। অপরপক্ষে এটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল আধার। এখানে পর্যটন শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়ন এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** :

উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ এবং এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেরসুযোগ সৃষ্টি করা।

- **মেয়াদকাল** : জুলাই, ২০১৭ খ্রি. হতে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়** : ১০০০.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৬-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়** : ১১০.০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৫% ।
- **২০১৮-১৯ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়** : ৬০.০০ লক্ষ টাকা এবং ৬০.০০ লক্ষ টাকা।
- **উপকারভোগী সংখ্যা** : প্রায় ৪০০টি পরিবার।
- **গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা** : বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম।
- **বাস্তবায়ন অগ্রগতি** :

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%। এ অর্থ বছরের সড়কটির মাটিকাটা সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ০.৫০ কি.মি. এইচ.বি.বি সড়ক, ০২টি কালভার্টসহ বিভিন্ন অংশে নির্মাণ প্রতিরোধক কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ প্রকল্প

- **প্রকল্পের শিরোনাম** : পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ প্রকল্প।
- **প্রকল্পের কোড নম্বর** : ২২১০০০৯০০
- **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা** : মূল কার্যক্রম-
  ১) ৩০০ জন শিক্ষিত যুবক-যুবতীকে কম্পিউটার বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ;
  ২) বাছাইকৃত ১০০ জনকে উচ্চতর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ;
  ৩) বাছাইকৃত ১০০ জনকে আউটসোর্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
- **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল** : ক) শুরুর তারিখ : জুলাই, ২০১৭ খি.।
  খ) সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২০ খ্রি.।
- **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)** : মোট : ১৮২.০০ (জিওবি)।
- **প্রকল্প এলাকা** :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১	২	৩
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	সকল উপজেলা
	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	সকল উপজেলা
	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	সকল উপজেলা

আইসিটি প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

- **২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রম** :

বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। সদ্য সমাপ্ত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ প্রকল্পে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ১০০.০০ লক্ষ টাকা। এ বছর তিন পার্বত্য জেলার ১ম ব্যাচে ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে কম্পিউটার বিষয়ে ০৬(ছয়) মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে এবং ২য় ব্যাচে ১৫০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। মৌলিক প্রশিক্ষণের মধ্যে এমএস অফিস (এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, এমএস এক্সেস ও এমএস পাওয়ার পয়েন্ট), ফটোশপ, গ্রাফিক্স, ইল্যাস্ট্রেটর, ইন্টারনেট এন্ড ই-মেইল, সফ্টওয়্যার ইনস্টল্যাশন ও হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবলসুটিং মেইনটেইন্যান্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ কর্মসূচীর মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প-২য় পর্যায়

- **প্রকল্পের কোড নং** : ২২১০০৯০০
- **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা** :

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাঠ ফসলের জায়গা খুবই সীমিত। পক্ষান্তরে উদ্যান ফসলের আবাদ সম্প্রসারণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে কারণ পার্বত্য এলাকায় উচুভূমি ফল চাষের জন্য পাহাড়ে এখনও অনেক উচুভূমি পতিত অবস্থায় রয়েছে। এই পতিত ভূমি ফল চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে একদিকে যেমন দেশের ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে স্থায়ী চাষাবাদের কারণে ভূমিক্ষয় রোধ হবে।

- **মেয়াদকাল** : ক) মূল: জুলাই, ২০০৮ খ্রি. হতে জুন, ২০১৬ খ্রি: পর্যন্ত।
  খ) জুলাই, ২০০৮ খ্রি. হতে জুন, ২০২০ খ্রি.।
- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** :

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

২) কমলা ও মিশ্র ফলের বাগান সৃজনের মাধ্যমে ১২৫০টি পরিবারকে স্বাবলম্বী করা;

৩) প্রচলিত জুম চাষের বিকল্প হিসাবে পাহাড়ী ভূমিতে স্থায়ী ফল বাগান সৃজন করা।

- **প্রকল্প এলাকা:** : জেলা-রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। উপজেলা-২৬ টি।
- **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)** : ক) মূল: ৫৪০.৩২৪ লক্ষ টাকা
  খ) সংশোধিত: ৯৫০.১৪ লক্ষ টাকা।
- **২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়** : ৬০.০০ লক্ষ টাকা ও ব্যয় - ৫৯.৫৪ লক্ষ টাকা।
- **উপকারভোগী সংখ্যা** : রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলা সর্বমোট ৮০ পরিবার।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের গৃহীত ও কাজের অগ্রগতির বিবরণ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলা সর্বমোট ৮০ পরিবার নির্বাচন করার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। নির্বাচিত ৮০ জন কৃষককে বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মিশ্র ফলজ চারা, কলম, প্রয়োজনমত ট্যাবলেট সার (সিলভামিক্স-ফোর্ট) ও প্রতিজনকে কৃষি উপকরণ (০১টি করে সিকেচার, ০১ টি করে হাসুয়া এবং ০১ টি করে নেকসেপ স্প্রেয়ার) প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৮০ জন কৃষককে ইতোমধ্যে উদ্যান উন্নয়নের উপর এক দিনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপকারভোগীদের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প

- **প্রকল্পের নাম** : রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপকারভোগীদের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প।
- **প্রকল্পের কোড নং** : ২২১০০০৯০০
- **মেয়াদকাল** : জুলাই, ২০১৭ খ্রি. হতে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।

রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপকারভোগীদের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রাবার চারা রোপন কাজের স্থান পরিদর্শন করেন এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের গৃহীত ও কাজের অগ্রগতির বিবরণ

১) ১৬০ পরিবার উপকারভোগীদের মাঝে ৬৪০ একর রাবার বাগান সৃজন;

২) মাটির উর্বরতা ও চারা বৃদ্ধির জন্য রাবার বাগান সৃজনের জন্য ৫.২৫ টন ইউরিয়া, ৩.৫০ টন টিএসপি, ১.৭৫ টন এমওপি সার ব্যবহার করা হয়েছে;

৩) রাবার কষ সংগ্রহের জন্য উপকারভোগীদের মাঝে টেপিং সামগ্রী ৫০,০০০টি কাপ, ১০০টি বালতি, ১৬৪ টি টেপিং নাইফ, ১,০০০০০টি স্পাউটি ও ১,০০০ লিটার ফরমিক এসিড বিতরণ।

পাঁচ বছরের সম্পাদিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপ (২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর আওতায় বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় ২০১৪-১৯ খ্রি. পর্যন্ত সম্পাদিত খাতভিত্তিক প্রকল্প/স্কীমের তথ্যাদি

ক্রম.	অর্থ বছর	খাত	সম্পাদিত প্রকল্প/ স্কীমের সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	২০১৪-২০১৫	কৃষি, সেচ ও পানীয়জল	০৫	৮৭.৩০
		যাতায়াত	৫৬	১৪৯৫.৭৭
		শিক্ষা	২৫	৫২৫.১৬
		সমাজকল্যাণ	৭০	১২৯৪.০৩
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০২	১৫.৭৪
		ভৌত অবকাঠামো	৪৭	৮৪৮.৬২
		উপমোট	২০৫	৪,২৬৬.৬২
২.	২০১৫-২০১৬	কৃষি, সেচ ও পানীয়জল	০৬	৭৯.০০
		যাতায়াত	৮০	২১৭৪.৬৫
		শিক্ষা	৫৬	১২৪৯.৬৬
		সমাজকল্যাণ	১৪১	২৬৩৬.৬৪
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০৪	৬০.৩৯
		ভৌত অবকাঠামো	৯৮	১৮৯৯.৬৮
		উপমোট	৩৮৫	৮১০০.০২
৩.	২০১৬-২০১৭	কৃষি, সেচ ও পানীয়জল	৩৪	৩৯১.২৫
		যাতায়াত	৮২	২৪৬৯.৯৭
		শিক্ষা	৫২	১২৫৪.৫২
		সমাজকল্যাণ	৯৫	১৮৩০.৪৯
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০২	৩০.১৪
		ভৌত অবকাঠামো	৯২	১৭৮১.৪৯
		উপমোট	৩৫৭	৭৭৫৭.৮৬
৪.	২০১৭-২০১৮	যাতায়াত	১৩৬	২২৯৪.৩০
		কৃষি	১৯	২৪০.৫০
		শিক্ষা	৬৭	১৬৮৭.৫৬
		সমাজকল্যাণ	১৩৮	২৭৬৪.১৫
		ভৌত অবকাঠামো	১২১	২৪৩৬.২৫
		পানীয় জল সরবরাহ	১১	১৩৮.০০
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৬	১৩৫.১৭
		উপমোট	৪৯৮	৯৬৯৫.৯৩

ক্রম.	অর্থ বছর	খাত	সম্পাদিত প্রকল্প/ স্কীমের সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়
৫.	২০১৮-২০১৯	যাতায়াত	৪৭	১,৪১৭.২০
		কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা	১৮	৩৪৯.১৮
		শিক্ষা	৩৬	১,০৩৬.৮০
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৬	১১৮.৩৫
		সমাজকল্যাণ	১২১	২,৬৭১.২৪
		ভৌত অবকাঠামো	৬৮	১,২৯০.৬৩
		উপমোট	২৯৬	৬,৮৮৩.৪০
		উপমোট	১,৭৪১	৩৬,৭০৩.৮৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং- ২২১০০০৯০০) এর আওতায় বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় ২০১৮-১৯ খ্রি. পর্যন্ত সম্পাদিত খাতভিত্তিক প্রকল্প তথ্যাদি

ক্রম.	অর্থ বছর	খাত	সম্পাদিত প্রকল্প/ স্কীমের সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	২০১৪-২০১৫	যাতায়াত	০৯	৫৩০৬.০০
		শিক্ষা	০২	৮৭৪.০০
		ভৌত অবকাঠামো	০৩	১১৮৫.০০
		উপমোট	১৪	৭৩৬৫.০৫
২.	২০১৫-২০১৬	যাতায়াত	১২	৪১৬০.০০
		শিক্ষা	০৬	১১০০.০০
		সমাজকল্যাণ	০১	৪৫.০০
		ভৌত অবকাঠামো	০৪	১৩০৪.৫০
		উপমোট	২৩	৬৬০৯.৫০
৩.	২০১৬-২০১৭	কৃষি, সেচ ও পানীয়জল	০৩	৬৬০.০০
		যাতায়াত	১৪	৫০৫০.০০
		শিক্ষা	০৪	৯০০.০০
		সমাজকল্যাণ	০১	৯০.০০
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০২	৪৫০.০০
		ভৌত অবকাঠামো	০২	৪০০.০০
		উপমোট	২৬	৭৫৫০.০০

ক্রম.	অর্থ বছর	খাত	সম্পাদিত প্রকল্প/ স্কীমের সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়
৪.	২০১৭-২০১৮	যাতায়াত	২০	৮৭৯৮.৩২
		শিক্ষা	০৪	৬০০.০০
		সমাজকল্যাণ	০২	১৫০.০০
		ভৌত অবকাঠামো	০১	৬৮৭.০০
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০১	২৭৫.০০
		উপমোট	২৮	১০৫১০.৩২
৪.	২০১৮-২০১৯	যাতায়াত	১৬	৯,২৭৩.৫৫
		শিক্ষা	৭	১,৬৭৫.০০
		সমাজকল্যাণ	৪	৪৭৭.৫০
		ভৌত অবকাঠামো	২	৪১৮.০৫
		পানীয়জল	২	১৬০.০০
		উপমোট	৩৮৫	৮১০০.০২
		মোট		৪৪,০৩৮.৯৭

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোকচিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় উপকারভোগীদের মাঝে সোলার প্যানেল ও মোবাইল চার্জার বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি।

বান্দরবান সদর উপজেলা বালাঘাটা চিত্র সেন বৈদ্য পাড়া এলাকায় ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নবনিয়োগপ্রাপ্ত পরামর্শক কমিটি সদস্যবৃন্দের সাথে
বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ।

মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ধলিয়া খালের উপর ৫৭.২৯ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ ও ব্রিজের উভয় পার্শ্বে সংযোগ সড়ক নির্মাণ
উদ্বোধনপূর্বক পরিদর্শন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

লক্ষীছড়ি কলেজে শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শেখ হাসিনা অডিটরিয়াম এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন
বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

মানিকছড়ি উপজেলাধীন মানিকছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের উদ্বোধন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন যাদুরাম পাড়া সংযোগ রাস্তা হতে বোগোজাদি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত লামা পৌর বাসটার্মিনাল নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বান্দরবান সদরস্থ বালাঘাটা এলাকায়
সাধনা বনকুটির নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

রোয়াংছড়ি কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা।

বান্দরবান সদর উপজেলায় রাজবিলাই উনিয়নে রাবার ড্যাম এলাকায় সেচ ড্রেন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডরমেটরি ভবন উদ্বোধন শেষে পরিদর্শন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ধর্মছদক বন বিহারের রাস্তা উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া।

রাঙ্গামাটি সদরস্থ শহীদ আবদুল আলী একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী।

রুমা সাংগু কলেজের শহীদ মিনার নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া।

আলীকদম সদর ইউনিয়নে আলীকদম থানচি সড়কে ১৩ কি.মি. অংশ হতে দোছড়ি যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

বান্দরবান সদর উপজেলাধীন ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত একডেমিক ভবন।

বান্দরবান সদর উপজেলায় ছাউপাড়ায় শিলক খালের উপর আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বান্দরবান সদরস্থ কালেক্টরেট কলেজ ভবন।

কাউখালী উপজেলাধীন ডাবুলা বিদ্যালয়ের হোস্টেল নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া।

বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং কলেজ গেইট হতে মধ্যম পাড়া পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া।

রাঙ্গামাটি স্টেশন ক্লাবের টেনিস মাঠ সংস্কার।

রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে গ্যালারী নির্মাণ কাজের একাংশ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি চেয়ারম্যান পাড়া ব্রিজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশ লাইনে চন্দ্রগিরি রেস্ট হাউজ নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নে খামতাম পাড়া পানি সরবরাহ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া।

রাঙ্গামাটি জেলা পলওয়েল পার্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত লাভ পয়েন্ট।

রুমা সেন্ডু হেডম্যান পাড়া ও রুমা উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের জি.এফ.এস. এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

কাউখালী উপজেলা সাপমারা হতে ছাপ্পর পাড়া ১.৫০ কি.মি. হতে ১.৮৬ কি.মি. পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত আলীকদম রেস্ট হাউজ।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা বনরুপা ছিন্দিক নগর হতে ক্যাচিংপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম।

থানচি ইউনিয়নে থানচি নিচে ডুকলুঝিড়িতে নির্মিত আরসিসি গার্ডার ব্রিজ।

বান্দরবান সদর উপজেলা সুয়ালক ইউনিয়নে কদুখোলা ভাগ্যকুল হাইস্কুলে দ্বিতল ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বান্দবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফলচাষ প্রকল্পের বান্দরবান পার্বত্য জেলার উপকারভোগীর বাগান পরিদর্শন করেন এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় উপকারভোগীদের মাঝে চারাকলম বিতরণ করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও চারাকলম বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের একাংশ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় উপকারভোগী মহিলাদের সার ও সরঞ্জাম বিতরণে একাংশ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফলচাষ প্রকল্পের আওতায় সৃজিত বাগান পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা।

বান্দরবান সদর উপজেলা কেন্দ্রীয় ঈদগা মাঠের আরসিসি ড্রেনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজপ রিদর্শন করেন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম।

রাঙ্গামাটির দারুল উলুম মাদরাসার ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপকারভোগীদের মাঝে সোলার প্যানেল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া।

রাজস্থলী উপজেলাধীন মদন কার্বারীপাড়া হতে মনি অং কার্বারীপাড়া পর্যন্ত ০.১৭ কি.মি. হতে ১ কি.মি. পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

মানিকছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সম্প্রসারণ।

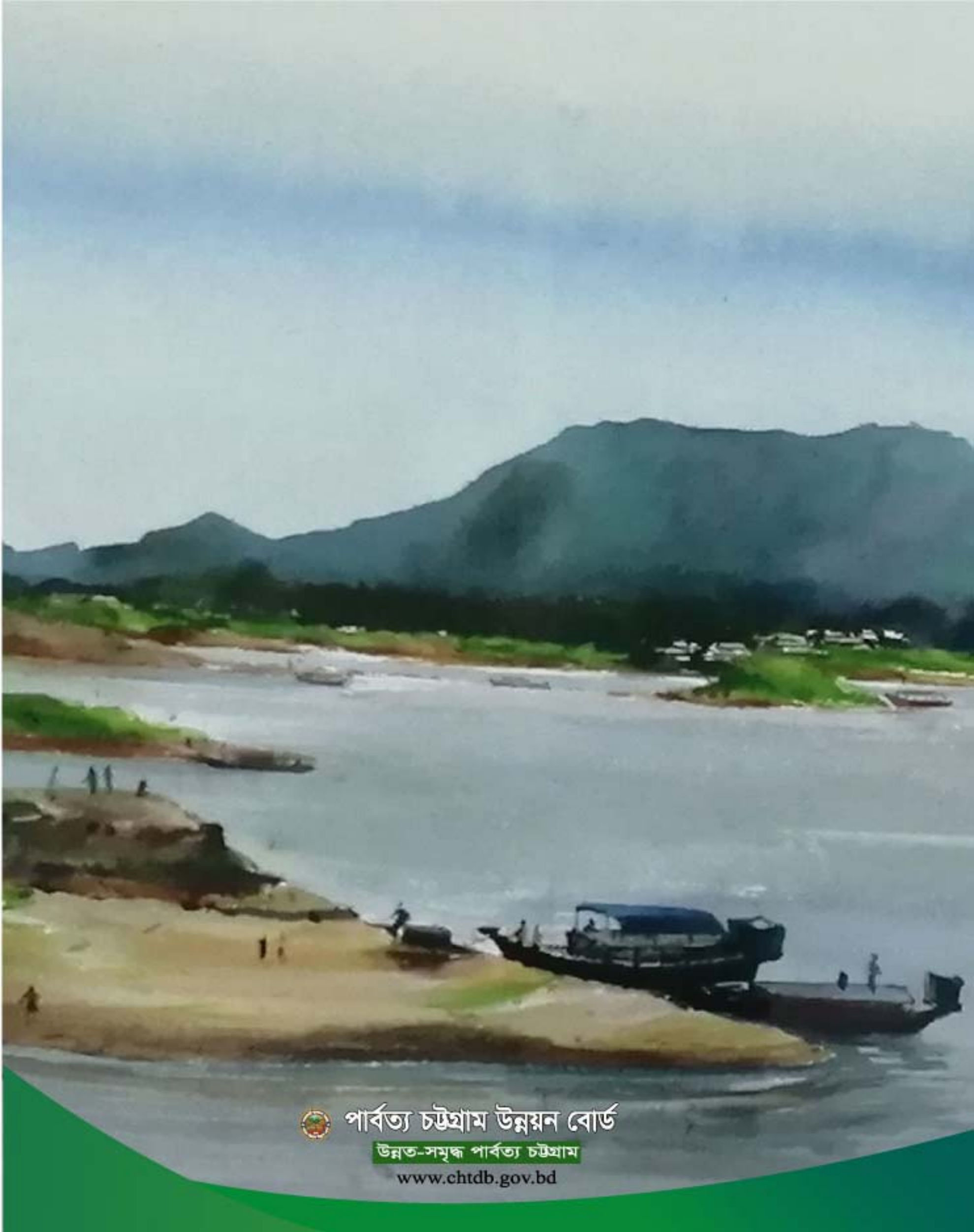

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd